পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 20 Saturday, 20 December, 2025 ❋ ৩১ বর্ষ, ২০ সংখ্যা ❋ ৪ পৌষ ১৪৩২, শনিবার, ২০ ডিসেম্বর ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

রাজ্যের কাছে উত্তর চাইল হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বরঃ আদালতের নির্দেশ মেনে মনরেগার কাজ শুরু করার জন্য কী ভাবছে রাজ্য? রাজ্যকে নিজের ভাবনা জানানোর নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। ৩০ দিনের মধ্যে লেবার বাজেট পেশ করার নির্দেশ দিয়ে রাজ্যকে চিঠি দেয় কেন্দ্র। আদালতে এ কথা জানিয়েছেন কেন্দ্রের আইনজীবী। কেন্দ্রের চিঠি নিয়ে কী ভাবছে রাজ্য? রাজ্যকে জানানোর নির্দেশ ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের। আগামী বছরের ১২ জানুয়ারি পরের শুনানি। ১০০ দিনের কাজের টাকা নিয়ে দীর্ঘ দিন ধরেই তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সাফ কথা, টাকা দিতে শর্ত চাপাচ্ছে কেন্দ্র। কেন্দ্রের লেবার বাজেটের শর্ত তিনি কোনওভাবেই মানছেন না। সম্প্রতি এক সভা মঞ্চ থেকে ১০০ দিনের কাজ নিয়ে কেন্দ্রের চিঠি ছিঁড়ে ফেলতে দেখা যায় তাঁকে। সেখানে

তিনি বলেছিলেন, ''এখন এসআইআর হচ্ছে। এখন আপনি ডিসেম্বর মাসে যদি কিছু দেনও তাহলে মার্চ মাসে বাজেট শেষ। অর্থবর্ষ শেষ। তখন বলবেন করতে পারল না। কারণ আপনি তো করতে দেননি। দু'মাসে টেন্ডার করে সবকিছু হয় না।'' বাংলায় ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে বেলাগাম দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল। মোট ৫ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা বণ্টনের ক্ষেত্রে দুর্নীতি করা হয়েছিল বলে আদালতে জানিয়েছিলেন কেন্দ্র। পূর্ব বর্ধমান, হুগলি, মালদহ, দার্জিলিং মতো একাধিক জেলায় সমীক্ষা করে দুর্নীতির প্রমাণ উঠে এসেছিল। সেই অভিযোগেই কেন্দ্র ১০০ দিনের কাজের টাকা বন্ধ করে দেয়। পরে হাইকোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম পুনরায় রাজ্যে ওই প্রকল্প চালু করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয় কেন্দ্রীয় সরকার। হাইকোর্টের নির্দেশই বহাল রাখে শীর্ষ আদালত।

বিএলও নিয়োগের কথা জানতই না রাজ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বরঃ এসআইআর নিয়ে রাজ্য সরকারের সঙ্গে কমিশনের একটা চাপান-উতোর শুরু থেকেই সামনে আসছে। এবার বিএলও-দের নিয়োগ নিয়ে বিস্ফোরক অভিযোগ শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর। রাজ্য সরকার তথা শিক্ষা দফতরকে না জানিয়েই রাজ্যের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বিএলও হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে বলে জানালেন ব্রাত্য। তাঁর দাবি, এভাবে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার চেষ্টা করেছে কমিশন। কমিশনের কাজের জন্য মাধ্যমিক পরীক্ষায় যাতে কোনও ব্যাঘাত না ঘটে, সেই বার্তা দিয়ে সম্প্রতি কমিশনকে একটি চিঠি দিয়েছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। আগামী ২ ফেব্রুয়ারি থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। চলবে ওই মাসের ১২ তারিখ পর্যন্ত। ওই সময় শিক্ষকদের যাতে কমিশনের কাজ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়, সেই অনুরোধ জানানো হয়েছে। পর্ষদের সেই চিঠিকে সমর্থন জানিয়েছেন ব্রাত্য। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ''এটা ক্ষমতা কুক্ষিগত করার মানসিকতা। রাজ্য সরকারকে এড়িয়ে চলা হচ্ছে। তানাশাহী চলছে।'' তাঁর দাবি, পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষকদের বেতন, পেনশন সুরক্ষিত। অন্যান্য রাজ্যে বেশিরভাগই চুক্তিভিত্তিক শিক্ষকরা কাজ করেন। সেই কারণেই এভাবে শিক্ষা দফতরকে এড়িয়ে কাজ করা হচ্ছে বলে দাবি করেছেন তিনি। পর্ষদের তরফ থেকে দেওয়া চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে রাজ্যে মোট ২৬৮২টি পরীক্ষা কেন্দ্র থাকছে, তার জন্য এক লক্ষ পরিদর্শক লাগে। তাই সেই শিক্ষক সংখ্যার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এসআইআর প্রক্রিয়া চালানোর জন্য অনুরোধ করা হয়েছে কমিশনকে। পরিদর্শক, ভেন্যু সুপারভাইজার ও ইনচার্জদের ভোটের কাজ থেকে অব্যাহতি দেওয়ার অনুরোধ করা হয়েছে।

আজ তাহেরপুরে মোদির জনসভা

সভা নিয়ে আগাম বার্তা প্রধানমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বরঃ মতুয়াগড় রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের তাহেরপুরে শনিবার প্রশাসনিক কর্মসূচি ও জনসভা করতে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁর সঙ্গে থাকবেন কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ ও জাতীয় সড়ক মন্ত্রী নীতিন গডকড়ী। জাতীয় সড়ক সংক্রান্ত দু'টি বড় প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাসের পাশাপাশি এই সফরে রানাঘাট-বনগাঁ এবং সামগ্রিক ভাবে পশ্চিমবঙ্গের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক বার্তা কী হয়, সেদিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল। প্রধানমন্ত্রীর সফর ঘিরে নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কড়া নজরদারি চালাচ্ছে এসপিজি। কর্মসূচির ২৪ ঘণ্টা আগে থেকেই তাহেরপুর ও সংলগ্ন এলাকায় পুলিশি তৎপরতা বেড়েছে। শুধু সভাস্থল নয়, গোটা এলাকা জুড়েই মোতায়েন করা হয়েছে রাজ্য পুলিশের বড় বাহিনী। তাহেরপুর থানার কাছে প্রধানমন্ত্রীর হেলিপ্যাড থেকে শুরু করে পার্শ্ববর্তী বীরনগরের বিভূতি পার্কে গডকড়ীর জন্য তৈরি হেলিপ্যাড- সব জায়গাতেই চলছে নজরদারি। তাহেরপুরের নেতাজি পার্ক ময়দানে আয়োজন করা হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর কিলোমিটার জাতীয় সড়ক চার লেন করার প্রকল্পের শিলান্যাসও করবেন তিনি। এর পর বেলা ১২টা থেকে ১২টা ৪৫ মিনিট পর্যন্ত রাজনৈতিক জনসভায় বক্তব্য রাখবেন মোদি। এসআইআর শুরুর পর এই প্রথম পশ্চিমবঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর সফর হওয়ায়, তাঁর বক্তব্য নিয়ে বিশেষ আগ্রহ রয়েছে সব রাজনৈতিক শিবিরেই। বিশেষ করে মতুয়াপ্রধান এই এলাকায় ভোটার তালিকা নিয়ে যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে, তা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী আশ্বাসমূলক বার্তা দিতে পারেন বলে বিজেপি সূত্রের দাবি। ওই উদ্বেগের বিষয়টি প্রধানমন্ত্রীর দফতর পর্যন্ত পৌঁছেছে বলেই বিজেপির বক্তব্য। যে এলাকায় মোদির জনসভা, তার আশপাশেই ফুলিয়া ও শান্তিপুর- তাঁতশিল্পের ঐতিহ্যবাহী কেন্দ্র। ফলে তাঁতশিল্পীদের উদ্দেশে আলাদা কোনও বার্তা থাকতে পারে বলেও মনে করা হচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে পশ্চিমবঙ্গে দেওয়া ভাষণগুলিতে বাঙালির গৌরব ও সংস্কৃতির প্রসঙ্গ বারবার উঠে এসেছে। নদিয়া জেলায় সভা হওয়ায়, তাহেরপুরের মঞ্চ থেকে চৈতন্য মহাপ্রভুর মাহাত্ম্যও উঠে আসতে পারে প্রধানমন্ত্রীর কথায়। এই সভাকে কেন্দ্র করে

সভা। সভাস্থল থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে তৈরি হয়েছে হেলিপ্যাড। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ কলকাতায় নামবে প্রধানমন্ত্রীর বিমান। তার কিছুক্ষণের মধ্যেই হেলিকপ্টারে তিনি রওনা দেবেন তাহেরপুরের উদ্দেশে। সকাল ১১টা ৫ মিনিটে তাহেরপুর থানার কাছে শ্মশান মাঠের হেলিপ্যাডে নামার কথা মোদির। ১১টা ১৫ মিনিটে তিনি পৌঁছবেন সভাস্থলে। প্রথমে আধ ঘণ্টার প্রশাসনিক কর্মসূচিতে অংশ নেবেন প্রধানমন্ত্রী। ১১টা ১৫ মিনিট থেকে ১১টা ৪৫ মিনিট পর্যন্ত চলবে সেই সভা। জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ সূত্রে খবর, সেখানে তিন হাজার কোটি টাকারও বেশি মূল্যের জাতীয় সড়ক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করবেন তিনি। ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের কৃষ্ণনগর থেকে বড়জাগুলি পর্যন্ত প্রায় ৬৮ কিলোমিটার অংশ চার লেনে করার কাজ শেষ হয়েছে। সেই অংশের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী। পাশাপাশি বারাসত থেকে বড়জাগুলি পর্যন্ত প্রায় ১৮ প্রধানমন্ত্রী নিজে একটি বার্তা দিয়েছেন, যা বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে নতুন উদ্দীপনা জাগিয়েছে। তাঁর বার্তায় বলা হয়েছে, 'আগামীকাল, ২০শে ডিসেম্বর, দুপুরে আমি রানাঘাটে বিজেপির জনসভায় ভাষণ দেব। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ কেন্দ্রীয় সরকারের বহু জনমুখী প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছেন। তবে একইসঙ্গে, রাজ্যের সর্বক্ষেত্রে তৃণমূল কংগ্রেসের অপশাসনের কারণে তারা ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। তৃণমূলের লুটপাট ও ভীতিপ্রদর্শন সব সীমা অতিক্রম করেছে। সেই কারণেই আজ বিজেপিই মানুষের একমাত্র আশা-ভরসা।' এই বার্তা প্রকাশ্যে আসার পর থেকে রানাঘাট ও আশপাশের এলাকায় বিজেপির প্রস্তুতি তুঙ্গে। প্রধানমন্ত্রীর বার্তায় তৃণমূলের অপশাসনের কঠোর সমালোচনা রাজ্য রাজনীতিতে নতুন ঝড় তুলেছে। তিনি বলেছেন, কেন্দ্রের জনমুখী প্রকল্পগুলো যেমন আয়ুস্মান ভারত, জল জীবন মিশন, পিএম কিসান- রাজ্যের মানুষ পাচ্ছেন, কিন্তু তৃণমূলের দুর্নীতি ও ভীতির রাজত্বের কারণে সাধারণ মানুষ ভোগান্তিতে।

যুবভারতীকাণ্ডে এবার আতস কাচের নীচে রাজ্যের মন্ত্রীরাও

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বরঃ যুবভারতীকাণ্ডে এবার সিটের তদন্তের আওতায় মন্ত্রীরাও। নবান্ন সূত্রে খবর, সল্টলেক স্টেডিয়ামের ঘটনায় সিট-র তদন্তের আওতায় মন্ত্রীরাও। পাশাপাশি শোকজের জবাব জমা পড়েছে। তদন্তে সেই জবাবগুলিও খতিয়ে দেখা হবে বলে প্রশাসনিক সূত্রের খবর। নবান্ন সূত্রের খবর, আগামী ১৫ দিনের মধ্যে মূল কমিটি অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রীর তৈরি করে দেওয়া প্রাক্তন বিচারপতি অসীম রায়ের নেতৃত্বে গঠিত কমিটি দ্বিতীয় রিপোর্ট মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জমা দেবে। মূলত চার কমিটি সিট-র তদন্তের ভিত্তিতেই দ্বিতীয় রিপোর্ট জমা করবে। তদন্তের কাজে প্রয়োজনে সিট আরও আধিকারিক নিয়োগ করতে পারে। তবে সিট-কে তদন্তের জন্য নির্দিষ্ট কোনও সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়নি। এদিকে সল্টলেকে হওয়া ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ খতিয়ে দেখছে রাজ্যের পূর্ত দফতর। সিট অনুমতি দিলে সল্টলেক স্টেডিয়ামের পুনর্নির্মাণের কাজ। তবে এ ধরনের অনুষ্ঠানের জন্য রাজ্য সরকারের নির্দিষ্ট এসওডপি আছে। রিপোর্ট পেয়ে এসওপি আরও উন্নত করা হবে। প্রসঙ্গত,

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে আগেই ক্রীড়ামন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন অরূপ বিশ্বাস। গত শনিবার যুবভারতীতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আর্জেন্টাইন ফুটবল তারকা লিওনেল মেসি। কিন্তু নিরাপত্তাজনিত কারণে মাত্র ২৩ মিনিটের মধ্যেই মাঠ ছাড়তে হয় তাঁকে। অভিযোগ, রাজনৈতিক নেতা ও মন্ত্রীদের ভিড়ে গ্যালারি থেকে দর্শকরা মেসিকে ঠিকমতো দেখতেই পাননি। হাজার হাজার টাকা দিয়ে টিকিট কেটে খালি হাতে ফিরতে হয় বহু দর্শককে। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে স্টেডিয়ামের একাংশে ভাঙচুরও চলে। ঘটনার পরই আয়োজক শতদ্রুকে গ্রেফতার করে পুলিশ। একই সঙ্গে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। এরপর মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অসীম কুমার রায়ের নেতৃত্বে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। ওই কমিটির সুপারিশে গত মঙ্গলবার রাজ্যের ডিজি-সহ তিন শীর্ষ কর্তা শোকজ হন এবং ২৪ ঘণ্টার মধ্যে জবাবদিহি করতে বলা হয়। একই সঙ্গে নবান্ন চার সদস্যের সিট গঠন করে। সিটে রয়েছেন দক্ষিণবঙ্গের ডিজি সুপ্রতিম সরকার, আইপিএস পীযূষ পাণ্ডে, কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা প্রধান মুরলীধর শর্মা ও এডিজি জাভেদ শামিম। পরে সিটের সদস্য সংখ্যাও বাড়ানো হয়েছে। এদিকে ভোট বছরের প্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি তাঁর সরকারের সাড়ে ১৪ বছরের কাজের খতিয়ান তুলে ধরেন। সরকারের তরফে এর নামকরণ করা হয়েছে, 'উন্নয়নের পাঁচালি'। নারীর ক্ষমতায়ন থেকে শুরু করে সামাজিক প্রকল্প ও উন্নয়নের বিস্তারিত তথ্য (উন্নয়নের পাঁচালি) এদিন সরকারি ওয়েবসাইটেও আপলোড করা হয়েছে বলে নবান্নে জানান মুখ্যসচিব। এই ঘটনায় প্রথম থেকেই অরূপ বিশ্বাস ও সুজিত বসু কাঠগড়ায় রয়েছেন। সামাজিক মাধ্যমে তাঁদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে। তাঁদের গ্রেফতারির দাবি করেছেন রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

সংসদে 'জিরামজি' বিল ছাড়পত্র পেতেই আক্রমণাত্মক রাহুল গান্ধি

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বরঃ বিরোধীদের হাজারো আপত্তি, বিক্ষোভ ও ওয়াকআউটের মাঝেও লোকসভা ও রাজ্যসভা- সংসদের দুই কক্ষেই পাশ হয়ে গেল 'দ্য বিকশিত ভারত- গ্যারান্টি ফর রোজগার অ্যান্ড আজীবিকা মিশন (গ্রামীণ), ভিবি-জি রাম জি বিল ২০২৫।' আর এই বিলকে ঘিরেই নরেন্দ্র মোদি সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় আক্রমণ শানালেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। তিনি এই বিলকে 'রাষ্ট্রবিরোধী' এবং 'গ্রামবিরোধী' বলে অভিহিত করেছেন। মঙ্গলবার ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পের নাম বদলে বিল পেশ করেন শিবরাজ চৌহান। মনরেগার নাম পরিবর্তন করে 'জিরামজি' করার প্রস্তাব দেওয়া হয় ওই বিলে। প্রস্তাবিত বিলে ১০০ দিনের কাজের পরিমাণ ১০০ দিন থেকে বাড়িয়ে ১২৫ দিন করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পে কেন্দ্রীয় বরাদ্দ ৯০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৬০ শতাংশ করা হচ্ছে। এর ফলে রাজ্যগুলির উপর চাপ বাড়ছে। তাছাড়া আগে রাজ্যের চাহিদা অনুযায়ী, এই প্রকল্পে বরাদ্দ করা হত। এবার থেকে কেন্দ্র ঠিক করবে কোন রাজ্যে কত বরাদ্দ করা হবে। ফলে সাধারণ শ্রমিকরা ১০০ দিনের কাজ পাবেনই, তেমন কোনও নিশ্চয়তা থাকছে না। আগে এই বিলে কাজের নিশ্চয়তা ছিল। কেন্দ্রের এই নতুন বিল নিয়ে আলোচনা শুরু হতেই সংসদে প্রতিবাদে সুর চড়ায় বিরোধীরা। কিন্তু শেষমেশ সংসদের দুই কক্ষেই পাশ হয়ে যায় এই নতুন বিল। এরপরেই এক্স হ্যান্ডেলে ক্ষোভ প্রকাশ করে রাহুল গান্ধি বলেন, 'একদিনেই ২০ বছরের এমজিএনআরইজিএ-কে ধ্বংস করে দিয়েছে মোদি সরকার। ভিবি-জি রাম জি এমজিএনআরইজিএ-র কোন 'সংস্কার নয়। এটি আসলে অধিকার-ভিত্তিক, চাহিদা-চালিত গ্যারান্টিকে ধ্বংস করে, একটি রেশনিং-ভিত্তিক প্রকল্প চালু করার পদ্ধতি, যা দিল্লি থেকে নিয়ন্ত্রিত হবে। এটি এর নকশাগতভাবেই রাজ্য-বিরোধী এবং গ্রাম-বিরোধী।' তিনি আরও লেখেন, 'এমজিএনআরইজিএ গ্রামীণ শ্রমিকদের দর কষাকষির ক্ষমতা দিয়েছিল। প্রকৃত বিকল্প থাকায় অভিবাসন কমেছিল, মজুরি বেড়েছিল, কাজের অবস্থার উন্নতি হয়েছিল। একইসঙ্গে গ্রামীণ পরিকাঠামো নির্মিত ও পুনরুজ্জীবিত হয়েছিল। এই সরকার ঠিক সেই ক্ষমতাই ভেঙে দিতে চায়।' তিনি আরও বলেন, ''সংস্কারের নামে কাজের পরিমাণ সীমিত করে এবং কাজ অস্বীকার করার আরও নতুন উপায় তৈরি করে, ভিবি-জি রাম জি আসলে গ্রামীণ দরিদ্রদের হাতে থাকা একমাত্র হাতিয়ারটিকে দুর্বল করে দিচ্ছে। কোভিড

মহামারীর সময় আমরা দেখেছি এমজিএনআরইজিএ-র গুরুত্ব কতটা ছিল। যখন মানুষের উপার্জন প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, তখন এটি কোটি কোটি মানুষকে ক্ষুধা ও ঋণ থেকে রক্ষা করেছিল।'' কংগ্রেস সাংসদের অভিযোগ, 'এই আইনটি যথাযথ পর্যালোচনা ছাড়াই সংসদে জোর করে পাশ করানো হয়েছে। বিলটি স্থায়ী কমিটিতে পাঠানোর বিরোধীদের দাবি প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। যে আইনটি গ্রামীণ সামাজিক চুক্তিকে নতুন করে সাজাবে এবং কোটি কোটি শ্রমিককে প্রভাবিত করবে, সেই আইনটি কোনও গুরুতর কমিটি পর্যালোচনা, বিশেষজ্ঞের পরামর্শ এবং গণশুনানি ছাড়াই এভাবে চাপিয়ে দেওয়া উচিত নয়।'' প্রধানমন্ত্রী মোদিকে নিশানা করে তিনি আরও লেখেন, ''প্রধানমন্ত্রী মোদির লক্ষ্য স্পষ্টঃ শ্রমশক্তিকে দুর্বল করা, গ্রামীণ ভারতের, বিশেষ করে দলিত, ওবিসি এবং আদিবাসীদের দর কষাকষির ক্ষমতা দুর্বল করা, ক্ষমতাকে কেন্দ্রীভূত করা এবং তারপর তাকে 'সংস্কার' হিসেবে বিক্রি করা।'' শেষ পর্যন্ত সরকারের এই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার করেন রাহুল গান্ধি। তিনি বলেন, ''এমজিএনআরইজিএ বিশ্বের অন্যতম সফল দারিদ্র্য বিমোচন ও ক্ষমতায়ন কর্মসূচি। গ্রামীণ গরিবদের শেষ রক্ষাকবচ আমরা ধ্বংস হতে দেব না। শ্রমিক, পঞ্চায়েত ও রাজ্যগুলিকে সঙ্গে নিয়ে এই আইন প্রত্যাহারের জন্য দেশজুড়ে আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।''

এসআইআর শুনানির নোটিস পাঠানোর কাজ শুরু শনিতে!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বরঃ রাজ্যে চলতি বিশেষ নিবিড় সংশোধন পর্বে শুনানির উপর কড়া নজরদারির প্রস্তুতি নিচ্ছে নির্বাচন কমিশন। কমিশন সূত্রে খবর, গোটা প্রক্রিয়ায় নজর রাখতে প্রায় ৪ হাজার মাইক্রো রোল অবজার্ভার নিয়োগের কথা ভাবা হচ্ছে। যদিও প্রাথমিক হিসেবে এই সংখ্যা ৩,৩০০-র আশপাশে থাকলেও, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনও হয়নি। এই নিয়োগ নিয়ে শুক্রবারই কমিশনের অন্দরে বৈঠক চলছে বলে জানা গিয়েছে। মাইক্রো অবজার্ভারদের কাজ হবে শুনানি পর্বের প্রতিটি ধাপ নজরে রাখা। কোথাও কোনও অসঙ্গতি ধরা পড়লে তাঁরা প্রথমে সংশ্লিষ্ট ইআরও ও এইআরও-কে জানাবেন, প্রয়োজনে বিষয়টি ডিইও-র নজরেও আনবেন। কমিশনের আশা, শনিবারের মধ্যেই মাইক্রো অবজার্ভারদের নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ হয়ে যাবে। এদিকে শুনানির জন্য নোটিস পাঠানোর কাজ শুরু হতে পারে শনিবার থেকেই। তবে প্রথম শুনানি ২৫ ডিসেম্বরের আগে হচ্ছে না। কমিশন সূত্রে জানানো হয়েছে, নোটিস পাঠানোর পর সংশ্লিষ্টদের অন্তত সাত দিনের সময় দেওয়া হবে। শুনানি পর্বে সিসিটিভি বসানো হবে কি না, সে বিষয়ে এখনও কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। তবে আপাতত সিসিটিভি না থাকার সম্ভাবনাই বেশি। অন্যদিকে, বারুইপুর পূর্ব বিধানসভার ৯৪ নম্বর বুথের বিএলও বিতর্কে শুক্রবার কমিশনের দফতরে তলব করা হয় মোট ছ'জনকে। যাঁদের মধ্যে রয়েছেন একজন ইআরও, তিনজন এইআরও এবং দুইজন বিএলও। অ্যাডিশনাল সিইও-র সামনে নিজেদের বক্তব্য পেশ করেছেন তাঁরা। অভিযোগ, প্রথমে রামনগর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য সোমা সেনকে বিএলও করা হয়। পরে অভিযোগের ভিত্তিতে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী দেবী হালদারকে বিএলও হিসেবে নিযুক্ত করা হলেও, তাঁর বদলে একাধিক ফর্মে সোমা সেনের সই থাকার অভিযোগ ওঠে। এই ঘটনাকেই কেন্দ্র করে কমিশনের তলব বলে মনে করা হচ্ছে। কমিশন সূত্রের দাবি, রাজ্যে এসআইআর পর্ব ঘিরে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তার প্রেক্ষিতেই নজিরবিহীন ভাবে এত সংখ্যক মাইক্রো অবজারভার নিয়োগের সিদ্ধান্ত। পুরো শুনানি প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখতেই এই কড়া নজরদারির পথে হাঁটছে নির্বাচন কমিশন।

মহুয়াকে স্বস্তি দিল হাইকোর্ট, এখনই জমা নয় চার্জশিট

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বরঃ সাময়িক ভাবে ঘুষের বিনিময়ে প্রশ্নের মামলায় বন্ধ হল কাটাছেঁড়া। শুক্রবার কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রকে বড় স্বস্তি প্রদান করল দিল্লি হাইকোর্ট। সাংসদের বিরুদ্ধে চলা মামলায় লোকপালের দেওয়া নির্দেশকে 'ভুল' বলে উল্লেখ করল হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। এদিন দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি অনিল ক্ষেত্রপাল এবং বিচারপতি হরিশ বৈদ্যনাথ শঙ্করের ডিভিশন বেঞ্চে ছিল রায়দানের পালা। সম্প্রতি মহুয়া বিরুদ্ধে চলা ঘুষের বিনিময়ে প্রশ্নের মামলায় সিবিআই চার্জশিট জমা দেওয়ার অনুমতি দিয়েছিল লোকপাল আদালত। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে দিল্লি হাইকোর্টে দ্বারস্থ হয়েছিলেন তৃণমূল সাংসদ। এজলাসে লোকপালের দেওয়া নির্দেশকে বাতিলের জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন মহুয়ার সওয়ালকারী

নিধেশ গুপ্ত। গত ২১ নভেম্বর দিল্লি হাইকোর্টে মহুয়ার চ্যালেঞ্জের শুনানি শেষ হয়েছিল। রায়দান স্থগিত রেখেছিল বেঞ্চ। অবশেষে প্রায় এক মাস পর এল রায়। আদালতের পর্যবেক্ষণ, ভারতের লোকপাল সংশ্লিষ্ট লোকপালের আইনের বিধানগুলি বুঝতে 'ভুল করেছেন'। তাই এক মাসের মধ্যে পুনরায় মহুয়ার বিরুদ্ধে চলা মামলা নিয়ে বিবেচনা করে ফের নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে। উল্লেখ্য, গত ১২ নভেম্বর মহুয়ার বিরুদ্ধে চলা ঘুষের বিনিময়ে প্রশ্নের মামলায় সিবিআইকে চার্জশিট জমা দেওয়ার অনুমোদন দিয়েছিল লোকপাল আদালত। সেই সময় নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, ২০১৩ সালের লোকপাল আইনের ধারা ২০(৭) এবং ধারা ২৩(১) অনুযায়ী, সিবিআইকে চার সপ্তাহের মধ্যে চার্জশিট জমা করতে হবে। পাশাপাশি, সেই চার্জশিটের একটি প্রতিলিপি লোকপাল দফতরেও পাঠাতে হবে। তবে চার্জশিট জমা দেওয়ার পরই যে আইনি প্রক্রিয়া শুরু হবে এমনটা নয়। লোকপাল আদালতের চেয়ারপার্সন জানিয়েছিলেন, 'চার্জশিট জমা দেওয়ার পরেই সিবিআইয়ের দ্বিতীয় আবেদনটি বিবেচনা করা হবে। তার আগে আইনি প্রক্রিয়া নয়।' এরপরেই এই নির্দেশের বিরোধিতা করে সরব হন মহুয়া।

সংবাদপত্রের অফিসে আগুন লাগিয়েও হয়নি, বাংলাদেশে গুলি করে মারা হল সাংবাদিককেও

সংবাদ সংস্থা, ঢাকা, ১৯ ডিসেম্বরঃ ২০২৪ সালের আগস্টে হাসিনা সরকারের পতনের পর যে বিশৃঙ্খলার ছবি দেশ দেখেছিল, তারই পুনরাবৃত্তি যেন আবার পদ্মাপারে। এ বার সেই হিংসার বলি এক হিন্দু ধর্মাবলম্বী শ্রমিক এবং এক সাংবাদিক। পরিস্থিতির ভয়াবহতায় মধ্যযুগীয় বর্বরতাকেও ছাপিয়ে গিয়েছে বলেই মত পর্যবেক্ষকদের। বৃহস্পতিবার রাত থেকেই উত্তাল হয়ে ওঠে বাংলাদেশের একাধিক এলাকা। পাথর ও আগুন নিয়ে দুষ্কৃতীরা হামলা চালায় কয়েকটি সংবাদমাধ্যমের দফতরে। সেই হামলার রেশ কাটতে না কাটতেই খুলনায় গুলি করে খুন করা হয় এক সাংবাদিককে। নিহতের নাম ইমদাদ উল হক মিলন। যদিও এই সাংবাদিক সাহিত্যিক ও সাংবাদিক ইমদাদুল হক মিলন নন। ঘটনায় গুলিবিদ্ধ হন আরও এক জন-দেবাশিস নামে এক হোমিওপ্যাথ চিকিৎসক। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে শ্যুটআউটের ঘটনাটি ঘটে বলে জানা গিয়েছে। ইমদাদ উল হক মিলন 'বর্তমান সময়' নামে একটি দৈনিকের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পাশাপাশি তিনি স্থানীয় একটি প্রেস ক্লাবের সভাপতির দায়িত্বও সামলাতেন। ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদির গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুর পর যে জনরোষ ছড়ায়, তার মধ্যেই এই হত্যাকাণ্ড ঘটে বলে খবর। ওসমান হাদির মৃত্যুকে কেন্দ্র করে হিংসা ছড়িয়ে পড়ে রাজধানী ও বিভিন্ন শহরে। রাতের অন্ধকারে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় বাংলাদেশের বহুল

প্রচারিত সংবাদপত্র 'ডেইলি স্টার'-এর অফিসে। ব্যাপক ভাঙচুরের পর আগুন লাগে 'প্রথম আলো'র দফতরেও। আতঙ্কের মধ্যে পড়ে যান সেখানে কর্মরত সাংবাদিকরা। রাত দু'টো নাগাদ দমকল বাহিনী পৌঁছয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে সেনাবাহিনীকেও নামানো হয়। ক্রেনের সাহায্যে সাংবাদিকদের উদ্ধার করা হয়- কার্যত মৃত্যুর মুখ থেকে রক্ষা পান তাঁরা। এই অশান্তির মধ্যেই ময়মনসিংহে আরও একটি নৃশংস ঘটনার অভিযোগ সামনে এসেছে। উত্তেজিত জনতা এক হিন্দু যুবককে পিটিয়ে ও পরে আগুন ধরিয়ে হত্যা করেছে বলে অভিযোগ। নিহতের নাম দীপুচাঁদ দাস। পেশায় তিনি কারখানার শ্রমিক ছিলেন। প্রথমে বেধড়ক মারধর, তার পর জীবন্ত পুড়িয়ে মারার অভিযোগে শিউরে উঠেছে দেশ। ক্রমবর্ধমান হিংসার প্রেক্ষিতে শান্তি বজায় রাখার আহ্বান জানিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনুস। তাঁর বক্তব্য, দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় সরকার সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এদিকে এই পরিস্থিতি নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে ভারতের বিদেশমন্ত্রক। এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাগুলি নিয়ে চরমপন্থীদের ভুয়ো দাবি ভারত প্রত্যাখ্যান করছে। একই সঙ্গে দুঃখ প্রকাশ করে জানানো হয়েছে, এখনও পর্যন্ত এই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু করেনি বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার। এমনকি ভারত সরকারের সঙ্গে কোনও তথ্যপ্রমাণও ভাগ করে নেওয়া হয়নি বলেই দাবি বিদেশমন্ত্রকের।

২ জানুয়ারি থেকে হাঁপানিয়ায় আগরতলা বইমেলা, থিম 'বন্দেমাতরম'

আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর ঃ ২ জানুয়ারি থেকে রাজধানী আগরতলায় হাঁপানিয়া আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে শুরু হতে চলেছে আগরতলা বইমেলা। এই উপলক্ষ্যে গত বৃহস্পতিবার আগরতলা পুর নিগমের কনফারেন্স হলে এক প্রস্তুতি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে পৌরোহিত্য করেন মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার।বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক অরুণোদয় সাহা, তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের উন্নয়ন কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান সুব্রত চক্রবর্তী, অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য, ডেপুটি মেয়র মনিকা দাস দত্ত-সহ বিভিন্ন দফতরের আধিকারিক ও পুস্তক প্রকাশনী সংস্থার প্রতিনিধিরা। বইমেলাকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতে বৈঠকে সার্বিক প্রস্তুতি, পরিকাঠামো, নিরাপত্তা ও দর্শনার্থীদের সুবিধা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। জানা যায়, এবছর আগরতলা বইমেলা প্রতিদিন দুপুর ১টা থেকে রাত সাড়ে ৮টা পর্যন্ত খোলা থাকতে পারে।বইমেলায় বহিঃরাজ্যের সাহিত্যিকদের আমন্ত্রণ জানানো প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করে পরবর্তী সময়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে। গত বছরের মতো এবছরও বাংলাদেশের কোনও প্রকাশনা সংস্থার স্টল থাকছে না। তবে রাজ্য ও বহিঃরাজ্যের উল্লেখযোগ্য প্রকাশনী সংস্থার পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত ১৬৭টি আবেদন জমা পড়েছে। এর ফলে এবছর বইমেলার পরিসর আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে মনে করা হচ্ছে। এবারের আগরতলা বইমেলার থিম নির্ধারণ করা হয়েছে 'বন্দেমাতরম'।

২৩ ডিসেম্বর পাটনা সফরে বিজেপির জাতী কার্যকরী সভাপতি

পাটনা, ১৯ ডিসেম্বর ঃ ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) জাতীয় কার্যকরী সভাপতি হওয়ার পর নীতিন নবীন ২৩ ডিসেম্বর প্রথমবার দিল্লি থেকে পাটনা আসবেন। বিহার বিজেপির রাজ্য সভাপতি সঞ্জয় সরোগী শুক্রবার এই বিষয়ে জানিয়েছেন।সঞ্জয় সরোগী জানিয়েছেন যে, নীতিন নবীন ২৩ ডিসেম্বর দুপুর সাড়ে ১২টা নাগাদ পাটনা বিমানবন্দরে পৌঁছাবেন। এরপর তিনি একটি রোড শো করে মিলার হাই স্কুল মাঠ প্রাঙ্গণে পৌঁছাবেন। সেখানে একটি সংবর্ধনা অনুষ্ঠান হবে।তিনি বলেন, পাটনা বিমানবন্দর থেকে শুরু হওয়া রোড শো-এর যাত্রাপথ হবে শেখপুরা হাউস, রাজবংশী নগর হনুমান মন্দির (যেখানে তিনি প্রার্থনা করবেন), পুনাই চক, হাইকোর্ট হয়ে মিলার হাই স্কুল মাঠ। বাবা সাহেব ভীমরাও আম্বেদকরের মূর্তিতে মাল্যদান এবং লোকনায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণের মূর্তিতে মাল্যদানও এই যাত্রাপথের মধ্যেই থাকবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

প্রবল শীত, ফতেহপুরে বৃদ্ধের মৃত্যু

ফতেহপুর, ১৯ ডিসেম্বর ঃ উত্তর প্রদেশের ফতেহপুর জেলায় তীব্র শীতের কারণে এক অজ্ঞাত পরিচয় বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার সকালে পুলিশ জাতীয় সড়কের ধারে ওই বৃদ্ধের নিথর দেহ উদ্ধার করে।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, রানীপুর ওভারব্রিজ সংলগ্ন জাতীয় সড়কের পাশে ওই বৃদ্ধ প্রবল শীতে আগুন পোহাচ্ছিলেন। কিন্তু প্রবল শীতে তাঁর মৃত্যু হয় বলে অনুমান।ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ স্থানীয়দের সহায়তায় মৃত ব্যক্তির পরিচয় জানার চেষ্টা করে, তবে

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

ওমানে ভারতীয় সম্প্রদায়ের উদ্দেশে ভাষণ প্রধানমন্ত্রীর

মাস্কট ও নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মাস্কটে ভারতীয় সম্প্রদায়ের সদস্যদের বিশাল সমাবেশে ভাষণ দিলেন। শ্রোতাদের মধ্যে ছিল একাধিক ভারতীয় স্কুলের ৭০০-র বেশি ছাত্র-ছাত্রী। ওমানে ভারতীয় স্কুলগুলির জন্য এবছরটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য, কারণ সেদেশে স্কুলগুলি স্থাপনের ৫০ বছর পালন করা হচ্ছে।সমাবেশে ভাষণে প্রধানমন্ত্রী ভারতের পরিবার এবং বন্ধুদের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানান। তাদের আন্তরিক এবং বর্ণময় অভ্যর্থনার জন্য ধন্যবাদ দেন। তিনি বলেন, ওমানে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা মানুষের সঙ্গে দেখা করতে পেরে আনন্দিত। ভারতীয় সংস্কৃতির ভিত্তি বৈচিত্র্য - একটি মূল্যবোধ যা তাদের যেকোন সমাজের অঙ্গ হিসেবে মিশে যেতে সাহায্য করে। ওমানে ভারতীয় সম্প্রদায়কে কত সম্মান করা হয় সেই বিষয়ে বলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য সহাবস্থান এবং সহযোগিতা। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারত এবং ওমানের মধ্যে বহু বছরের যোগাযোগ, মাণ্ডবী থেকে মাস্কট যা আজ লালন করছে ভারতীয় বংশোদ্ভূতরা তাঁদের কঠোর পরিশ্রম এবং একতার মাধ্যমে। 'ভারত কো জানিয়ে' ক্যুইজে বিশাল সংখ্যায় অংশ নেওয়ার জন্য প্রশংসা করেন তিনি। ভারত - ওমান মৈত্রীর কেন্দ্রে রয়েছে জ্ঞান, যার ওপর জোর দিয়ে তিনি সেদেশের ভারতীয় স্কুলগুলির ৫০ বছর পূর্তির জন্য অভিনন্দন জানান। ভারতীয় সম্প্রদায়ের কল্যাণে সহায়তা করার জন্য মাননীয় সুলতান হাইথাম বিন তারিক-কেও ধন্যবাদ জানান প্রধানমন্ত্রী।প্রধানমন্ত্রী ভারতের রূপান্তরকারী বৃদ্ধি এবং উন্নয়ন এবং তার গতি ও মাত্রা নিয়ে বলেন। অর্থনীতির শক্তি যা প্রতিফলিত হয়েছে গত ত্রৈমাসিকে ৮ শতাংশের বেশি বৃদ্ধিতে, সেটাও উল্লেখ করেন তিনি। গত ১১ বছরে সরকারের সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরে তিনি বলেন, পরিকাঠামো উন্নয়ন, উপাদন শিল্প, স্বাস্থ্য পরিষেবা, গ্রিন গ্রোথ এবং মহিলাদের ক্ষমতায়নের মতো ক্ষেত্রে দেশে রূপান্তরকারী পরিবর্তন হয়েছে। তিনি আরও জানান, ভারত বিশ্বমানের উদ্ভাবন, স্টার্টআপ এবং ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার পরিমণ্ডল সৃষ্টির মাধ্যমে একবিংশ শতাব্দীর জন্য নিজেকে তৈরি করছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, সারা বিশ্বে যত ডিজিটাল পেমেন্ট হয় তার ৫০ শতাংশ হয় ভারতের ইউপিআই-তে, যা গর্ব এবং সাফল্যের বিষয়। তিনি মহাকাশ ক্ষেত্রের সাম্প্রতিক উজ্জ্বল সাফল্য - চাঁদে অবতরণ থেকে পরিকল্পিত গগনযান মানব মহাকাশ মিশন বিষয়ে বলেন। তিনি আরও বলেন, ভারত এবং ওমানের সহযোগিতার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ মহাকাশ। তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের ইসরোর তরুণদের জন্য কর্মসূচি 'যুবিকা' অংশ নেওয়ার আহ্বান জানান। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারত শুধুমাত্র একটি বাজার নয়, বিশ্বের কাছে একটি মডেল, পণ্য ও পরিষেবা থেকে ডিজিটাল সমাধানে।প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের কল্যাণে ভারতের গভীর দায়বদ্ধতার বার্তা দেন। বলেন, যখনই আমাদের মানুষের কোন কিছু প্রয়োজন হবে সরকার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে। প্রধানমন্ত্রী জানান, ভারত - ওমান অংশীদারিত্ব ভবিষ্যতের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করছে এআই সহযোগিতা, ডিজিটাল লারনিং, উদ্ভাবন অংশীদারিত্ব এবং উদ্যোগপতি বিনিময়ের মাধ্যমে। তিনি তরুণদের বড় স্বপ্ন দেখতে, গভীরভাবে পড়াশোনা করতে এবং সাহসের সঙ্গে উদ্ভাবন করতে আহ্বান জানান, যাতে তারা মানব সমাজের জন্য অর্থপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।গত বৃহস্পতিবার এই বিষয়ে জানিয়েছে ভারত সরকারের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো।

মুমূর্ষু পুত্রকে বাঁচাতে লড়াই অসহায় সুহানার

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর ঃ পূর্ব যাদবপুর সন্তোষপুরের গুরুতর অসুস্থ অভিরূপ বক্সীকে বাঁচাতে তহবিল সংগ্রহে নেমেছেন মা সুহানা। ফুসফুসে বিরল এবং অত্যন্ত আক্রমণাত্মক স্টেজ IV ক্যান্সার (সারকোমাটয়েড কার্সিনোমা) ধরা পড়েছে।সুহানা জানান, এ এক কঠিন লাাই। ক্যান্সার দেরিতে ধরা পড়েছিল। নভেম্বরের শুরুতে যখন আমরা প্রথম এটি সম্পর্কে জানতে পারি, তখনই এটি স্টেজ IV-এ ছিল। তারপর থেকে, তার অবস্থার ভযাবহ অবনতি ঘটে। থোরাকোস্কোপি এবং সম্পর্কিত পদ্ধতি সহ তাঁর প্রাথমিক চিকিৎসা কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে শুরু হয়।বায়োপসিতে নিশ্চিত হয় এবং তাঁর অবস্থার অবনতি হয়। আরও উন্নত চিকিৎসার জন্য ৮ ডিসেম্বর তাকে জরুরি ভিত্তিতে টাটা মেডিকেল সেন্টারে স্থানান্তর করতে হয়। ব্যাপক টিউমার ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর ডান ফুসফুস ভেঙে গিয়েছে। ফলে তীব্র শ্বাসকষ্ট হচ্ছে।ক্যান্সার বাম ফুসফুসে ছড়িয়ে পড়ছে। তাঁর শ্বাস নেওয়ার ক্ষমতা আরও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তিনি ক্রমাগত বুকে ব্যথা এবং চরম দুর্বলতায় ভুগছেন। অভিরূপ ইতিমধ্যেই প্রাথমিক কেমোথেরাপির দুটি ডোজ পেয়েছেন। এখন পরবর্তী চক্রের আগে প্রতিক্রিয়া মূল্যানের জন্য অপেক্ষা করছেন। তাঁর বুকের প্রধান শিরাগুলির চারপাশে টিউমার তৈরি হয়েছে। এগুলো ভেতরের এবং বাইরে থেকে সেগুলো সংকুচিত করে কাছাকাছি ধমনীর দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। ডাক্তাররা এখন তাঁকে বাঁচানোর চেষ্টায় উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ 'ভাস্কুলার স্টেন্টিং' করার কথা বিবেচনা করছেন। কিন্তু তার অবস্থা এখনও অস্থির এবং অপ্রত্যাশিত।এই মুহূর্তে তাঁর দীর্ঘস্থায়ী আইসিইউ পরিষেবা, ক্রমাগত পর্যবেক্ষণ এবং জরুরি হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হতে পারে। চিকিৎসকরা আমাদের সতর্ক করে জানিয়েছেন হঠাৎ হৃদরোগ, একাধিক অঙ্গ ব্যর্থতা এবং চিকিৎসায় অল্প সময়ের জন্য বিলম্ব হলে প্রাণহানির প্রকৃত ঝুঁকি রয়েছে।চিকিৎসার খরচ-জরুরি কেমোথেরাপি, দীর্ঘ আইসিইউ থাকা, হাসপাতালে ভর্তি, বারবার স্ক্যান এবং পরীক্ষা, ওষুধ, উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ পদ্ধতি এবং সার্বক্ষণিক চিকিৎসা- অত্যন্ত বেশি। আমাদের চিকিৎসা বীমা এবং ব্যক্তিগত সঞ্চয় প্রায় শেষ হয়ে গেছে। আমার যা কিছু অবশিষ্ট আছে তা নিয়ে আমি তার পাশে লড়াই করছি। এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে আমাদের সাহায্য করুন। প্রতিটি অবদান এবং প্রতিটি শেযার সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ।পরিবারের তরফে ইউপিআইয়ে karmakarjollyokicici-তে দানের অনুরোধ করা হয়েছে। ওর চিকিৎসায় দরকার ২৫ লক্ষ টাকা। ১৯ ডিসেম্বর বেলা ১২টা পর্যন্ত ইউপিআইয়ে এসেছে ২ লক্ষ ৪৪ হাজার ৭৩ টাকা। এ ব্যাপারে আগ্রহীদের ৮৬৯৭১৩১৮৮৬ নম্বরে যোগাযোগ করার অনুরোধ করা হয়েছে।দীর্ঘদিনের স্থানীয় সমাজকর্মী পার্থপ্রতিম রায় (৯৮৩০০৫৩৪৮৩) এই প্রতিবেদককে বলেন, সাউথ পার্কের এই পরিবার দীর্ঘদিন বসবাস করেন। অভিরূপের বাবা, টিভি মেকানিক, স্বল্প উপার্জন। অভিরূপের বয়স ২৮। অটো মোবাইলের উপর বি টেক করেছে। কয়েক মাস হল দক্ষিণ ভারতের একটা সংস্থায় প্রশিক্ষণে আছে। সম্প্রতি বিয়ের রেজিস্ট্রেশন করেছে। হঠা করে এইরকম একটা দূরারোগ্য অসুখে আক্রান্তের কথা জেনে আমরা সবাই স্তম্ভিত। ভাবছি, ওদের পরিবারকে কীভাবে সাহায্য করা সম্ভব।

মনরেগা থেকে 'গান্ধী' নাম মুছে দেওয়ার অভিযোগে সংসদ চত্বরে উত্তাল প্রতিবাদ

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর ঃ মনরেগার নাম পরিবর্তনকে ঘিরে গত বুধবার সংসদ চত্বরে তীব্র রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে একজোট হয়ে প্রতিবাদে নামেন কংগ্রেস-সহ বিভিন্ন বিরোধী দলের সাংসদরা। সংসদ ভবনের বাইরে ধর্ণায় বসে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে স্লোগান ওঠে, দাবি করা হয়-এই সিদ্ধান্ত শুধু একটি প্রকল্পের নাম বদল নয়, বরং মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ ও উত্তরাধিকারের উপর সরাসরি আঘাত।ধর্ণাস্থলে উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক কে সি বেণুগোপাল, সাংসদ শশী থারুর-সহ একাধিক বিরোধী নেতা। তাঁদের বক্তব্যে বারবার উঠে আসে, গ্রামীণ কর্মসংস্থানের এই প্রকল্পটি কেবল অর্থনৈতিক সুরক্ষার হাতিয়ার নয়, স্বাধীনতা আন্দোলনের মূল্যবোধ ও গান্ধীয় দর্শনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। সেই ঐতিহ্যকে উপেক্ষা করেই নাম পরিবর্তনের পথে হাঁটছে কেন্দ্র- এমন অভিযোগ তোলেন তাঁরা।সমাজবাদী পার্টির সাংসদ ইকরা হাসান এ প্রসঙ্গে কড়া ভাষায় বলেন, এই দেশ মহাত্মা গান্ধীর নীতির উপর দাঁড়িয়ে আছে। মনরেগা থেকে তাঁর নাম মুছে দেওয়ার চেষ্টা মানে দেশের আত্মপরিচয়কে মুছে ফেলার চেষ্টা। এই দেশ মহাত্মা গান্ধীর ছিল, আছে এবং থাকবে। তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট, নাম পরিবর্তনের সিদ্ধান্তকে শুধুই প্রশাসনিক পদক্ষেপ হিসেবে দেখছে না বিরোধীরা বরং এটিকে আদর্শগত সংঘাতের প্রতীক হিসেবে তুলে ধরছেন।বিরোধী শিবিরের দাবি, মনরেগা-যার পূর্ণ নাম মহাত্মা গান্ধী ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি অ্যাক্ট-গ্রামীণ ভারতের জীবনে একটি মৌলিক সুরক্ষা বলয় তৈরি করেছে। বছরে নির্দিষ্ট সংখ্যক দিনের কাজের নিশ্চয়তা দিয়ে এই প্রকল্প দারিদ্র্য, বেকারত্ব ও অভিবাসনের মতো সমস্যায় দীর্ঘদিন ধরে স্বস্তি দিয়েছে। এমন একটি প্রকল্পের নাম থেকে 'গান্ধী' শব্দটি সরিয়ে দেওয়া হলে তার ঐতিহাসিক তাপর্য ক্ষুণ্ণ হবে বলেই মত বিরোধীদের। কংগ্রেস নেতাদের বক্তব্যে আরও উঠে আসে, স্বাধীনতার পর দেশের উন্নয়ন দর্শনে গান্ধীয় নীতি-স্বনির্ভরতা, গ্রামকেন্দ্রিক অর্থনীতি ও মানবিক মর্যাদা-সবচেয়ে বেশি প্রতিফলিত হয়েছে মনরেগার মতো কর্মসূচিতে। সেই কারণে প্রকল্পের নাম পরিবর্তনের সিদ্ধান্তকে তাঁরা প্রতীকী

ঘন কুয়াশা, মুম্বই-বারাণসী এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান ঘোরানো হলো ভুবনেশ্বরে

ভুবনেশ্বর, ১৯ ডিসেম্বর ঃ ঘন কুয়াশা এবং তার জেরে অত্যন্ত কম দৃশ্যমানতা। এই দুইয়ের কারণে বারাণসীতে অবতরণ করতে পারলো না মুম্বই থেকে বারাণসীগামী এয়ার ইন্ডিয়ার একটি বিমান। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে শুক্রবার মুম্বই থেকে বারাণসীগামী এয়ার ইন্ডিয়ার ওই বিমানকে ভুবনেশ্বরের বিজু পট্টনায়ক আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়।সূত্রের খবর, বিমানটি বারাণসীতে অবতরণের চেষ্টা করেছিল। কিন্তু হঠাৎ দৃশ্যমানতা কমে যাওয়ায় নিরাপদভাবে অবতরণ সম্ভব হয়নি। তাই বিমানটিকে ভুবনেশ্বরে ঘুরিয়ে দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। ভুবনেশ্বরে সেটি নিরাপদে অবতরণ করে। বিজু পট্টনায়ক আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে যে, সুষ্ঠুভাবে অবতরণ এর পর বিমানে থাকা সমস্ত যাত্রীকে নিরাপদে নামানো হয়। নিয়ম অনুযায়ী ওই বিমানের যাত্রীদের জন্য থাকার ব্যবস্থা এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা করার ব্যবস্থা করেছে এয়ার ইন্ডিয়া।

'চিকেনস নেকে'র সুরক্ষায় আরও তৎপর বিএসএফ, ড্রোন, চলছে নজরদারি

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বরঃ 'চিকেনস নেকে'র সুরক্ষায় কোনও খামতি রাখা হচ্ছে না। ইতিমধ্যে সেখানকার বিভিন্ন সামরিক ঘাঁটিকে সতর্ক করা হয়েছে।২২ কিলোমিটার প্রশস্ত 'চিকেনস নেক' নামে পরিচিত 'শিলিগুড়ি করিডোর' রক্ষায় বাংলাদেশ সীমান্তের পাশে অসমের ধুবড়ি সংলগ্ন বামুনি, বিহারের কিশনগঞ্জ এবং উত্তর দিনাজপুরের চোপড়া এলাকায় গড়ে ওঠা তিনটি সামরিক ঘাঁটিকে সতর্ক করা হয়েছে।চিকেনস নেক ঘিরে রয়েছে নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশ ও চিন। ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে এলাকাটি অত্যন্ত সংবেদনশীল। হাসিনা দেশ ছাড়ার পর থেকে এখানে সামরিক বাহিনীর তৎপরতা বেড়েছে বলেন।

মনরেগা নিয়ে সংঘাত তীব্র, মানুষের অধিকার হরণ করছে বিজেপি-সংসদ চত্বরে তোপ কংগ্রেস সভাপতি খাড়গের

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর ঃ মনরেগার নাম পরিবর্তনকে ঘিরে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানাল কংগ্রেস। মানুষের অধিকার কো নেওয়ার অভিযোগ তুলে সরব হলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, বিষয়টি কেবল একটি প্রকল্পের নাম বদলের প্রশ্ন নয়, এটি কাজের অধিকারের সঙ্গে সরাসরি জড়িয়ে থাকা এক গুরুতর ইস্যু। বিজেপি সরকার পরিকল্পিতভাবে সাধারণ মানুষের হাতে তুলে দেওয়া অধিকার কেড়ে নিচ্ছে বলেই অভিযোগ করেন তিনি।বৃহস্পতিবার রাজধানীতে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে খাড়গে বলেন, মনরেগা দেশের দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষের জন্য শুধুমাত্র একটি সরকারি প্রকল্প নয়, এটি তাঁদের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জায়ে থাকা এক অধিকার। এই অধিকার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা হলে কংগ্রেস চুপ করে বসে থাকবে না। তাঁর কথায়, বিজেপি যে পথে হাঁটছে, তাতে সাধারণ মানুষের জীবন আরও কঠিন হয়ে উঠবে, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের গরিব মানুষদের জন্য এর প্রভাব হবে মারাত্মক।বিজেপির উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলে কংগ্রেস সভাপতি বলেন, সরকারের এই পদক্ষেপ বৃহত্তর এক সমস্যার ইঙ্গিত দিচ্ছে। মানুষের অধিকারকে ধীরে ধীরে সংকুচিত করা হচ্ছে এবং সামাজিক সুরক্ষার যে কাঠামো গড়ে তোলা হয়েছিল, তাকে দুর্বল করার চেষ্টা চলছে। খাড়গের দাবি, মনরেগা প্রকল্পের নাম পরিবর্তনের আড়ালে কাজের অধিকার ও কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তাকেই আঘাত করা হচ্ছে।এই ইস্যুতে কংগ্রেস যে রাজপথে নামতে প্রস্তুত, তা স্পষ্ট করে দেন খাড়গে। তিনি ঘোষণা করেন, এই লাাই কেবল সংসদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। প্রয়োজনে কংগ্রেস শেষ পর্যন্ত লড়াই করবে এবং আন্দোলন ছড়িয়ে দেওয়া হবে দেশের প্রতিটি রাজ্য ও প্রতিটি জেলায়। মানুষের অধিকার রক্ষার প্রশ্নে দল কোনও আপস করবে না বলেও জানান তিনি।উল্লেখ্য, মনরেগার নাম পরিবর্তন নিয়ে ইতিমধ্যেই উত্তাল হয়ে উঠেছে রাজনৈতিক মহল। বৃহস্পতিবারও সংসদ চত্বরে এই ইস্যুকে কেন্দ্র করে বিক্ষোভ দেখান বিরোধী সাংসদরা। কেন্দ্রের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে স্লোগানে মুখর হয়ে ওঠে সংসদ প্রাঙ্গণ। বিরোধীদের অভিযোগ, সরকারের এই পদক্ষেপ শুধু রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত নয়, বরং এর মাধ্যমে জনকল্যাণ মূলক প্রকল্পের মৌলিক চরিত্র বদলে দেওয়ার চেষ্টা চলছে।মনরেগা ঘিরে শুরু হওয়া এই বিতর্ক আগামী দিনে আরও তীব্র হতে পারে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। একদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের অবস্থান, অন্যদিকে বিরোধীদের লাগাতার আন্দোলনের হুঁশিয়ারি- সব মিলিয়ে মানুষের কাজের অধিকারকে ঘিরে রাজনৈতিক সংঘাত যে নতুন মো। নিতে চলেছে, তারই ইঙ্গিত মিলছে সংসদ চত্বর ও রাজধানীর রাজনীতিতে।

গোয়ার মুক্তি দিবসে বীরদের স্মরণ রাষ্ট্রপতির

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর ঃ ঔপনিবেশিক শাসন থেকে গোয়াকে মুক্ত করার জন্য অক্লান্তভাবে লড়াই করা বীরদের কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করে দেশ। গোয়ার মুক্তি দিবসে বার্তা দিলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু।তিনি বলেছেন, গোয়ার মুক্তি দিবসে ঔপনিবেশিক শাসন থেকে গোয়াকে মুক্ত করার জন্য অক্লান্তভাবে লড়াই করা বীরদের কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করে দেশ। আমরা আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং সশস্ত্র বাহিনীকে তাঁদের অটল সংকল্প ও অবিচল নিষ্ঠার জন্য কুর্নিশ জানাই। আমি গোয়ার জনগণের জন্য একটি উজ্জ্বল ও সমৃদ্ধ ভবিষ্য কামনা করি। অন্যদিকে নয়াদিল্লিতে,আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সাথে, আমি গোয়ার স্বাধীনতার জন্য যারা অপরিসীম যন্ত্রণা সহ্য করেছেন, সেই সকল মহাত্মাদের প্রতি প্রণাম জানাই। বৃহস্পতিবার এক্সবার্তায় এ কথা লিখলেন ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।তিনি লিখেছেন, গোয়া মুক্তি দিবসে গোয়ার জনগণকে শুভেচ্ছা। বর্তমান প্রজন্ম হয়তো জানে না যে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত গোয়া ভ্রমণের জন্য ভারতীয়দের অনুমতি নিতে হত। প্রভাকর বৈদ্য, বালা রায়া মাপাড়ি, নানাজি দেশমুখ, এবং জগন্নাথ রাও জোশী-র মতো অনেক মহান ব্যক্তিত্ব এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গোয়ার মুক্তি'র জন্য লড়াই করেছিলেন। আমাদের দেশ প্রেমিকদের অনেক ত্যাগের পর, গোয়া ভারতের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়।অন্যদিকে গোয়া মুক্তি দিবস আমাদের জাতীয় যাত্রার এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের কথা মনে করিয়ে দেয়। বৃহস্পতিবার এক্সবার্তায় এ কথা লিখলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।তিনি লিখেছেন, যাঁরা অন্যায় মেনে নেয়নি, সাহস ও দৃঢ়তার সাথে স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছিলেন, আমরা তাঁদের অদম্য চেতনাকে স্মরণ করি। গোয়ার সার্বিক অগ্রগতির লক্ষ্যে কাজ করার সময় তাঁদের আত্মত্যাগ আমাদের অনুপ্রাণিত করে।

আর্জেন্টিনা ফ্যান ক্লাব কর্তার বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ দায়ের সৌরভের

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর ঃ আর্জেন্টিনা ফ্যান ক্লাব কর্তার বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করলেন সৌরভ। কলকাতা পুলিশের সাইবার সেলে সৌরভ জানিয়েছেন, ওই কর্তা আপত্তিকর মন্তব্য করেছেন তাঁর বিরুদ্ধে।গত ১৩ ডিসেম্বর যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে লিওনেল মেসির উপস্থিতি ঘিরে একের পর এক ঘটনা ঘটেছে। মেসিকে দেখতে না পেয়ে স্টেডিয়ামে ভাঙচুর করে উত্তেজিত জনতা। ওইদিন মেসির সঙ্গে সৌরভেরও মাঠে থাকার কথা ছিল। সৌরভ মাঠে এসেছিলেন ঠিকই। কিন্তু বেশিক্ষণ মাঠে থাকতে পারেননি।দর্শকদের বিশৃঙ্খলা ও বোতলবৃষ্টির মধ্যে মাঠ ছাড়তে বাধ্য হন তিনি।যুবভারতীতে ভাঙচুর কাণ্ডে তাঁকে মাঠে দেখাই যায়নি। তা সত্ত্বেও আর্জেন্টিনা ফ্যান ক্লাবের প্রধান উত্তম সাহা একের পর এক অবমাননাকর মন্তব্য করেছেন সৌরভের বিরুদ্ধে। জনরোষ আছড়ে পড়ছে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপর। নেটদুনিয়ায় কুসা ছড়ানো হচ্ছে প্রাক্তন বিসিসিআই সভাপতির নামে।একটি সাক্ষাকারে উত্তম নামে ওই ব্যক্তি একাধিক অভিযোগ করেছেন সিএবি প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে। ভারতীয় দলের প্রাক্তন অধিনায়ককে তোপ দেগে উত্তম বলেন, মেসির সফরের নেপথ্যে সৌরভই রয়েছেন। কিন্তু মূল উদ্যোক্তা হিসাবে সামনে শিখণ্ডী খাড়া করা হয়েছে শতদ্রু দত্তকে। অভিযোগের অনেকটাই ভিত্তিহীন, ব্যক্তিগত আক্রমণ বলে দাবি সৌরভের।উল্লেখ্য, যুবভারতীতে ভাঙচুরের দিনই শতদ্রু গ্রেফতার হন। পরদিন প্রকাশ্য আসে উত্তমের এই মন্তব্য।

পশ্চিমবঙ্গে আইটিসি-র পাঁচটি নতুন হোটেল প্রকল্প পরিকল্পনা ঘোষণা

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর ঃ বর্তমানে বাংলায় আইটিসি-র সাতটি হোটেল রয়েছে। পাশাপাশি, আরও পাঁচটি নতুন হোটেল প্রকল্প পরিকল্পনা রয়েছে। গত বৃহস্পতিবার কলকাতার বিজনেস কনক্লেভে আইটিসি-র চেয়ারম্যান সঞ্জীব পুরী বাংলার সাম্প্রতিক পরিবর্তন ও বিনিয়োগ পরিবেশ প্রসঙ্গে এ কথা জানান।তিনি বলেন, এর মধ্যে দার্জিলিং, শিলিগুড়ি এবং সুন্দরবনে তিনটি হোটেল গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে। তাঁর কথায়, গত দশ বছরে আইটিসি বাংলায় বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছে। বিশেষ করে কৃষি ক্ষেত্রে সংস্থার সক্রিয় ভূমিকার কথা তুলে ধরে তিনি জানান, বর্তমানে প্রায় তিন লক্ষ কৃষককে সঙ্গে নিয়ে আইটিসি কাজ করছে।গত বছরের বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিটের (বিজিবিএস) প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, সেই মঞ্চ থেকেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উলুবেড়িয়ায় আইটিসি-র একটি প্রকল্পের শিলান্যাস করেছিলেন। মাত্র পাঁচ মাসের মধ্যেই সেখানে কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে, যা সত্যিই অভাবনীয় বলে মন্তব্য করেন তিনি।পর্যটন ও হসপিটালিটি ক্ষেত্রেও রাজ্যে আইটিসি-র সম্প্রসারণের কথা জানান সংস্থার চেয়ারম্যান। সব মিলিয়ে গত পনের বছরে বাংলায় আইটিসি-র ব্যবসার গতি যে উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে, তা স্পষ্ট করেন সঞ্জীব পুরী। নির্দিষ্ট কোনও নতুন বিনিয়োগের অঙ্ক না জানালেও, মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে এই উন্নয়ন ও রূপান্তরের ধারা আগামী দিনেও অব্যাহত থাকবে বলে আশাবাদি তিনি।সম্মেলনে প্রশংসা করে তিনি বলেন, বাংলায় কী ধরনের বদল এসেছে এবং এখনও আসছে, তা বিমানবন্দর থেকে বেরোলেই স্পষ্ট বোঝা যায়। তিনি জানান, গত ১১৫ বছর ধরে কলকাতায় আইটিসি-র সদর দফতর রয়েছে এবং এই দীর্ঘ সময়ে সংস্থাটি রাজ্যে গভীরভাবে জড়িয়ে পড়েছে।

অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবি সংসদের শীতকালীন অধিবেশন

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর ঃ শুক্রবার অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবি করে দেওয়া হলো সংসদের দুই কক্ষের অধিবেশন। ফলে চলতি বছরের শীতকালীন অধিবেশন এখানেই সম্পন্ন হলো।শুক্রবার লোকসভা অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতবি ঘোষণা করা হয়। সংসদের শীতকালীন অধিবেশনের ১৫ দিনের বৈঠকের পর রাজ্যসভাও এদিন অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতবি ঘোষণা করা হয়েছে। এর মাধ্যমে সংসদের ১৯ দিনব্যাপী শীতকালীন অধিবেশনের সমাপ্তি ঘটল।উল্লেখ্য, ১৯ দিনের অধিবেশনের মধ্যে ১৫টি কার্যকরী দিন ছিল এবারের এই সংক্ষিপ্ত অধিবেশনে। এই অধিবেশনে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিল পাস হয়েছে বলে মনে করা হয়।

লোকসভায় ধ্বনি ভোটে পাশ ' ভি বি জি রাম জি' বিল, আপত্তি বিরোধীদের

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর ঃ বিরোধীদের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও লোকসভায় পাশ হল ' ভি বি জি রাম জি' বিল। মঙ্গলবারই লোকসভায় পেশ করা হয় ' বিকশিত ভারত গ্যারান্টি ফর রোজগার অ্যান্ড আজীবিকা মিশন (গ্রামীণ) বিল, ২০২৫' বা সংক্ষেপে ' ভি বি জি রাম জি' বিল। এই নিয়ে প্রবল আপত্তি তুলেছিলেন বিরোধীরা। বৃহস্পতিবার লোকসভায় এই বিল নিয়ে জবাবি ভাষণ দেন গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর প্রস্তাব ধ্বনি ভোটে পাশ হয়েছে। শিবরাজ চৌহান বলেন যে, কংগ্রেস ভারত বিভাজন মেনে নিয়ে মহাত্মা গান্ধীর আদর্শের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল।

রাশিফল

মেষঃএকটি দুর্দান্ত দিন। চারপাশের পরিবেশ ইতিবাচক শক্তিতে পূর্ণ থাকবে, যা অনুপ্রাণিত করবে। সম্পর্কে বোঝাপড়া এবং সম্প্রীতি বৃদ্ধি পাবে, যা প্রিয়জনদের সঙ্গে আরও সংযুক্ত বোধ করতে সাহায্য করবে। পরিবার এবং বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটানো উপভোগ করবেন, যা মনে আনন্দ আনবে। একটি নতুন সৃজনশীলতা ফুটে উঠবে, যা ধারণা প্রকাশ করতে সাহায্য করবে।
বৃষঃ কর্মক্ষেত্রে সম্মান বাড়বে। আর্থিক স্থিতিশীলতা বজায় থাকবে। বিনিয়োগের জন্য ভালো সময়। পারিবারিক জীবনে শান্তি বজায় থাকবে। ছোটখাট অসুস্থতা এড়িয়ে যাবেন না। শরীর ও স্বাস্থ্যের প্রতি নজর দিন। সঙ্গীতের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের জন্য দিনটি শুভ।
মিথুনঃদিন চ্যালেঞ্জে ভরা হতে পারে। মনে বিভিন্ন চিন্তাভাবনা চলতে থাকবে, যা বিভ্রান্ত করতে পারে। সম্পর্ক প্রভাবিত হতে পারে। প্রিয়জনের সঙ্গে যোগাযোগে অসুবিধা হতে পারে, যা বিচ্ছিন্নতার সম্ভাবনাও বাড়িয়ে তুলবে। নিজের অনুভূতি বুঝতে এবং প্রকাশ করতে আপনার অসুবিধা হতে পারে, যা হতাশার কারণ হতে পারে। শুভদিন
কর্কট রাশি ঃনতুন যোগাযোগ গড়ে উঠতে পারে। আর্থিক বিষয়ে সতর্ক থাকুন। অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়িয়ে চলুন। পরিবারকে সময় দিন। কর্মক্ষেত্রে ছোটখাটো সমস্যা দেখা দিতে পারে। স্বাস্থ্য নিয়ে সতর্ক থাকুন। বিবাদ এ।য়ে চলুন। ব্লাড সুগারের রোগীরা সংযত জীবনযাপন করুন। বিবাহের যোগ।
সিংহঃ দিনটি মিশ্র ফলাফল দেবে। চারপাশে অশান্তি চলবে, তা অস্বস্তিকর হতে পারে। ব্যক্তিগত সম্পর্কে নেতিবাচকতার মুখোমুখি হতে পারেন। স্ত্রী/স্বামী বা ঘনিষ্ঠ বন্ধু আপনার অনুভূতি পুরোপুরি বুঝতে নাও পারেন, যার ফলে ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে। হতাশ হবেন না, প্রতিটি সমস্যার সমাধান আছে।
কন্যাঃর্মক্ষেত্রে অতিরিক্ত চাপ বাড়বে। সন্তানের কৃতিত্বে গর্ববোধ করবেন। গৃহে শান্তি ও আনন্দের পরিবেশ থাকবে। সন্তান হতে পারে
তুলাঃদিনটি সামগ্রিক ভাবে কিছুটা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিছু বাধা পাবেন। সঙ্গীর সঙ্গে কথা বলে অনুভূতি স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করুন। বিবাহের যোগ হবে
মকরঃ খুবই ভাল দিন। এই সময়টি জীবনে নতুন শক্তি এবং উৎসাহ নিয়ে আসবে।সংসারে শান্তি হবে।
বৃশ্চিকঃ আপনার স্বাস্থ্য ভালো রাখবে এমন জিনিসের উপর কাজ করার পক্ষে একটি কল্যাণকর দিন।
ধনুঃ জাতক জাতিকাদের জন্য এটি একটি খুব ভাল দিন। আপনার ইতিবাচক শক্তি এবং আত্মবিশ্বাস সব ক্ষেত্রে স্পষ্ট হবে। আর্থিক ব্যয়
কুম্ভঃদিনটি নানা অসুবিধায় ভরা হতে পারে। মন অস্থির থাকবে, অনিরাপদ বোধ করতে পারেন। এই পরিস্থিতি সম্পর্ককে প্রভাবিত করবে। কাজের সুযোগ হবে আজ।
মীনঃপুরোনো রোগ থেকে মুক্তি পেতে পারেন। কাজের চাপ বাড়তে পারে। অপ্রত্যাশিত ভ্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। স্ত্রীর সঙ্গে অশান্তি ঘটতে পারে। অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করা হবে

আবহাওয়া

আগামী কয়েকদিন কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে জাঁকিয়ে শীতের সম্ভাবনা নেই। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা এক অথবা দুই ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে ওঠানামা করবে। সকাল ও সন্ধ্যায় শীতের আমেজ কমবে। সকালে হালকা কুয়াশা থাকতে পারে, ঘন কুয়াশার সতর্কবার্তা নেই রাজ্যে। দক্ষিণবঙ্গের সর্বত্রই শুষ্ক থাকবে আবহাওয়া। বৃহস্পতিবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৬.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.৬ ডিগ্রি বেশি।আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, চলতি সপ্তাহে দক্ষিণবঙ্গে একটু বাড়বে তাপমাত্রা। কলকাতায় দিনের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের নীচে ও রাতে স্বাভাবিকের ওপরে থাকবে তাপমাত্রার পারদ। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা স্বাভাবিকের কাছাকাছি থাকবে আগামী কয়েক দিন। তাপমাত্রার বড়সড় পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই।উত্তরবঙ্গে খুব সকালে সামান্য কুয়াশার সম্ভাবনা, শীতের আমেজ চলবে। পার্বত্য এলাকায় তাপমাত্রা সর্বনিম্ন ৬ থেকে ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকবে। পার্বত্য এলাকা এবং ওপরের দিকের পাঁচ জেলাতে তাপমাত্রা ৯ থেকে ১৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস এর মধ্যে থাকবে। মালদা ও সংলগ্ন জেলাতে অর্থা উত্তরবঙ্গের নিচের দিকে ১৫ থেকে ১৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকবে তাপমাত্রা।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৯টা ৫৫মিনিট এবং রাত ১০টা ৫৫মনিট। **ভাটা**-দুপুর ০২টা ৫৫মনিট এবং রাত ০২টা ৫৫মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৬টা ০৭মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৪টা ৫৪মিনিটে হতে পারে।

কলকাতা

মহানগরের খবর

সামাজিক দিশা দেখছে এক অন্য মুলুক

অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ ইচ্ছা থাকলেই সব কিছু সম্ভব। তা তিনি প্রমাণ করেছেন। অতিদ্রুত গতিতে সিদ্ধান্তে নিতে পটু তিনি । প্রথমে ৩০০ টাকা পুঁজি নিয়ে আজ তিনিই রাজ্য ও রাজ্যের বাইরে গড়ে তুলছেন মোট ৭০ টি শিক্ষা কেন্দ্র ও দুটি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল। সঙ্গে রয়েছে আরো ১০ টা নার্সিং ইনস্টিটিউটের মতো সেবা প্রদান কারী প্রতিষ্ঠান। অর্থাৎ কর্মসংস্থানের নিরিখে শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মী এবং অন্যান্য কর্মী সহ সংখ্যাটা নেহাতই কম নয়। প্রায় লক্ষাধিক পরিবারের সদস্যদের রুটি রুজির ব্যবস্থা গ্রহণ করে চলেছেন প্রতি নিয়ত। তিনি মনে করেন ইতিবাচক চিন্তা থেকেই ইতিবাচক কাজের জন্ম হয়। সেখান থেকেই প্রকৃত সামাজিক গঠন শুরু হয়। তাঁর এই চিন্তার উৎস থেকেই জন্ম নিয়েছে পজিটিভ বার্তা (সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র ও টি ভি চ্যানেল) নামক একটি সামাজিক উদ্যোগ,যা ইতিবাচক যোগাযোগ,কমিউনিটি উন্নয়ন এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক সৃষ্টি ও সংস্কৃতির অগ্রগতির লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজে প্রয়াস। তিনি একজন সমাজ-উদ্ভাবক, ইতিবাচক এবং সৃজনশীল মুখ হিসেবে পরিচিত। যিনি সমাজের পিছিয়ে পরা মানুষের কথা বলেন ও তাঁদের কর্ম দক্ষতাকে এগিয়ে রাখেন। তিনিই হলেন বীরভূমের মুলুকে অবস্থিত পজেটিভ বার্তার প্রতিষ্ঠাতা ও পৃষ্ঠপোষক মলয় পিট। সামাজিক উদ্দেশ্যে দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন নেতৃত্ব দিয়ে নেতিবাচকতা, ভুল তথ্য এবং সামাজিক বিভাজনের বিরুদ্ধে সচেতনতা ও দায়িত্বশীল উদ্যোগকে সামনে আনার স্পষ্ট লক্ষ্য নিয়ে মলয় পিট পজিটিভ বার্তার পথচলা শুরু করেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, মিডিয়ার ভূমিকা কেবল ঘটনা তুলে ধরা নয়,বরং সমাজকে এগিয়ে নিতে সমাধান, সমাজের প্রান্তিক স্তরের এবং মানবিক মূল্যবোধকে গুরুত্ব দেওয়াই প্রকৃত দায়িত্ব। তাঁর দূরদর্শী মনোভাবই পজিটিভ বার্তা একটি ডিজিটাল স্টোরি টেলিং প্ল্যাটফর্ম যা ধীরে ধীরে রূপ নিয়েছে একটি বহুমাত্রিক সামাজিক আন্দোলনে, যা স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নারী ক্ষমতায়ন, স্থানীয় শিল্প, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং দায়িত্বশীল মিডিয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। মলয় পিটের মূল শক্তি হল সমন্বয় ও অংশগ্রহণমূলক দর্শন। তিনি বিশ্বাস করেন, একক প্রচেষ্টার চেয়ে সম্মিলিত উদ্যোগই সঠিক কর্মের চাবিকাঠি। এই দর্শনের ভিত্তিতে তাঁর উদ্যোগে সামাজিক সংগঠন, স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা ফোরাম, মিডিয়া পার্টনার, পিছিয়ে পরা গোষ্ঠী,নারী উদ্যোক্তা গোষ্ঠী এবং পিছিয়ে পরা গোষ্ঠী সহ স্থানীয় শিল্প ক্লাস্টার একত্রিত হয়েছে একটি অভিন্ন প্ল্যাটফর্মে। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিচালিত উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ গুলির মধ্যে আরো একটি প্রয়াস- শান্তিনিকেতন মেলা ও শান্তিনিকেতন ই-হাট যা কারুশিল্পী ও স্থানীয় উদ্যোক্তাদের আর্থিক ও সামাজিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে গঠিত। তাঁর বোলপুর শান্তি নিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে মাত্র ১০ টাকায় ও পি ডি পরিষেবা ও স্বাস্থ্য সচেতনতা কর্মসূচি। নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও নারী ক্ষমতায়ন মূলক প্রকল্প সারা বছর জুড়ে বৃহ পরিসরের বৃক্ষরোপণ ও পরিবেশ সংরক্ষণ আন্দোলন। রোগী কল্যাণে স্বাস্থ্য বন্ধু র মতো সেবা প্রদান কারী সংগঠনকে উৎসাহ দেওয়া। তিনিই আবার নীরবে সমাজ সেবা নায়কদের স্বীকৃতি প্রদান করেন পাড়া শক্তি ,গুণী শক্তি সম্মান। তাঁর কল টু অ্যাকশন অ্যাপ যা ইতিবাচক কাজ ও সামাজিক প্রভাবের গল্প তুলে ধরার একটি ডিজিটাল উদ্যোগ। যাঁর এত কর্ম কান্ড, তিনি তো সামাজিক স্বীকৃতি ও সম্মানে ভূষিত হবেনই। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে তাঁর স্বীকৃতি অনন্য। ইন্ডিয়া বুক অব রেকর্ডস (IBR) থেকে IBR Achiever সম্মান, এশিয়া বুক অব রেকর্ডস কর্তৃক একক ব্যক্তির দ্বারা পরিচালিত সর্ববৃহ মাল্টি-প্ল্যাটফর্ম সামাজিক ক্ষমতায়ন উদ্যোগ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। এছাড়া বেষ্ট অফ বেঙ্গল সম্মান, ইনস্পেয়ারিং ইন্ডিয়া সম্মান সহ ওয়ার্ল্ড বুক অব রেকর্ডস অ্যাওয়ার্ড সেরিমনি-তে বিশেষ আমন্ত্রণ, যা তাঁর উদ্যোগের বৈষয়িক প্রভাবের প্রমাণ। নারী উন্নয়নের প্রতি তাঁর অঙ্গীকার ও দায়বদ্ধতা অসাধারণ। নারী নেতৃত্বের দৃঢ় সমর্থক হিসেবে মলয় পিট এমন একটি ভবিষ্যৎ কল্পনা করেছেন, যেখানে স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও উদ্যোক্তা ক্ষেত্রের কেন্দ্রে থাকবেন নারীরা। তাঁর আসন্ন স্বপ্নের উড়ান ত্রিপুরা শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল একটি নারী উদ্যোক্তা পরিচালিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিকল্পিত। যা নারী নেতৃত্বে স্বাস্থ্যসেবা ও মেডিকেল শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে। মূল্যবোধ নির্ভর এক অনুপ্রেরণাদায়ক মানুষ মলয় পিটের ভিত্তি গড়ে উঠেছে ইতিবাচকতা, স্বচ্ছতা, নৈতিকতা এবং পিছিয়ে পরা মানুষের সামাজিক দায়িত্ববোধের উপর। তাঁর বিশ্বাস- সঠিক মানসিকতা নিয়ে করা ছোট ছোট নিয়মিত উদ্যোগই বৃহ সামাজিক যোগাযোগ পথ তৈরি করে। তাঁর কাছে পজিটিভ বার্তা শুধু একটি সংগঠন নয়-এটি একটি আন্দোলন, যার লক্ষ্য আরও সচেতন, মানবিক এবং উন্নয়নমুখী সমাজ গড়ে তোলা। যা তাঁর সংগ্রামের সাক্ষ্য বহন করবে। এই রকম এক মানুষই দেখাতে পারেন আগামীর দিশা,যা দেশের সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারীও বটে। স্থানীয় হোমিও চিকিৎসক কার্তিক ব্যানার্জির কথায় কবিগুরুর আদর্শে বোলপুরের মুলুকে নয় মলয় পিট সমগ্র বাংলা ও দেশের মানুষকেও দিশা দেখাচ্ছেন। এ যেন এক নব দিগন্ত।

এককালীন কর থেকে লাইফটাইম ট্যাক্সে বদলের সুযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা,, ১৯ ডিসেম্বরঃ রাজ্য পরিবহণ দফতর গাড়ির মালিকদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ও বহু প্রতীক্ষিত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করল। এককালীন কর দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করা নির্দিষ্ট শ্রেণির যানবাহনকে এবার লাইফটাইম ট্যাক্স ব্যবস্থায় রূপান্তর করার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। দফতরের তরফে জারি করা একটি বিজ্ঞপ্তিতে এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছে। এই ঘোষণাকে গাড়ির মালিকদের জন্য বড় স্বস্তির পদক্ষেপ বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। পরিবহণ দফতরের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, এই সুবিধা মূলত নন-ট্রান্সপোর্ট হিসেবে নথিভুক্ত মোটরগাড়ি এবং সর্বাধিক ১৪ আসন বিশিষ্ট ওমনিবাস-এর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ ২২২-এস/১/ডব্লু।।, তারিখ ঃ ১৭.১২.২০২৫। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, ডিআরএম বিল্ডিং, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ ডিভিসন, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **টেন্ডার নম্বর ঃ টিএন-১৬৫-২৫-২৬। কাজের নামঃ** ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার (এইচকিউ)/শিয়ালদহ-এর অধিক্ষেত্রে অ্যাসিস্ট্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার/বালিগঞ্জ-এর অধীনে শিয়ালদহ-বালিগঞ্জ, বালিগঞ্জ- কোমাগাতা মারু বজবজ ও চক্ররেলের ৪০ ট্রাক কিমি সাধারণ ট্র্যাক ও ৫০টি টার্নআউট বিসিএম-এর মাধ্যমে ডীপ স্ক্রিনিং-এর কাজ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ১,৫৪,৬৬,৩৩২ টাকা। **বায়না মূল্য জমা ঃ** ২,২৭,৩০০ টাকা। **কাজ সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** বারো (১২) মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ১৩.০১.২০২৬ বেলা ৩টা। টেন্ডার নথি পত্র এবং অন্যান্য বিবরণ www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে বিড জমা করতে হবে। ম্যানুয়াল অফার বাতিল করা হবে। ভারতীয় রেলওয়ের ২০২২ সালের চুক্তির আদর্শ সাধারণ শর্তাবলী অনুযায়ী ই-টেন্ডার ফর্মের মূল্য শূন্য। টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ১৩.০১.২০২৬-এ দুপুর ৩.৩০ মিনিট।

(SDAH-310/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বাতিল

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকট, হাওড়া- ৭১১১০১ কর্তৃক পূর্বে প্রকাশিত ই-টেন্ডার নম্বরঃ ১৯০_২০২৫-২৬, যেটি বন্ধের তারিখ ছিল ২৯.১২.২০২৫, সেটি প্রযুক্তিগত কারণে ১৬.১২.২০২৫ তারিখে বাতিল করা হল। (HWH-470/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

SNIT No - WBIW/EE/KMD/SNIT-07/2025-26

On behalf of the Governor of W.B. the Executive Engineer, Kangsabati Mechanical Division, Khatra, Bankura invites tender for the Electrical Works:- 1) Amount Put to Tender Rs: 31,41,403.00(Electrical). Last date of application of tender 24.12.2025 to 16.30 Hrs. Details information are available from the office of the undersigned and departmental website www.wbiwd.gov.in and https://wbtenders.gov.in.

Sd/- M. Kundu
Executive Engineer,
Kangsabati Mechanical Division,
Khatra, Bankura.

বড়দিন এবং ইংরেজি নববর্ষে বাড়তি ট্রেন পরিষেবা

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর (হি স)ঃ ২০২৫-২৬ সালের বড়দিন এবং ইংরেজি নববর্ষের সময়কালে রেলযাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধির সম্ভাবনায় আটটি অঞ্চলে ট্রেনের বিশেষ পরিকল্পনা করা করেছে।রেলের তরফে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, এখনও পর্যন্ত মোট ২৪৪টি যাত্রা (ট্রিপ) ঘোষণা করা হয়েছে। আগামী দিনে আরও ট্রিপ ঘোষণা করা হবে। ২০২৫-২৬ সালের ক্রিসমাস এবং নববর্ষের জন্য নির্ধারিত ট্রেনের সারসংক্ষেপ এরকম- অঞ্চলভিত্তিক ট্রিপগুলো হল- মধ্য রেল ৭৬, উত্তর রেল ০৮, দক্ষিণ-পূর্ব রেল ২৬, দক্ষিণ-পূর্ব-মধ্য রেল ২৪, দক্ষিণ-পশ্চিম রেল ২৮, উত্তর-পশ্চিম রেল ০৬, পশ্চিম রেল ৭২, উত্তর-সীমান্ত রেল ০৪। মোট ২৪৪। মুম্বই-গোযা (কোঙ্কণ) করিডোরে, দৈনিক এবং সাপ্তাহিক বিশেষ ট্রেনগুলি মুম্বই সিএসএমটিএলটিটি এবং করমালিমাদগাঁও-এর মধ্যে যাতায়ত করছে, পথের প্রধান স্টেশনগুলোয় থামবে। সেগুলোয় অতিরিক্ত আসন এবং স্লিপার থাকবে। একইভাবে, মুম্বই-নাগপুর, পুনে-সাঙ্গানার এবং মহারাষ্ট্রের অন্যান্য রুটে বিশেষ পরিষেবাগুলি যাত্রীদের নিয়মিত ট্রেনগুলিতে অতিরিক্ত ভিড় এড়াতে সাহায্য করছে, উৎসবের সময় সুবিধাজনক ভ্রমণের বিকল্প সুযোগ দিচ্ছে। উত্তর ও পূর্ব ভারত জুড়ে, দিল্লি, হাওড়া, লখনউ এবং কাছাকাছি শহরগুলিকে সংযুক্ত ব্যস্ত করিডোরে দেওয়া হয়েছে বিশেষ ট্রেন। মসৃণ ভ্রমণ নিশ্চিত করা হয়েছে দক্ষিণ-মধ্য অঞ্চলে। হায়দরাবাদ, বেঙ্গালুরু, ম্যাঙ্গালুরু এবং অন্যান্য শহরগুলিকে সংযুক্ত করে অতিরিক্ত পরিষেবার ব্যবস্থা হয়েছে। নির্দিষ্ট উদাহরণগুলির মধ্যে রয়েছে সিএসএমটি-কারমালি, এলটিটি- তিরুবনন্তপুরম, পুনে-সাঙ্গানার এবং সিএসএমটি- নাগপুর প্রভৃতি ট্রিপ।

ট্রেনের সূচির বদল

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর (হি স)ঃ পূর্ব রেলওয়ের শিয়ালদা ডিভিশনেকল্যাণী-লালগোলা অংশে যাত্রীদের প্রত্যাশিত ভিড় কমাতে শনিবার (২০.১২.২০২৫) ট্রেনগুলিতে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণের পরিকল্পনা করা হয়েছে। অতিরিক্ত ইএমইউ পরিষেবাঃ লালগোলা- রানাঘাট ইএমইউ স্পেশাল লালগোলা থেকে সকাল ৬,৩০ মিনিটে ছেড়ে ০৯,২৫ মিনিটে রানাঘাটে পৌঁছাবে। কল্যাণী-কৃষ্ণনগর ইএমইউ স্পেশাল কল্যাণী থেকে সকাল ৭,৪০ মিনিটে এবং ০৮,০৪ মিনিটে ছেড়ে যথাক্রমে ০৮,৩৬ মিনিটে এবং ০৯,০০ মিনিটে কৃষ্ণনগরে পৌঁছাবে। মেলএক্সপ্রেস ট্রেনের অতিরিক্ত স্টপেজ (যাত্রা শুরু হচ্ছে ২০.১২.২০২৫)ঃ ১৩১০৪ লালগোলা - শিয়ালদহ ভাগীরথী এক্সপ্রেস এবং ১৩১১৮ লালগোলা-কলকাতা ধনধান্যে এক্সপ্রেস থামবে বাদকুল্লা এবং তাহেরপুরে।১৩১১৩ কলকাতা- লালগোলা হাজারদুয়ারি এক্সপ্রেস থামবে কল্যাণী, চাকদা,, বাদকুল্লা এবং তাহেরপুরে।

প্রাথমিক শিক্ষার একাধিক চক্রের বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

মতিয়ার রহমান,উলুবেড়িয়া,১৯ ডিসেম্ভরঃ রাজ্যের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা প্রদীপ প্রজ্জ্বলন, জাতীয় পতাকা উত্তোলন, শহীদ বেদীতে মাল্যদান, পুষ্পস্তবক অর্পণ ছাত্রছাত্রীদের শপথ বাক্য পাঠের মাধ্যমে উলুবেড়িয়া ১নং ব্লকের দক্ষিণ চক্রের ৪১তম প্রাথমিক বিদ্যালয়,শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের চক্র পর্যায়ের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হলো উলুবেড়িয়া ১নং ব্লকের ধুলাসিমলা প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে । দৌড় প্রতিযোগিতা, দীর্ঘ লম্ফন, উচ্চ লম্ফন, যোগাসন, বসে আঁকা প্রতিযোগিতা এছাড়াও এবারের বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক সুরাজ মন্ডলের উদ্যোগে সম্পূর্ণ নতুন ভাবে তৈরি করা চক্রের সকল বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের তৈরি হাতের কাজের বিশেষ প্রদর্শনী কারুকৃৎ যা বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতাকে নতুন মাত্রায় নিয়ে যায়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি ও পূর্তমন্ত্রী পুলক রায়, রাজ্যের মন্ত্রী তার বক্তব্যে খেলা ধুলার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের অগ্রগতি কামনা করেন। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন হাওড়া জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ অজয় মন্ডল, উলুবেড়িয়া ১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অতীন্দ্র শেখর প্রামাণিক, কর্মাধ্যক্ষ সেখ সাওগাত আলি, কর্মাধ্যক্ষ শুভ্রা দাস,হীরাপুর পঞ্চায়েতের প্রধান উত্তম মাইতি,ধুলাসিমলা পঞ্চায়েতের প্রধান বৈশাখী পুরকাইত। বিশিষ্ট শিক্ষক কিংকর মন্ডল, মৈত্রেয়ী মাইতি সন্দীপ মন্ডল,তন্দ্রা সামুই, সন্দীপ শি , বিশিষ্ট সমাজসেবী দেবাশীষ ব্যানার্জি প্রমুখ। সম্পূর্ণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার তদারকিতে ছিলেন উলুবেড়িয়া দক্ষিণ চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক সুরাজ মন্ডল। অপরদিকে শ্যামপুর পূর্ব চক্রের বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় বেলাড়ী রামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠে। শ্যামপুরের দেওড়া হাইস্কুলের মাঠে অনুষ্ঠিত শ্যামপুর উত্তর চক্রের বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় উপস্থিত ছিলেন হাওড়া জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ জুলফিকার আলী মোল্লা। বাছরি পঞ্চায়েতের প্রধান শ্যামসুন্দর মেটিয়া, কর্মাধ্যক্ষ মৌমিতা দাস প্রমুখ।

পূর্ব রেলওয়ে

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের সন্নিকটে, হাওড়া- ৭১১১০১ [সিনিয়ার ডিইএন/১/হাওড়া-র অধিক্ষেত্রে] নিম্নলিখিত কাজের জন্য সেচ/ সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা অন্য কোনও সরকার অধিগৃহীত সংস্থায় রেজিস্ট্রিকৃত সমেত অনুরূপ ধরনের কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন এরূপ টেন্ডারদাতার থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **ক্র.নং.-১ । এনআইটি নং ঃ ২০৮_২০২৫-২৬, তারিখ ঃ ১৮.১২.২০২৫। কাজের বিবরণ ঃ** ২ বছরের জন্য কোন্নগর, রিষড়া, শ্রীরামপুর ও শেওড়াফুলি স্টেশনে ৪০ কেএলডি ক্ষমতাসম্পন্ন এসটিপি কাম রিসাইক্লিং প্ল্যান্ট-এর স্থাপন ও সম্পাদন এবং পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ২৯,৪১,৪৫৫.৮৯ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ৫৮,৮০০ টাকা। **সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ০৩ (তিন) মাস। **ক্র.নং.-২ । এনআইটি নং ঃ ২০৯_২০২৫-২৬, তারিখ ঃ ১৮.১২.২০২৫। কাজের বিবরণ ঃ** সিনিয়ার ডিইএন/১/হাওড়ার অধিক্ষেত্রে বিভিন্ন অবস্থানে রিলে রুমগুলির উন্নয়ন ও সংস্কার। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ১,০৫,৩৯,৬৫০.৯৪ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ২,০২,৭০০ টাকা। **সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ০৬ (ছয়) মাস। **ক্র.নং.-৩ । এনআইটি নং ঃ ২১০_২০২৫-২৬, তারিখ ঃ ১৮.১২.২০২৫। কাজের বিবরণ ঃ** সিনিয়ার ডিইএন/১/হাওড়ার সেকশনে বেলুড়, বালি, উত্তরপাড়া, কোন্নগর, রিষড়া, শ্রীরামপুর, ব্যান্ডেল, মগরা ও খন্যান-এ গ্যাঙ হাট নির্মাণ। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ২,০৪,৬৯,২১৯.৩৩ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ২,৫২,৪০০ টাকা। **সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ০৮ (আট) মাস। **ক্র.নং.-৪ । এনআইটি নং ঃ ২১১_২০২৫-২৬, তারিখ ঃ ১৮.১২.২০২৫। কাজের বিবরণ ঃ** সিনিয়ার ডিইএন/১/হাওড়ার অধিক্ষেত্রে আরপিএফ/এইচকিউ/লিলুয়া-র অধীনে আরপিএফ ব্যারাক, সার্ভিস বিল্ডিং, আরপিএফ খেলার মাঠ, হোয়াইট হাইস ইত্যাদির মেরামতি ও সংস্কার।। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৪৯,২৩,১৬৭.৯৮ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ৯৮,৫০০ টাকা। **সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ০৩ (তিন) মাস। **টেন্ডার ফর্মের মূল্যঃ** শূন্য (ক্র.নং. ১ থেকে ৪ প্রতিটির জন্য)। যদি টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখ কোনো কারণবশতঃ ঘোষিত ছুটির/বন্ধের/ধর্মঘটের দিন হয়, সেক্ষেত্রে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের পরিবর্তন হবে না কারণ আইআরইপিএস-এর ওয়েবসাইটে আবেদনের ক্ষেত্রে টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমতি নেই। **যদিও অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে পরবর্তী কাজের দিন। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ২৯.১২.২০২৫ তারিখে দুপুর ২.০০টা (ক্র.নং. ১ থেকে ৪ প্রতিটির জন্য)। টেন্ডারের বিশদ বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব জমা দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে। **ইএমডি ও টিডিসি-এর অর্থ প্রদান**— ই-টেন্ডারিং-এর জন্য বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) ও টেন্ডার নথির মূল্য (টিডিসি) বাবদ অর্থপ্রদান শুধুমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং বা পেমেন্ট গেটওয়ে-র মাধ্যমে গৃহীত হবে। কোনো ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না।

(HWH-468/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

এসআইআর-এর খসড়া তালিকায় জীবিত ভোটারকে মৃত বলে ঘোষণার অভিযোগ চণ্ডীতলায়

বনস্পতি দে, চণ্ডীতলা,১৯ডসেম্ভর ঃ এসআইআর-এর খসড়া তালিকায় জীবিত ভোটারকে মৃত বলে ঘোষণার অভিযোগ চণ্ডীতলায়। অভিযোগ, ৩১ বছরের লাবণী ঘোষকে এসআইআর-এর খসড়া ভোটার তালিকায় মৃত বলে দেখানো হয়েছে। কমিশনের এই ভুলে সরব লাবণী ঘোষ। এ ঘটনায় অবাক বিএলও রীতা পোড়েল। হুগলির চণ্ডীতলার ১২১ নম্বর বুথের ভোটার পায়রা গাছা খানাবাটি গ্রামের বাসিংদা লাবণী ঘোষ। গত লোকসভা নির্বাচনে ভোট দিয়েছেন তিনি। ২০০২ সালে তাঁর বয়স ১৮ বছর হয়নি। তাই সেই ভোটার তালিকায় তাঁর নাম ছিল না। কিন্তু ছিল তাঁর বাবার নাম। তিনি নিজে এ বার এসআইআর-এর ফর্ম ফিলআপ করেছিলেন যাবতীয় নথি দিয়ে। কিন্তু খসড়া তালিকা বের হওয়ার পরেই চোখ কপালে ওঠে তাঁর। দেখেন মৃতের তালিকায় রয়েছে তাঁর নাম। এই বিষয়টি নজরে আসার পরেই লাবণী উদ্বেগের কণ্ঠে বলেন, 'এত বড় ভুল হয় কী ভাবে!' এই ঘটনা প্রসঙ্গে চণ্ডীতলার ১২১ নম্বর বুথের বিএলও রীতা পোড়েল বলেন, ' যে ফর্ম জমা দিয়েছি সেখানে মৃতের তালিকায় ওঁর নাম ছিল না। ফর্ম ফিলআপ করে জমা দেওয়া হয়েছে। ভুল হতে পারে। তিনি আবার ফর্ম ফিলআপ করলে নতুন করে তাঁর নাম উঠে যাবে জীবিত ভোটারদের তালিকায়।' তিনি আরও বলেন, ' দেখার পরে বিএলএ তা দেখেন। কী ভাবে ভুল হয়েছে তা জানি না। ডিসেম্বরে তিনি আবার ফর্ম ফিলআপ করতে পারেন। এর পরে তাঁর নাম উঠে যাবে।' এ ঘটনা প্রসঙ্গে পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ অনাথ ঘোষ বলেন, ' ভাবছে জীবিতদের মৃত বলে ঘোষণা করে ভোটে জিতবে। কিন্তু তা দিবাস্বপ্ন।' পাল্টা বিজেপির রাজ্য কমিটির সদস্য স্বপন পাল বলেন, ' কমিশন একটি স্বাধীন, স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান। তৃণমূল জানে এসআইআর হলে জালি ভোটাররা বাদ পড়বে। তাই শাসক দল উদ্বিগ্ন।' সঙ্গে তাঁর সংযোজন, ' ধরনের ঘটনা কাম্য নয়। এটা টেকনিক্যাল ভুল। নির্বাচন কমিশন অনেকদিন সময় দিয়েছে।

যুবভারতী হাঙ্গামার ঘটনায় গ্রেফতার আরও ৩

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.)ঃ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে হাঙ্গামার ঘটনায় জ।তি থাকার অভিযোগে আরও তিন জনকে গ্রেফতার করেছে বিধাননগর দক্ষিণ থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রের খবর, সিসিটিভি ক্যামেরা এবং সমাজমাধ্যমের বিভিন্ন ভিডিও ফুটেজ দেখে হামলাকারীদের চিহ্নিতকরণের কাজ চলছে। সেই সূত্রে আগেই পাঁচ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। এর পরে বৃহস্পতিবার রাতে লেক টাউন এবং ঘোলা থানা এলাকা থেকে আরও তিন জনকে গ্রেফতার করা হয়। পাশাপাশি কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা চলছে।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Director General (Electrical)/Lighting, KMC** invites e-tender online two bid system for following work:

NIT No.: KMC/LTG/CRM/AMC/HT/25-26

Name of work : **Annual maintenance contract of HT system including transformers, VCBS, main LT panels etc. in Kashimitra Burning Ghat and Cossipore Mahasmashan under Br.-I.** Estimated Amount : **Open.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.(L.S)** Period of Completion : **365 days.** Last date and time of submission of Bid : **12.01.2026 at (2 p.m.)**. The bid forms and other details are available on and from : **19.12.2025 (2 p.m.)** The website **https://wbtenders.gov.in**

The **Executive Engineer (Electrical)/LTG-HQ, KMC** invites e-tender online quoted rate in two bid system for following work:

NIT No.: KMC/EE(E)/LTG/CMO/84/25-26

Name of work : **Dismanling & shifting of AC outdoor unit at 2nd floor West Block of CMO Building, KMC.** Estimate Amount : **Open Quotation.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion : **15 days.** Last date and time of submission of Bid : **15.01.2026 (5 p.m.)**. The bid forms and other details are available on and from : **23.12.2025 (5 p.m.)** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **Executive Engineer (Electrical), KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works:

(1) NIT No.: KMC/ELY/ESTM-120/25-26
Name of work : **Restoration of surveillance system from EM Bye Pass to Bio-Mining project at Dhapa Dumping Ground under KMC.** Estimated Amount : ₹ **1,97,362.08.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion : **15 days.**

(2) NIT No.: KMC/ELY/ESTM-135/25-26
Name of work : **Supply, Fixing and Commissioning of solar panels, poles, cable, LED lights along with other electrical accessories for reorientation of Solar based lighting system at Jatindas Park under KMC.** Estimated Amount : ₹ **2,96,118.87.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion : **15 days.** Last date and time of submission of Bid : **12.01.2026, 4 p.m.**(for Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from : **19.12.2025, 4 p.m.** (for Sl. No. 1 & 2).

(3) NIT No.: KMC/LTG/CRM/AMC/1/ELECT/25-26
Name of work : **Annual maintenance of indoor/outdoor lighting system, different fans, glow sign boards etc and allied electrical wirings at Cossipore Mahasmashan and Kashimitra Burning Ghat.** Estimated Amount : ₹ **1,97,536.00.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion : **365 days.** Last date and time of submission of Bid : **12.01.2026 (2 p.m.).** The bid forms and other details are available on and from : **22.12.2025 (2 p.m.).** The website **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. No. 1 to 3).

The **Executive Engineer (Electrical)/LTG/Z-III, KMC** invites e-tender online item rate/percentage two part Bid system for following works:

(1) NIT No.: KMC/LTG/B-7/APAS/66/25-26/382
Name of work : **Improvement of street lighting system at GJ Khan Khal Dhar bustee and Dr. Abdul Kalam park in Ward No.-66.** Estimate Amount : ₹ **3,98,830.82.** Earnest Money: ₹ **8,000.00.** Period of Completion : **30 days.**

(2) NIT No.: KMC/LTG/B-7/APAS/66/25-26/383
Name of work : **Improvement of street lighting system at 21, 23 Topsia Road and its surroundings area in Ward No.-66.** Estimate Amount : ₹ **3,36,692.59.** Earnest Money: ₹ **6,800.00.** Period of Completion : **30 days.**

(3) NIT No.: KMC/LTG/B-7/APAS/66/25-26/384
Name of work : **Improvement of street lighting system at 4, 9 Topsia Road & its surrounding area in Ward No.-66.** Estimate Amount : ₹ **3,44,268.60.** Earnest Money: ₹ **7,000.00.** Period of Completion : **30 days.**

(4) NIT No.: KMC/LTG/B-7/APAS/66/25-26/385
Name of work : **Improvement of street lighting system at 8 No. Topsia Road & its surroundings area in Ward No.-66.** Estimate Amount : ₹ **4,82,692.13.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion : **30 days.**

(5) NIT No.: KMC/LTG/B-7/APAS/66/25-26/386
Name of work : **Improvement of street lighting system at 25/1/6, 25/7 Topsia Road & its surrounding area in Ward No.-66.** Estimate Amount : ₹ **1,99,935.56.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion : **30 days.**

(6) NIT No.: KMC/LTG/B-7/APAS/66/25-26/387
Name of work : **Improvement of street lighting system at 22 to 33 Raicharan Ghosh Lane & its surroundings area in Ward No.-66.** Estimate Amount : ₹ **1,92,352.48.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion : **20 days.**

(7) NIT No.: KMC/LTG/B-7/APAS/66/25-26/388
Name of work : **Improvement of street lighting system at 2 to 13 P.G.Road 3rd Lane and & its surroundings area in Ward No.-66.** Estimate Amount : ₹ **4,94,746.48.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion : **30 days.**

(8) NIT No.: KMC/LTG/B-7/APAS/66/25-26/389
Name of work : **Improvement of street lighting system at 14-23 P.G. Road 3rd Lane & its surroundings area in Ward No.-66.** Estimate Amount : ₹ **1,98,622.56.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion : **20 days.**

(9) NIT No.: KMC/LTG/B-7/APAS/66/25-26/390
Name of work : **Improvement of street lighting system at 12/2, 1C/2, 8/2 Chowbhagha Road & its surroundings area in Ward No.-66.** Estimate Amount : ₹ **3,38,201.53.** Earnest Money: ₹ **6,800.00.** Period of Completion : **30 days.**

(10) NIT No.: KMC/LTG/B-7/APAS/66/25-26/391
Name of work : **Improvement of street lighting system at 15, 19 Chowbhaga Road and its surrounding area in Ward No.-66.** Estimate Amount : ₹ **4,94,387.93.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion : **30 days.**

(11) NIT No.: KMC/LTG/B-7/APAS/66/25-26/377
Name of work : **Improvement of street lighting system at 59 G.J Khan Road & its surroundings area in Ward No.-66.** Estimate Amount : ₹ **1,42,655.43.** Earnest Money: ₹ **3,000.00.** Period of Completion : **15 days.**

(12) NIT No.: KMC/LTG/B-7/APAS/66/25-26/378
Name of work : **Improvement of street lighting system at 34 to 40 G.J.Khan Road & its surrounding area in Ward No.-66.** Estimate Amount : ₹ **1,45,958.13.** Earnest Money: ₹ **3,000.00.** Period of Completion : **15 days.**

(13) NIT No.: KMC/LTG/B-7/APAS/66/25-26/379
Name of work : **Improvement of street lighting system at 41 G.J.Khan Road & surrounding area in Ward No.-66.** Estimate Amount : ₹ **1,93,775.75.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion : **20 days.**

(14) NIT No.: KMC/LTG/B-7/APAS/66/25-26/380
Name of work : **Improvement of street lighting system at 47 G.J.Khan Road & its surrounding area in Ward No.-66.** Estimate Amount : ₹ **1,42,047.41.** Earnest Money: ₹ **3,000.00.** Period of Completion : **20 days.**

(15) NIT No.: KMC/LTG/B-7/APAS/66/25-26/381
Name of work : **Improvement of street lighting system at 36 Topsia Road and its surrounding area in Ward No.-66.** Estimate Amount : ₹ **4,74,770.70.** Earnest Money: ₹ **9,500.00.** Period of Completion : **30 days.** Last date and time of submission of Bid : **30.12.2025 at 2 p.m.**(for Sl. No. 1 to 15). Bid opening date for Technical Proposals (Online) : **30.12.2025 at 5 p.m.** (for Sl. No. 1 to 15). The bid forms and other details are available on and from **19.12.2025 (2 p.m.)** (for Sl. No. 1 to 15). The website **https://tenders.wb.gov.in** (for Sl. No. 1 to 15).

(16) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2025-2026/714
Name of work : **Renovation of electrical protection and safety accessories of meter room no. 1, 2 & 3 and allied electrical works at 11, Goragacha KMC Labour Quarters under Br-IX.** Estimated Amount : ₹ **4,23,405.33.** Earnest Money: ₹ **8,500.00.** Period of Completion : **30 days.**

(17) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2025-2026/715
Name of work : **Repairing & replacement of electrical wiring & accessories with allied electrical works at UPHC-74 & 79 under Br-IX.** Estimated Amount : ₹ **1,67,955.68.** Earnest Money: ₹ **3,400.00.** Period of Completion : **20 days.**

(18) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2025-2026/716
Name of work : **Repairing of street lighting system at Shree Mohan Lane, Dabur Gali & different place in Ward No.-88.** Estimated Amount : ₹ **1,48,502.32.** Earnest Money: ₹ **3,000.00.** Period of Completion : **30 days.**

(19) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2025-2026/736
Name of work : **Temporary lighting arrangement on the occasion of Sab-E-Barat 2026 at Sola-Ana-Burial Ground in Ward No. 78, Br-IX.** Estimated Amount : ₹ **1,56,910.00.** Earnest Money: ₹ **3,200.00.** Period of Completion : **02 days.** Last date and time of Completion of Bid : **13.01.2026 up to 2 p.m.** (for Sl. No. 16 to 19). Tender (Technical) Opening Date : **13.01.2026 at 4 p.m.** (for Sl. No. 16 to 19) The bid forms and other details are available on and from : **19.12.2025 from 2 p.m.** (for Sl. No. 16 to 19)

(20) NIT No.: KMC/LTG/Z-3/APAS/87/25-26/02R
Name of work : **Installation and improvement of lighting system with its accessories to maintain proper illumination at Dr. Sarat Banerjee Road & Lake Road in Ward No.-87 under Br.-VIII.** Estimated Amount : ₹ **4,99,051.00.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion : **20 days.**

(21) NIT No.: KMC/LTG/Z-3/APAS/87/25-26/03R
Name of work : **Installation and improvement of lighting system with its accessories at Rash Behari Avenue in Ward No.-87 under Br.-VIII.** Estimated Amount : ₹ **2,96,203.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion : **12 days.**

(22) NIT No.: KMC/LTG/Z-3/APAS/87/25-26/04R
Name of work : **Installation and improvement of lighting arrangement and its accessories at 50 to 99 Dr. Meghnad Saha Sarani in Ward No.-87 under Br.-VIII.** Estimated Amount : ₹ **4,67,450.00.** Earnest Money: ₹ **9,400.00.** Period of Completion : **20 days.**

(23) NIT No.: KMC/LTG/Z-3/APAS/87/25-26/05R
Name of work : **Installation and improvement of lighting system and its accessories at Parasar Road and its surrounding areas in Ward No.-87 under Br.-VIII.** Estimated Amount : ₹ **2,43,348.00.** Earnest Money: ₹ **5,000.00.** Period of Completion : **15 days.**

(24) NIT No.: KMC/LTG/Z-3/APAS/87/25-26/06R
Name of work : **Improvement of pathway lighting system at Bompass Road and Maharaja Nanda Kumar Road in Ward No.-87 under Br.-VIII.** Estimated Amount : ₹ **4,02,035.00.** Earnest Money: ₹ **8,100.00.** Period of Completion : **20 days.**

(25) NIT No.: KMC/LTG/Z-3/APAS/87/25-26/07R
Name of work : **Installation and improvement of LED Street Lighting system at Bompass Road, Maharaja Ananda Kumar Road and Raja Basanta Roy Road in Ward No.-87 under Br.-VIII.** Estimated Amount : ₹ **2,47,728.00.** Earnest Money: ₹ **5,000.00.** Period of Completion : **12 days.**

(26) NIT No.: KMC/LTG/Z-3/APAS/87/25-26/09R
Name of work : **Installation and improvement of Pathway lighting system in some parts at Sardar Sankar Road in Ward No.-87 under Br.-VIII.** Estimated Amount : ₹ **2,66,923.00.** Earnest Money: ₹ **5,400.00.** Period of Completion : **15 days.**

(27) NIT No.: KMC/LTG/Z-3/APAS/87/25-26/08R
Name of work : **Installation and improvement of LED Street Lighting system at Sardar Sankar Road in Ward No.-87 under Br.-VIII.** Estimated Amount : ₹ **1,65,379.00.** Earnest Money: ₹ **3,400.00.** Period of Completion : **12 days.**

(28) NIT No.: KMC/LTG/Z-3/APAS/87/25-26/10R
Name of work : **Installation and improvement of LED Street and footpath lighting arrangement at Sarat Bose Road in Ward No.-87 under Br.-VIII.** Estimated Amount : ₹ **1,43,344.00.** Earnest Money: ₹ **3,000.00.** Period of Completion : **10 days.**

(29) NIT No.: KMC/LTG/Z-3/APAS/87/25-26/11R
Name of work : **Installation and improvement of LED Street lighting system at Satyen Dutta Road and Lake Terrace in Ward No.-87 under Br.-VIII.** Estimated Amount : ₹ **2,85,286.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion : **12 days.** Last date and time of submission of Bid : **30.12.2025 up to 2 p.m.**(for Sl. No. 20 to 29). Tender (Technical) Opening Date : **31.12.2025 at 6 p.m.** (for Sl. No. 20 to 29). The bid form and other detail are available on and from : **16.12.2025 from 6 p.m.** (for Sl. No. 20 to 29). For full and further details, please visit the Website: **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 16 to 19). and **https://tenders. wb.gov.in/nicgep/app**. (for Sl. No. 20 to 29). Please keep watching on the above website for further addendum/corrigendum, pre-bid clarifications, if any which will be published in above website only. (for Sl. No. 16 to 29).

(30) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2025-2026/605R
Name of work : **Repairing, Replacement, Leak testing & pressure testing with (N2) of A.C. Machines at E-Kolkata, Tax Department, CCTV Room etc. at Gariahat Market Complex in Ward No.-68, under Br.-VIII.** Estimated Amount : **Open Quotation.** Earnest Money: ₹ **2,400.00.(L.S)** Period of Completion : **30 days.** Last date and time of submission of Bid : **13.01.2026 up to 2 p.m.** Tender (Technical) Opening Date : **13.01.2026 at 4 p.m.** The bid forms and other details are available on and from : **19.12.2025 from 5 p.m.** For full and further details, please visit the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Electrical)/LTG/Z-V, KMC** invites e-tender online item percentage rate two Bid systems for the following works:

(1) NIT No.: KMC/LTGV/122/25-26/A132R (2nd Call)
Name of work : **Installation of pole with fittings at Raja Rammohan Roy Road surrounding areas in Booth No.-132, Ward No.-122.** Estimated Amount : ₹ **2,93,264.11.** Earnest Money: ₹ **5,870.00.** Period of Completion : **20 days.**

(2) NIT No.: KMC/LTGV/122/25-26/A134R (2nd Call)
Name of work : **Installation of pole with LED Light fittings at Swagatam Park, Udayachal, Raja Rammohan Roy Rd Bye Lane in Ward No.-122.** Estimated Amount : ₹ **3,48,565.42.** Earnest Money: ₹ **6,980.00.** Period of Completion : **20 days.**

(3) NIT No.: KMC/LTGV/122/25-26/A138R (2nd Call)
Name of work : **Improvement of existing lighting system at different areas of Subhas Park in Ward No.-122.** Estimated Amount : ₹ **1,95,664.93.** Earnest Money: ₹ **3,920.00.** Period of Completion : **15 days.**

(4) NIT No.: KMC/LTGV/122/25-26/A144R (2nd Call)
Name of work : **Improvement of lighting system at booth no.-144, Ward No.-122.** Estimated Amount : ₹ **2,36,400.49.** Earnest Money: ₹ **4,730.00.** Period of Completion : **10 days.**

(5) NIT No.: KMC/LTGV/122/25-26/A145R (2nd Call)
Name of work : **Improvement of lighting system at booth no.-145, Ward No.-122.** Estimated Amount : ₹ **2,31,350.10.** Earnest Money: ₹ **4,630.00.** Period of Completion : **10 days.**

(6) NIT No.: KMC/LTGV/118/25-26/A94R (2nd Call)
Name of work : **Renovation of electrical system of Moksha-Damaye Primary School in Ward No.-118.** Estimated Amount : ₹ **1,45,385.68.** Earnest Money: ₹ **2,910.00.** Period of Completion : **15 days.**

(7) NIT No.: KMC/LTGV/118/25-26/RPR (2nd Call)
Name of work : **Repairing and renovation of distribution wiring, change of damaged post-top fixture light at APJ Abdul Kalam Park and Kailash Mandir Garden at Ward No.-118, KMC.** Estimated Amount : ₹ **3,05,296.74.** Earnest Money: ₹ **6,110.00.** Period of Completion : **15 days.**

(8) NIT No.: KMC/LTGV/118/25-26/RFOM (2nd Call)
Name of work : **Maintenance of existing fountain system of different parks (A.P.J Abdul Kalam Park, Kailash Mandir Garden, Adarsha Pally Park, Hogol Bari Park, Bhusan Pally Park etc. at Ward No.-118, Br-XIII.** Estimated Amount : ₹ **3,46,420.41.** Earnest Money: ₹ **6,930.00.** Period of Completion : **365 days.**

(9) NIT No.: KMC/LTGV/122/25-26/A146R (2nd Call)
Name of work : **Improvement of existing lighting system at Dhawan Colony School Math, Pond, Bye Lane surrounding areas in Ward No.-122.** Estimated Amount : ₹ **3,97,788.27.** Earnest Money: ₹ **7,960.00.** Period of Completion : **20 days.**

(10) NIT No.: KMC/LTGV/122/25-26/A161R (2nd Call)
Name of work : **Installation of pole and LED fittings at different areas of Sodepur 1st Lane, Bye Lane in Ward No.-122.** Estimated Amount : ₹ **1,96,201.65.** Earnest Money: ₹ **3,930.00.** Period of Completion : **15 days.**

(11) NIT No.: KMC/LTGV/122/25-26/A162R (2nd Call)
Name of work : **Installation of Minimast, Pole with LED fittings at different places of Sodepur 1st Lane, Bye Lane in Ward No.-122.** Estimated Amount : ₹ **1,98,631.69.** Earnest Money: ₹ **3,980.00.** Period of Completion : **15 days.** Last date & time of submission of Bid : **13.01.2026 (2 p.m.)** (for Sl. No. 1 to 11). Bid opening date for technical proposal : **13.01.2026 (2.30 p.m.)** (for Sl. No. 1 to 11). The bid forms and other details are available on and from : **19.12.2025 (4 p.m.)** (for Sl. No. 1 to 11). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 11).

CORRIGENDUM

NIT No.: KMC/IX/080/088/2025-2026/APAS Published in this Newspaper on **04.12.2025** (Key No. 1592/25-26) of **Engineering (Civil) Borough-IX Department** (for Sl. No. 11). Last date and time of submission of bid **29.12.2025 – 12 Noon.** in place of 03.01.2026 – 12 Noon, Tender will be Opened on **31.12.2025 – 12 Noon.** in place of 05.01.2026 – 12 Noon. Bid forms and other details will be available on and from **19.12.2025 (5 p.m.)** instead of 05.12.2025 from the website **https://tenders.wb.gov.in** instead of https://etender.wb.nic.in (1760/25-26)

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা ২০ সংখ্যা, শনিবার ৩ পৌষ ১৪৩২

বাংলাদেশে ভারত বিরোধী

বাংলাদেশের জঙ্গিরা পশ্চিমবঙ্গকে করিডর তৈরি করার পরিকল্পনা সেটা শুধু আজকের ব্যাপার নয়। এই কাজ করতে শুরু করে দিয়েছিল বহুকাল ধরে। তাদের ওপরে ভারতীয় গোয়েন্দারা নজর রাখতে শুরু করে। তবে এবারে আনসারুল্লা বাংলা টিম বা এবিটি বাংলায় স্লিপার সেল তৈরি করেছিল। উদ্দেশ্য ছিল উত্তরবঙ্গে তাদের সাম্রাজ্য বৃদ্ধি করা এবং শিলিগুড়িতে চিকেন'স নেক এ নাশকতা বৃদ্ধি করা। রাজ্যের গোয়েন্দারা এ ব্যাপারে বহু গোপন তথ্য পেয়েছে যা দিয়ে প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে যে পশ্চিমবঙ্গে জঙ্গিরা ক্রমশ সক্রিয় হয়ে উঠার চেষ্টা করছিল। সম্প্রতি বাংলাদেশে যেভাবে ভারত বিরোধীরা মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছে তাতে আরও বেশি চিন্তা প্রকাশ করতে শুরু করেছে প্রতিরক্ষ দফতর থেকে শুরু করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। ভারতের গোয়েন্দা দফতরের চোখে ঘুম নেই বলা যেতে পারে। তারা অতি সতর্ক হয়ে পা ফেলতে শুরু করেছে। বাংলাদেশের ভারত বিরোধীরা যেভাবে ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠতে শুরু করেছে এবং ভারত বিরোধী হাওয়া বইতে শুরু করে দিয়েছে তাতে ভারত সরকার বিশেষভাবে চিন্তিত। বাংলাদেশের থেকে পশ্চিমবঙ্গে ঢোকাটা কঠিন হলেও মাঝে মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় যে বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করেছে জঙ্গিরা। তারা এমনভাবে প্রবেশ করে যে সহজেই তাদেরকে ধরে ফেলাটা একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়ে। পরে সূত্র ধরে তাদেরকে গোয়েন্দারা গ্রেফতার করে। তবে দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক সংগঠন ভারত বিরোধীদের রাজনৈতিক আশ্রয় দিচ্ছে এবং তাদেরকে ভারত বিরোধী উস্কানিতে মদত দিচ্ছে। তার ফলে বাংলাদেশে এখন ভারত বিরোধীদের জিগির বেশি। যদিও ভারতের বিদেশ সচিব বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী মহম্মদ ইউনুসের সঙ্গে বৈঠক করেছেন এবং ভারত বিরোধী সন্ত্রাস বন্ধ করার কথা বলেছেন। কিন্তু কতখানি ভারত বিরোধী সন্ত্রাস সেখানে বন্ধ হয়েছে তার পর্যালোচনা করলে দেখতে পাওয়া যায় যে খুব কম ক্ষেত্রে ভারত বিরোধী মানসিকতাকে রুখে দিতে পেরেছে সেখানকার তদারকি সরকার। বাংলাদেশ দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করাটা অতি সহজ বলে মনে করে জঙ্গিরা। তার ফলে বহু জঙ্গি সংগঠন এক সময় বাংলাদেশে ঘাঁটি তৈরি করেছিল এবং বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করে নাশকতা চালানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করে। পশ্চিমবঙ্গ এবং অসম পুলিশ যৌথভাবে জঙ্গিদের চিকেন'স নেক চক্রান্ত ব্যর্থ হয়েছে। এই সব জঙ্গিরা মুর্শিদাবাদ এবং আলিপুরদুয়ারকে বেছে নিয়ে ছিল তাদের সংগঠন বৃদ্ধি করার কেন্দ্র হিসাবে। স্থানীয় যুবকদের কাজে লাগানোর ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল। তবে কতজন এই সংগঠনের সদস্য হয়েছে তার তালিকা খোঁজার চেষ্টা করছে গোয়েন্দারা। পশ্চিমবঙ্গে অন্য জেলাগুলিতে তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেয়েছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বাংলাদেশে ভারত বিরোধীরা ক্রমশ মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছে। ভারত হাই কমিশনের ওপরে হামলা হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিতে শুরু করেছে। তার ফলে ভারত হাইকমিশন বেশ কয়েকটি ভিসা অফিস বন্ধ করে দিয়েছে। বাংলাদেশ সরকারকে হাইকমিশনের নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা বলেছে। এদিকে বাংলাদেশ সরকার যেভাবে পাকিস্তানের দিকে ঝুঁকে পড়তে শুরু করে দিয়েছে তার ফলে বাংলাদেশ থেকে অতি সহজে জঙ্গিরা ভারতে প্রবেশ করার সম্ভাবনাকে একেবারে উড়িয়ে দিতে পারছে না বিদেশ মন্ত্রক। প্রতিরক্ষা মন্ত্র থেকে শুরু করে ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এ ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রেখেছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। ভারত বলেছে বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরে আসুক।

দক্ষিণ ভারতীয় মন্দির

দক্ষিণ ভারতীয় মন্দির স্থাপত্যশৈলী যা বিখ্যাত দ্রাবিড় শৈলী নামে, তার আদি রূপটি বোঝার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্যগুলো হল মহাবলীপুরমের এই বিখ্যাত পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদীরথ নামক মন্দিরগুলো। দ্রৌপদীর নামাঙ্কিত মন্দিরটি থেকে শুরু করে ক্রমান্বয়ে অর্জুন,ভীম, নকুল-সহদেব এবং সবশেষে যুধিষ্ঠির এর নামাঙ্কিত মন্দিরটি ভালো করে খুঁটিয়ে দেখলে পাথর কেটে standalone monolithic দ্রাবিড় মন্দির শৈলীর ক্রমাগত পরীক্ষানিরীক্ষার ধাপগুলো পরিষ্কার হয়ে ওঠে। দ্রৌপদীর মন্দির(আদতে দুর্গা মন্দির)টি একদম সাদামাটা।বর্গাকার গর্ভগৃহের উপর চারচালা কুটিরের ঘরের অনুকরণে তৈরী ছাদ যার সঙ্গে অনেক পরের বাংলার চারচালা ইঁটের মন্দিরের সাদৃশ্য প্রবল।এর পরেই কিন্ত স্থাপত্যশৈলী ক্রমান্বয়ে জটিল হতে শুরু করে যখন পরবর্তী মন্দিরগুলোয় দ্রাবিড় শৈলীর আদি রূপগুলো নিয়ে পরীক্ষার স্বরূপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে যেমন অর্জুনের মন্দিরটি আটকোনা চূড়া সমেত বর্গাকার গর্ভগ্রহের উপর স্থাপিত দ্বিতল বিমান থেকে ভীমের মন্দিরটির ব্যারেল ভল্টেড বিমান যা আয়তাকার গর্ভগৃহের উপর স্থাপিত,নকুল-সহদেবের মন্দিরের সম্পূর্ণ apsidal অর্থাৎ হাতির পিঠের মতোই রূপ (যা ভারতীয় মন্দির স্থাপত্য শিল্পে বালভী শৈলী বলে বিখ্যাত এবং পাশেই একটি পূর্ণাঙ্গ হাতির মূর্তি স্থাপন করে এই গজপৃষ্ঠ রূপকে পরিষ্কারভাবে বোঝানো) এবং শেষ পর্যন্ত ধর্মরাজ মন্দিরে তিনটি তলা বিশিষ্ট বিমান ও বর্গাকৃতির গর্ভগৃহ সমেত একটি বিশিষ্ট রূপ ধারণ করতে সক্ষম হয়। মন্দিরগুলো প্রত্যেকটি মনোলিথিক রক থেকে তৈরী মানে একটিমাত্র পাথর উপর থেকে নীচের দিকে কেটে এই মন্দিরগুলো তৈরী হয়েছে(পাথরটিও পাশেই অবস্থিত) যা আদতে প্রাচীনতর গুহা-মন্দিরের স্থাপতরীতির অনুরূপ কিন্ত এখানে তা গুহার আবরণ থেকে বেরিয়ে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ মন্দির হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।। এই মনোলিথিক রক কাট মন্দিরের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।
।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

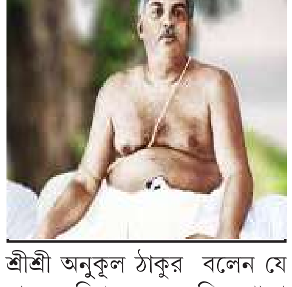

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন যে মানুষের বিপদের সময়ে গিয়ে পাশে দাঁড়াতে হবে। নিজের মনকে সম্পদশালী করতে হবে। পিছনে দিকে তাকালে চলবে না। সব সময়ে সমানে দিকে তাকিয়ে চলবে হবে। বিপদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। তাদেরকে পরাস্ত করতে হবে। ধর্ম মানুষকে আলোর পথ দেখাবে। সে ধর্ম হচ্ছে সেবা। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। সব ধর্মে ওপরে তার স্থান। সত্যের বিকাশ করতে হবে। জ্ঞানের বিকাশ করতে হবে। প্রাণের বিকাশ করতে হবে। মানব শক্তি হচ্ছে এই জগতের সবচেয়ে বড় শক্তি। এই শক্তিকে উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করতে হবে।

রামকৃষ্ণ দর্শন

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, মানব ধর্মের প্রতিষ্ঠা চাই। মানবধর্মের জয় চাই। জগত মাতাই হচ্ছেন শক্তিদায়িনী। তিনি শক্তি দান করে থাকেন। দেবীর কাছ থেকে শক্তি নিয়ে নিজেকে শক্তিশালী করতে হবে। নিজের শক্তিকে জাগরিত করতে হবে। নিজেকে মানসিক শক্তি দিয়ে অপরকে পরাজিত করতে হবে। পরাস্ত করতে হবে অপশক্তিকে। শারীরিক এবং মানসিক শক্তির উত্থান করতে হবে। সেই শক্তিকে নিজেরকরতে হবেমো কালীর দর্শন তিনি লাভ করতে সক্ষম হন। তিনি আরও বলতেন, বিশ্বমাতাকে পুজো করতে হবে। বিশ্বমাতার আশির্বাদ গ্রহণ করতে হবে। মাকে ভালো বাসতে হবে। মায়ের আর্শিবাদ লাভ করতে হবে। যিনি মায়ের আর্শিবাদ লাভ করেি তিনি জগতে আর কাউকে ভয় পান না। তিনি সবার কাছে প্রিয় হন। মা আছেন বলেই সবাই মাতৃভাবে ভাবিত। ভগবানকে মনে প্রাণে ডাকতে হবে। তিনি তবেই ভক্তের ডাকে সাড়া দিয়ে থাকেন। ঈশ্বর আছেন বলেই মানুষ শারীরিক এবং মানসিক শক্তি লাভ করে। ঈশ্বর আছেন বলেই মানব জগতটা একটি নিয়মে চলাফেরা করে।

'ইউরিয়া স্টিবামাইন' ওষুধ আবিষ্কার করে কালাজ্বরকে বিদায় দিলেন চিকিৎসক উপেন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রকুমার শীল

১৯২২ সালে 'দ্য ইণ্ডিয়ান জার্নাল অব মেডিকেল রিসার্চ পত্রিকা'য় উপেন্দ্রনাথ আটজন রোগীকে ইউরিয়া স্টিবামাইন দিয়ে চিকিৎসার সুফলের কথা লিখলেন। ক্যাম্পবেলের রোগীদের ওপরে এই ওষুধ প্রয়োগ করতে শুরু করলেন। তার ফলে কালাজ্বরের রোগের প্রকোপ কমতে শুরু করল। কলকাতার স্কুল অব ট্রপিক্যাল

মেডিসিনে যারা কালাজ্বর নিয়ে চিকিৎসা করতে শুরু করেছিলেন তার এই ওষুদের সম্পর্কে উচ্চাশা প্রশাংসা করলেন। কালাজ্বর দেখা দিত গায়ের চামড়ায় এক রকম গুটি যা কালাজ্বরের অংশ বলেই গ্রহণ করা হয়ে থাকে। ১৯১৩ সলে নোবেল পুরস্কার লাভ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তারপরে ১৯১৯ সালে নোবেল কমিটির কাছে উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর নাম সুপারিশ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুই নোবেল পুরস্কার থেকে তাঁকে বঞ্চিত করেছিল। বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞান 'নেচার' পত্রিকাকে তাঁর মৃত্যু সংবাদ প্রকাশিত হয়-"With the death on February 6 of Sir Upendranath Brahmachari, India lost one of her most distinguished medical scientists ..."

উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী জন্মগ্রহণ করেছিলেন সরকারি মতে ৭ জুন, ১৮৭৫ সালে। আর তিনি স্বয়ং বলতেন যে তাঁর জন্ম হয়েছিল ১৯ ডিসেম্বর ১৮৭৩ সালে। বিহারের মুঙ্গের জেলার জামালপুরে। তবে সবাই তাঁর মতে বিশ্বাসী হয়ে জন্মদিনটা পালন করে সর্বত্র। এবারে তিনি দেড়শো বছর পার করলেন। চলে আসি ১৯৩৬ সালে যখন ভারতের মধ্য প্রদেশের ইন্দোরে ভারতের বিজ্ঞান কংগ্রেসের ২৩তম অধিবেশন শুরু হতে চলেছে ২ থেকে ৪ জানুয়ারি। বিজ্ঞান বিভাগে দশটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। তার মধ্যে রয়েছে গণিত ও পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, ভূবিদ্যা ও ভূগোল, উদ্ভিদবিজ্ঞান, প্রাণী বিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব বিদ্যা, কৃষিবিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান ও প্রাণী চিকিৎসা, শরীর বিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞান। সারা দেশ থেকে ৩২০ জন প্রতিনিধি এসে উপস্থিত হয়েছেন। অধিবেশন উদ্বোধন করলেন ইন্দোরের মহারাজ। তিনি বললেন, ভারতের প্রধান সমস্যা হল দারিদ্র। এ ব্যাপারে বিজ্ঞানীদের এগিয়ে আসতে হবে। এই অধিবেশনের প্রধান বক্তা ছিলেন বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি। তিনি তাঁর দীর্ঘ বক্তৃতা রাখলেন। এই সভার সভাপতি ছিলেন একজন বাঙালি প্রথিতযশা চিকিৎসক উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী। তিনি ভারতের চিকিৎসা সংক্রান্ত বক্তব্য তো রেখেছিলেনই তার সঙ্গে তিনি খাদ্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে বক্তব্য রাখেন। তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। তার এই সুদীর্ঘ বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে উপস্থিত শ্রোতার উপকৃত হয়েছিলেন। তিনি তারপরে বললেন যে কালাজ্বর একটি ভয়ঙ্কর রোগ। বিশেষ করে ভারতের বেশ কয়েকটি অঞ্চলে। এক সময় অ্যান্টিমনি নিষিদ্ধ হয়ে গেছিল, এতটাই যে হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসকেরা শপথ গ্রহণ করেছিলেন যে তারা কোনওদিন অ্যান্টিমনি ব্যবহার করবে না। কিন্তু এখন দেখা গেল কালাজ্বরের এটাই প্রধান ওষুধ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেখানে কালাজ্বর দেখা দিয়েছিল সেখানে এই ওষুধ ব্যবহার করার ফলে কালাজ্বর কমে এসেছিল ১ বা ২ সাধারণভাবে। কোনও সন্দেহ নেই কালাজ্বর চিকিৎসায় ডাক্তার রজার্স কুইনাইন এবং টারটার এমেটিক এর অতিরিক্ত ডোজ প্রয়োগ করেছিলেন এদেশে। বর্তমান বক্তা এই রোগের চিকিৎসায় খুবই শীঘ্রই ব্যবহার করতে শুরু করে দিলেন সোডিয়াম অ্যান্টিমনিল ট্রারট্রেট। ফলে টারটার এমেটিক এর ব্যবহার বন্ধ হয়ে গেল। এই রোগের পরবর্তী ধাপের চিকিৎসা শুরু করে দিয়েছিলেন। তিনি ধাতব অ্যান্টিমনিকে ক্ষুদ্র কণাতে পরিবর্তন করে রোগীর শিয়ার প্রবেশ করিয়ে চিকিৎসা করতে শুরু করলেন তার ফলে উল্লেখযোগ্য সুফল পাওয়া গেল। পর্যবেক্ষণ করে দেখতে পাওয়া গেল যে অ্যান্টিমনির কনাগুলি শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে যেখাানে কালাজ্বরের পরজীবীগুলি অবস্থান করছে সেখানে প্রবেশ করছে। কালজ্বরের পরজীবীদের সঙ্গে লড়াই করতে শুরু করেছে কনাগুলি এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে শুরু করেছে পরজীবীগুলি। অ্যান্টিমনি জৈব যৌগের ফলে ভারত থেকে কালাজ্বর পালাতে শুরু করলো। ১৯২০ সলে ক্যাম্পবেল হাসপাতালে এই নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলতে শুরু করে। ১৯২১ সালের প্রথম দিকে বক্তা আবিস্কার করে ফেললেন ইউরিয়া অ্যান্টিমনি যোগ। এই আবিস্কার অ্যান্টিমনিয়াল যৌগ সম্পর্কিত অন্যান্য গবেষণাগুলিকে ভারতে এই রোগের চিকিৎসায় একটি নতুন দিগন্ত খুলে দিল। এই ইউরিয়ার যৌগটির নাম হল 'ইউরিয়া স্টিবামইন'। কলকাতার শিয়ালদহ এর নিকটে ক্যাম্পবেল হাসপাতাল ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল। যেখানে গবেষনা করা হয়েছিল সেই ঘরটি আজও রয়েছে। কিন্তু তার ভিতরে গবেষণাগারের সমস্ত চিহ্নই উধাও হয়ে গিয়েছে। বক্তা আবিস্কার থেকে শুরু করে বক্তব্য পেশের সময় ধরলে ১৫ বছর কেটে গেছে। ১৯২১ সাল থেকে ১৯৩৬ সাল। অত্যন্ত সুখের কথা যে আজকে ভারতে কালাজ্বরের প্রধান চিকিৎসা হল ইউরিয়া স্টিবামাইন এবং এই রোগের শক্তিশালী প্রতিষেধকও বটে। এই চিকিৎসাই অসংখ্য রোগীর জীবন রক্ষা করতে সক্ষম। আসামে যেখানে ১০০ জন রোগীর মধ্যে ৯৯ জন মারা যেত সেখনে ১৯২৩ সালে ৩২৮৫৯১ জনকে এই চিকিৎসা করার ফলে জীবন রক্ষা পেয়েছে ৩২৫০০০ জনের। কালজ্বরের চিকিৎসা রোগী স্বাভাবিক হলেও চামৈড়ার লিসম্যানয়েড এর চিকিৎসা সন্তোষজনক নয়। কালাজ্বর নামক একটি রোগের ওষুধ আবিস্কারক বক্তার নাম হল উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী।

উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর বাবা ছিলেন নীলমণি ব্রহ্মচারী। তিনিও একজন চিকিৎসক ছিলেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়েতে চাকরি করতেন। তাঁকে রোগীরা ধন্বন্তরী ডাক্তার বলে জানতা। মাতার নাম ছিল সৌরভসুন্দরী দেবী। ডাক্তার নীলমণি ব্রহ্মচারীদের আদি বাড়ি ছিল বর্ধমানের পূর্বস্থলী গঙ্গার ধারে। নীলমণিরা তিন ভাই- দাদা অক্ষয়কুমার চুঁচুড়াতে ওকালতি করতেন। ছোট ভাইয়ের নাম মধুসূদন। বংশের ইতিহাস থেকে জানতে পারা গিয়েছে যে শ্রীচৈতন্যদেবের দীক্ষাগুরু কেশব ভারতীর দাদার ছেলে গোপাল দীক্ষান্তে মুখোপাধায় পদবী ত্যাগ করে ব্রহ্মচারী উপাধি ধারন করেছিলেন। সেই বংশের অষ্টম বংশধর হচ্ছেন ডাক্তার নীলমণি ব্রহ্মচারী। চিকিৎসা বিজ্ঞান রক্তের মধ্যে ছিল। তারই স্ফুরণ দেখতে পাওয়া গেল উপেন্দ্রনাথের মধ্যে। নীলমণি ব্রহ্মচারীর চার ছেলে কোনও কন্যা সন্তান ছিল না। চারজনের নাম শরৎচন্দ্র, উপেন্দ্রনাথ, শ্যামাচরণ এবং ভবতারণ। উপেন্দ্রনাথ জামালপুর ইস্টার্ন রেলওয়েজ বয়েজ হাইস্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করেন। তিনি অত্যন্ত মেধাবি ছাত্র ছিলেন। সাহিত্য এবং বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনা করেছেন। প্রথমে আর্টস বিভাগ থেকে পড়াশুনা করে বিএ পাশ করে ১৮৯৩ সালে তিনি হুগলি কলেজ থেকে গণিত এবং রসায়নে অনার্স নিয়ে পাশ করলেন। গণিতে তিনি প্রথম হয়েছিলেন এবং পেয়েছিলেন 'থোয়েটস পদক'। তিনি সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলেন না গণিতকে গ্রহণ করবেন না রসায়নকে গ্রহণ করবেন। বাবার মতো চিকিৎসা বিজ্ঞানকে গ্রহণ করা ফলে তিনি তিঁন প্রেসিডেন্সি কলেজে রসায়ন বিভাগে ভর্তি হলেন পাশাপাশি তিনি আবার কলকাতা মেডিকেল কলেজে ডাক্তারি পড়তে ভর্তি হলেন। ১৮৯৪ সালে তিনি লাভ করলেন রসায়ন বিদ্যায় এম.এ ডিগ্রি। প্রথম শ্রেণি লাভ করলেন। পেয়েছিলেন বিশ্ববিগ্যালয়ের পদক। সেই সময়ে তিনি দুইজন শিক্ষককে পেয়েছিলেন। একজন হচ্ছেন আলেকজান্ডার পেডলার এবং অন্যজন হচ্ছেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। এই শিক্ষকদের তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। ১৮৯৯ সালে তিনি কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে এল.এম.এস পাশ করেন তারপরে বছর তিনি এম. বি. ডিগ্রি লাভ করেন। এই পরীক্ষায় তিনি মেডিসিন এবং সার্জারিতে প্রথম হয়েছিলেন। লাভ করেছিলেন গুডিভ পদক এবং ম্যাকলয়েড পদক। ১৯০২ সলে তিনি এম.ডি. ডিগ্রি লাভ করলেন। ১৯০৪ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। উপেন্দ্রনাথ ১৮৯৯ সালে এলএমএস পাশ করেই প্রাদেশিক মেডিকেল সার্ভিসে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি স্যার জেরাল্ড বোমফোর্ডের হাউস ফিজিসিয়ান ছিলেন।

প্রবল আর্থিক কষ্ট থাকা সত্ত্বেও পড়াশুনা করেছেন লালবিহারী

রাজা সেন

ইংরেজি ভাষাতে লালবিহারীর ছিল অসমান্য দক্ষতা,তাঁর মত ইংরেজি ভাষায় দখল তখন অনেকে ইংরেজের ছিল না, বাঙালিদের অপমানে গর্জে উঠতেন। রো নামের এক সাহেব অধ্যাপক একবার নিজের বইয়ে বাঙালিদের লেখা ইংরেজিকে 'বাবু ইংরেজি' বলে ঠাট্টা করেন। স্বজাতির নিন্দায় গর্জে উঠলেন লালবিহারী। লিখে ফেললেন এক প্রবন্ধ সেখানে তিনি রো সাহেবের নিজের লেখার ভুরিভুরি ভুল তুলে ধরে মুখের মত জবাব দিলেন। এই ঘটনায় লালবিহারীর নামে ধন্য ধন্য পড়ে যায়।

নিজে ইংরেজি না জানলেও, ছেলেকে যেমন করেই হোক ইংরেজি শেখাতে হবে এই ছিল লালবিহারীর বাবার পণ। একেবারে খাঁটি মানুষ,মিথ্যা,প্রবঞ্চনা এসব তাঁর অজানা ছিল। পরিশ্রমের সঙ্গে লক্ষে স্থির থাকলে চরম দারিদ্র্য যে বিদ্যার্জনের পথে বাধা হতে পারে না, আমাদের কাছে বড় দৃষ্টান্ত বাংলার নবজাগরণের প্রাণপুরুষ বিদ্যাসাগর মহাশয়, আরও একজন নিশ্চিত ভাবে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তিনি বাংলার উজ্জ্বল রত্ন রেভারেন্ড লালবিহারী দে। বিদ্বজ্জনদের অনেকের মতে 'নীলদর্পণ' যদি হয় কৃষকের মহানাটক,তবে লালবিহারী দে রচিত বেঙ্গল পেজন্টে লাইফ অর্থাৎ গোবিন্দ সামন্ত কৃষকের জন্য মহাকাব্য বললে খুব ভুল হয় না। ১৮৭২সালের গোড়ায় বইটির রচনা সম্পূর্ণ হয়, শেষে আরও তিন অধ্যায় জুড়ে ১৮৭৪সালের মাঝের দিকে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এই বইয়ে লালবিহারী বাংলার কৃষকের দুরবস্থার উপরে গভীরভাবে আলোকপাত করেছেন, নিরপেক্ষ তার ভান না করে ঘটনার সব দায় চাপিয়েছেন জমিদার ও বিদেশি কুঠিয়ালদের অত্যাচার ও অকথ্য শোষণের দিকে। এই উপন্যাস লিখে লালবিহারী উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের ঘোষিত ৫০০টাকা পুরস্কার পেয়েছিলেন। লালবিহারী যখন বয়স দশ, পিতৃদেব রাধাকান্ত গ্রামের পাঠশালা থেকে তাঁকে ছাড়িয়ে ১৮৩৪ সালে কলকাতায় পাদরি ডাফ সাহেবের স্কুল জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশনে সপ্তম শ্রেনীতে ভর্তি করে দিলেন। আর ঠিক সেই কারনে লালবিহারীর মাইনে লাগত না, সত্যি কথা বলতে কি ছেলেকে মাইনে দিয়ে পড়াবার মত আর্থিক সামর্থ রাধাকান্তের ছিল না। স্কুলে পড়তে হত দশ বছর, তবে লালবিহারী দশ বছরের পাঠ সাত বছরে শেষ করে ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি কলেজের প্রথম শ্রেনীতে উন্নীত হলেন। ১৮২৪ সালে বর্ধমানের সোনাপলাশি গ্রামে পৃথিবীর প্রথম আলো দেখেন 'কালোগোলাপ'। আসলে লালবিহারীর গায়ের রঙ কালো বলে তাঁর পিতৃদেব আদর করে ওই নামে ছেলেকে ডাকতেন। লালবিহারী যখন পিতাকে হারালেন তখন তাঁর বয়স মাত্র তেরো। পিসতুতো ভাইয়ের বাসায় পড়াশোনা করতেন যখন সেখানে এক রাঁধুনি ছিলেন নাম তাঁর কুঞ্জের মা, বাল্যবিধবা, পুত্রহারা, বিকলাঙ্গ মহিলা। কুঞ্জের মা যদি না থাকতেন বোধহয় কোনও দিন লালবিহারীর উচ্চশিক্ষা ভিলাষ সাফল্যের মুখ দেখতে পেত না! শীত হোক বা গরমকাল, কুঞ্জের মা ঠিক ভোরবেলায় উঠে স্নান করে লালবিহারীকে খাইয়ে স্কুলে পাঠাতেন। সন্ধ্যের দিকে সকাল-সকাল তাঁকে আবার খাইয়ে দিতেন, কুঞ্জের মা'র ঘরের একপাশে তিনি ঘুমাতেন। রান্নার তেল থেকে একটু একটু তেল বাঁচিয়ে কুঞ্জের মা লালবিহারীর জন্য রেখে দিতেন।

গভীর রাতে বাড়ির আড্ডা যখন নিস্তব্ধ হত মাঝরাতে তাঁকে ঘুম থেকে তুলে দিতেন ভোর পর্যন্ত তেলের প্রদীপের আলোয় পড়তেন লালবিহারী। হেয়ার সাহেবের কাছে অবশ্য তিনি গিয়েছিলেন, কারণ হেয়ার সাহেবের স্কুল থেকে পাশ করলে হিন্দু কলেজে বিনা বেতনে পড়া যাবে, যদিও সাহেব তাঁর স্কুলে লালবিহারী কে ভর্তি নেন নি। লালবিহারীর একটা ইংরেজি অভিধানের বড্ড দরকার, কিন্তু কিনবেন কীভাবে! হাতে যে বই কেনার পয়সা নেই। অতি কষ্টে পয়সা জমিয়ে কিনলেন জনসন সাহেবের ছেঁড়া অভিধান। কিন্তু অভিধান পড়ে যে আর ইংরেজি ভাষা আয়ত্ত করা যায় না, সেইজন্য পড়তে হবে সাহিত্যের নামকরা লেখকদের বই, কিন্তু কিভাবে সেসব সম্ভব হবে! তবে সত্যি উপায় একটা বের হল। বইয়ের এত দোকান তখন কোথায়, ফিরিওয়ালারা কলকাতায় পাড়ায় পাড়ায় বই ফিরি করতেন। পরিচয় হল একজনের সঙ্গে তিনি বই ফিরি করতেন, বোধহয় একটু স্নেহ করতেন লালবিহারীকে! কয়েক আনা দিয়ে একটা বই কিনে পড়া শেষ হল।

এবার আবদার শুভাকাঙ্ক্ষী ফিরিওয়ালার কাছে সে গরিব মানুষ। প্রতিবার নগদ পয়সা দিয়ে তাঁর থেকে বই কিনবেন সে ক্ষমতা নেই বরং কেনা বই ফেরত নিয়ে আরেকটি বই তাঁকে পড়তে দিলে বড় ভাল হয়।

আবার সেটি হয়ে গেলে আরেকখানি। আশ্চর্যের লাগলেও সত্যি শুভাকাঙ্ক্ষী সেই ফিরিওয়ালা প্রস্তাবে রাজি হয়েছিলেন। এভাবে লালবিহারী অনেক বই পড়ে ফেললেন, একই সঙ্গে তাঁর একটি অভ্যাস ছিল রাস্তায় যখন পথ চলতেন কাগজ কুড়াতেন।

ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে লড়াই করেছিল মারাঠাশক্তি

বিশেষ প্রতিবেদক

যতক্ষণ না পর্যন্ত আমি মারাঠাদের অস্তিত্ব শেষ করে দেবো... ততক্ষণ না আমি মুকুট পরবো আর না শান্তির নিঃশ্বাস নেবো। ওদিকে মারাঠারা প্রতিজ্ঞা নিলো , ছত্রপতি সম্ভাজী মহারাজের বীরত্ব আর বলিদান বিফলে যাবে না... আমরা মুঘল সাম্রাজ্য আর ঔরঙ্গজেবের কবর এই মাটিতেই খুঁড়ে দেবো......হর হর মহাদেব। একদিকে মুঘল সেনা লাখের সংখ্যায়... ঔরঙ্গজেব মারাঠাদের অস্তিত্ব শেষ করে দেওয়ার জন্য আরও বেশি শক্তি জোগাড় করছিল, আর অপরদিকে একজন ১৯ বছরের ছেলে আর ২০ হাজারের একটা ছোটো সৈনিক সংঘ কোনো দিক থেকেই মোগল সেনার সামনে টেকার ক্ষমতা রাখে না। ঔরঙ্গজেব কি সফল হবে 'নিজের মনের ইচ্ছায়' না মারাঠারা নেবে নিজেদের প্রতিশোধ? যখন ধর্মবীর ছত্রপতি সম্ভাজী মহারাজ হিন্দু স্বরাজের জন্য নিজের প্রাণ ত্যাগ করলেন, তখন পুরো মারাঠা সাম্রাজ্য গভীর শোকে ডুবে গেলো।

গ্ধঔরঙ্গজেব আর মুঘল সাম্রাজ্য, যেটা মারাঠাদের বিনাশ মনে করছিলো, সেটা আসলে মুঘল সাম্রাজ্যের বিনাশের শুরু ছিল আর সূর্যোদয় ছিল মারাঠা সাম্রাজ্যের। কারণ যেখানে ঔরঙ্গজেব আর মুকাররব খান জিতের আনন্দে ডুবে ছিলো, সেখানে মারাঠা সাম্রাজ্য ঔরঙ্গজেব আর মুকাররবের প্রতারণা আর অত্যাচারের প্রতিশোধের প্রস্তুতি করছিলো। এই শোক শীঘ্রই ক্রোধ আর প্রতিশোধে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছিল।

মারাঠারা প্রতিজ্ঞা নিল , ছত্রপতি সম্ভাজী মহারাজের বলিদান বিফলে যাবে না।

ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ আর মহারানী সাইবাইয়ের পুত্র, ধর্মবীর ছত্রপতি সম্ভাজী মহারাজ, যিনি আগামী দিনে মুঘল সাম্রাজ্যের কাল হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি নিজের বীরত্ব আর পরাক্রমের ওপর নির্ভর করে পুরো মুঘল সাম্রাজ্যের ধ্বংসলীলা শুরু করে দিলেন।

ছত্রপতি সম্ভাজী মহারাজের বারবার ভয়ানক আক্রমণে ঔরঙ্গজেবের রাতের ঘুম উড়ে গিয়েছিল। এই জন্য ক্লান্ত, হেরে যাওয়া ঔরঙ্গজেব এই কথা ভালোভাবে জানতো যে

ছত্রপতি সম্ভাজী মহারাজকে সামনে থেকে যুদ্ধে হারানো মানে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা। কিন্তু নিজের লোকেদেরই প্রতারণার গ্রহণ সম্ভাজী মহারাজেরও লাগল। কেননা এই দেশ অনেক পুরোনো সময় থেকেই নিজের এখানে জয়চাঁদদের পালন করার দিব্যি খেয়ে রেখেছে। এই জন্য মুঘল সর্দার মুকাররব খানের হাজার সেনা সম্ভাজী মহারাজকে প্রতারণা করে বন্দি বানিয়ে নিলেন আর ঔরঙ্গজেবের সামনে নিয়ে এলেন।

ঔরঙ্গজেব যখন ভরা দরবারের সামনে তাকে ইসলাম গ্রহণ করার জন্য আর নিজের প্রাণের রক্ষার জন্য ভিক্ষা চাইতে বলল, তখন ঔরঙ্গজেবের দরবারেই তিনি ঔরঙ্গজেবের সম্মান মাটিতে মিশিয়ে দিলেন। নিজের দরবারে, নিজের লোকের সামনে হওয়া অপমান ঔরঙ্গজেব সহ্য করতে পারলো না আর রাগে পাগল হয়ে গেল। তার আদেশে ধীরে ধীরে ছত্রপতি সম্ভাজী মহারাজের গায়ের চামডাকে কেটে আলাদা করা হল। যন্ত্রণা যাতে বেশি হয় তাই ওনার ক্ষতস্থানে নুন, লঙ্কা গুঁড়ো ছিটিয়ে দেওয়া হল। চোখে লঙ্কা দেওয়া হলো আর মাথার চুল টেনে ছেঁড়া শুরু হলো... তারপর শরীরের মাংস কেটে ওনার সামনেই কুকুরদের খাওয়ানো হল। আঙুল কাটা হল, হাত কাটা হল, গরম লোহার শিক চোখে ভরে দেওয়া হল, জিভ কাটা হল। প্রতিদিন ওনার শরীর থেকে একটা একটা অঙ্গকে কাটা হতো... এইভাবে ৪০ দিন ওনাকে ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা দেওয়া হল আর শেষে ক্লান্ত আর হেরে গিয়ে ১১ মার্চ ১৬৮৯-এ ছত্রপতি সম্ভাজী মহারাজকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে দেওয়া হয়েছিল। যে বা যে সব লোক ঔরঙ্গজেবের সুনাম নিয়ে গল্প বানায় আর তাকে নিজেদের বাপ, দাদু মনে করে, তাদের এই ব্যাপারে অবশ্যই পড়া উচিত যে তাদের বাপ, দাদু কতটা নিষ্ঠুর আর কতটা অমানবিক আর কোন ধরণের হত্যাকারী ছিল আর কী করে তারা ওই সময়েও লোকদের ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা করেছিল।

এটুকুতেও ঔরঙ্গজেব থামেনি। তার আদেশে মুঘল সর্দার জুলফিকার খান 'রায়গড়' কেল্লাতে আক্রমণ করে সম্ভাজী মহারাজের স্ত্রী রানী ইয়েসুবাই আর ওনার ৭ বছরের পুত্র 'শাহু' মহারাজকে বন্দি করে নিল। কিন্তু এই আক্রমণ থেকে ছত্রপতি সম্ভাজী মহারাজের ছোটো ভাই রাজা রাম মহারাজ বেঁচে গিয়েছিলেন।

ছত্রপতি সম্ভাজী মহারাজের মৃত্যুতে পুরো মারাঠা সাম্রাজ্যে অন্ধকার ছেয়ে গেল। একদিকে ঔরঙ্গজেবের ৯ লাখের বিশাল সেনা আর অপরদিকে দক্ষিণে মারাঠা ছিল, যাদের কাছে ২০ হাজারের সেনা ছিল। এই খারাপ পরিস্থিতিতে মারাঠা সাম্রাজ্যের দড়ি সামলাচ্ছিলেন ১৯ বছরের ছত্রপতি রাজা রাম মহারাজ, যিনি সম্ভাজী মহারাজের ছোটো ভাই ছিলেন। তখনই প্রবেশকার্য হল দুজন বীর মারাঠার, যাদের নাম ছিল সান্তাজি ঘোরপাড়েআর ধনজি যাদব যারা ছত্রপতি সম্ভাজী মহারাজের হিন্দু স্বরাজের প্রেরণা নিয়ে রাজা রাম মহারাজের ঢাল হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

ঔরঙ্গজেব পুরো হিন্দুস্থানকে নিজের দখলে নিতে চাইতো। এই জন্য সে একের পর এক শক্তিশালী সর্দারকে জমা করল আর তাদের সাথে বেরিয়ে পড়ল মারাঠাদের অস্তিত্ব শেষ করতে। ওদিকে মারাঠারাও আহত সিংহের মতো নিজেদের অশান্ত করে রেখেছিল 'নিজের রাজার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার জন্য। তখনই মারাঠাদের কাছে খবর এল ঔরঙ্গজেব লাখের সেনা নিয়ে মহারাষ্ট্রের তুলাপুর জায়গাতে ডেরা গেড়ে বসেছে। এখানেই ঔরঙ্গজেব ছত্রপতি সম্ভাজী মহারাজকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছিল। পরের দিন বীর মারাঠা যোদ্ধা সান্তাজি ঘোরপাড়ে আর কিছু সৈনিক ওনার সাথে বেরিয়ে পড়লেন। ২ হাজার মাওলে ঔরঙ্গজেবের লক্ষ সেনার আগে হিংস্র সিংহের মতো দাঁড়িয়েছিল। মারাঠাদের হঠাৎ আক্রমণে মুঘল ছাউনিতে ছোটাছুটি শুরু হয়ে গেল। মারাঠারা মুঘল ছাউনিতে ঢুকে তাণ্ডব করতেই ঔরঙ্গজেবকে নিজের প্রাণ বাঁচিয়ে পালাতে হল।

পাঠকদের দরবার

প্রসঙ্গ কাশ্মীর

কাশ্মীরে এখন নির্বাচিত সরকার। তবে কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল। সেটা কেন্দ্র এখন তুলে নেয়নি। কাশ্মীর স্বাভাবিক হলে তখন কাশ্মীরকে রাজ্য হিসাবে ঘোষণা করা হবে। তবে বিশেষ মর্যাদা ফিরে দেওয়া যাবে না। বারতের অন্য রাজ্য যে ক্ষমতা ভোগ করে ঠিক সেই একই রকম ক্ষমতা ভোগ করবে কাশ্মীরের জনগণ। তার বেশি বই কি নয়। কাশ্মীরে যখন পণ্ডিতেরা মার খেয়ে তাদের জন্মভূমি ত্যাগ করেছিল তখন তাদেরকে কেন সেখানকার জমি ঘর বাড়ি ফিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি তার জবাব কিন্তু ফারুক আব্দুল্লা দিতে পারছেন না। তারা কাশ্মীরে স্বতন্ত্র শাসন ব্যবস্থার অধিকার চায় যা ভারতের সংবিধান বিরোধী। এক সময়ে কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদী স্বাধীনতা সংগ্রামী বলে পাকিস্তানের কাছে পরিচিতি লাভ করতে শুরু করেছিল। রাষ্ট্রপুঞ্জে কাশ্মীরী বিচ্ছিন্নতাবাদীদের স্বাধীনতা সংগ্রামী বলে পাকিস্তান স্বীকৃতি দিয়েছিল। তখন ভারতের বিরোধী দলের নেতারা চুপ করে ঘরের মধ্যে লুকিয়ে ছিল। আর আজকে যখন কাশ্মীরে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের গ্রেফতার করে জেলে রেখে দেওয়া হয়েছে তখন সবাই ব্যক্তি স্বাধীনতা হনন করছে বলে চিৎকার করতে শুরু করেছে। বিচ্ছিন্নতাবাদীদের আর্থিক রোজগারের রাস্তাকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। চোরাপথ ধরে অস্ত্র নিয়ে আসার রাস্তাকে একেবারে অবরুদ্ধ। তখন সবাই বলতে শুরু করেছে কাশ্মীরকে রাজ্যের অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। ৩৭০ ধারা অবলুপ্ত করতে হবে। কিন্তু কাশ্মীর ভারতে অন্য রাজ্যের মতো ক্ষমতার অধিকারী। কাশ্মীর ভারতের একটি অঙ্গ রাজ্য। কাশ্মীর নীতি নিয়ে পরিস্কার মত প্রকাশ করে গিয়েছিলেন বিজেপি দলের প্রতিষ্ঠাতা শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়। তাঁর প্রদর্শিত কাশ্মীর নীতির পথ ধরেই মোদি এগিয়ে চলতে শুরু করেছেন। সেখানে তিনি কাউকে রেওয়াত করছেন না। কাশ্মীর রাজ্যটা কারোর ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। কারোর অধিকারে থাকবে না। কাশ্মীরকে আপাতত ভারতীয় সেনাদের নিয়ন্ত্রণে রাখা হলে সেখানকার প্রশাসন কাশ্মীর সমস্যা সমাধান করতে চেষ্টা করে থাকে। কাশ্মীরের রাজ্যপাল রয়েছেন। তাঁর হাত ধরে প্রশাসনিক কাজকর্ম হতে শুরু করেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বারবার একটি কথা বলে চলেছেন যে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারত সংগ্রাম করবে। ভারত কোনও সময়ে সন্ত্রাসবাদীদের সমর্থন করবে না। পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদের শিকার। আফগানে তালিবান সরকারকে প্রতিষ্ঠা করার মূলে ছিল পাকিস্তান। আজকে তারা সেখান থেকে বিতারিত। তালিবান জঙ্গিরা এখন পাকিস্তানের বিপদের কারণ হয়ে দেখা দিতে শুরু করেছো তালিবানদের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক ভালোর পথ ধরে এগিয়ে চলেছে তাতে গাত্র দাহ হচ্ছে পাকিস্তানের। পাকিস্তান যে ভারত বিরোধী চিন্তাকে নিয়ে তালিবানদের হাত ধরে আফগানে ফিরিয়ে নিয়ে এলো তা কিন্তু সফল হতে পারছে না। তালিবানদের ভারত বিরোধী করে তোলাই পাকিস্তানের মূল লক্ষ্য ছিল। তা কিন্তু হল না। এদিকে ইজরায়েল সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে শুরু করেছে। ইজরায়েলকে ভারত সমর্থন করতে শুরু করেছে। তারপরে গাজা যখন ইজরায়েল দখল করে নিল তখন ভারত প্যালেস্টাইন নাগরিকদের জন্য মানবিক সাহায্য দিতে শুরু করে। **-শঙ্করলাল কর্মকার।**

কলকাতা থেকে ২৬তম কেবল টিভি শো-তে, কেবল টিভি শো ২০২৫-এর চেয়ারম্যান পবন জাজোদিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অগ্নি ও জরুরি পরিষেবা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী সুজিত বোসের হাতে একটি স্মারক তুলে দিচ্ছেন।

বাংলাদেশের ঘটনায় খোয়াই সাহিত্য সংস্কৃতি সমিতির প্রতিবাদ

দেবশ্রী মজুমদার, শান্তিনিকেতন, ১৯ ডিসেম্বর ঃ বাংলাদেশে অপসংস্কৃতির প্রাদুর্ভাবে মোমবাতি মিছিলের মাধ্যমে প্রতিবাদে মুখর হলো শান্তিনিকেতনের খোয়াই সাহিত্য সংস্কৃতির সমিতি। এদিন তারা মোমবাতি মিছিলের মাধ্যমে বাংলাদেশে ঘটমান অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে গর্জে উঠলো। সমিতির পক্ষে কিশোর ভট্টাচার্য বলেন, বাংলাদেশে ছায়ানটের উপর আক্রমণ হচ্ছে, লোকনাথের মূর্তি জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সুস্থ সংস্কৃতির উপর এই অপসংস্কৃতির আক্রমণ মেনে নেওয়া যায় না। আমরা বলব ইউনুস সরকার চোখ-কান খোলা রাখুন। রবীন্দ্রনাথের উপর আক্রমণ, নজরুলের উপর আক্রমণ এবং সংস্কৃতির উপর আক্রমণ বন্ধ করুন। সেখানে সাধারণ মানুষ নির্যাতিত। ভারতবর্ষের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক নিবিড়। বাংলাদেশের রূপকার মুজিবর রহমানের সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্পর্ক ছিল নিবিড়। আজকে বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের উপর অত্যাচার হচ্ছে। ভারত বর্ষ পাশে না থাকলে বাংলাদেশ স্বাধীন হতো না। আজ অপসংস্কৃতির ধারক ও বাহকরা সে কথা ভুলে গেছে। আমরা চাই বাংলাদেশের শান্তি ও স্থিরতা ফিরে আসুক।

হিলকার্ট রোডে ফুটপাত দখলমুক্ত করার অভিযান শুরু ব্যবসায়ী সমিতির

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৯ ডিসেম্বর ঃ শিলিগুড়ির হিলকার্ট রোডে ফুটপাথ দখলমুক্ত রাখতে উদ্যোগী হল পুলিশ প্রশাসন। শুক্রবার হিলকার্ট রোড ব্যবসায়ী সমিতির সদস্যরাও পথে নেমে ফুটপাথ ব্যবসায়ীদের সচেতন করেন। কিছুদিন আগেই ট্রাফিক পুলিশের উদ্যোগে ফুটপাথে থাকা দোকান সরানো হয়। এরপর পুরনিগমের সঙ্গে বৈঠকে বসেন ব্যবসায়ীরা। আলোচনার মাধ্যমে ফুটপাথে দোকান বসানোর ক্ষেত্রে একাধিক নিয়ম নির্ধারণ করা হয়। শুক্রবার সেই নিয়ম কার্যকর করতে ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে অভিযান চালানো হয়। দোকানের সামগ্রী যারা ফুটপাথের বাইরে রেখেছিলেন, তাদের দোকানের ভেতরে রাখতে বলা হয়। ব্যবসায়ী সমিতির সদস্যরা জানান, এই সচেতনতামূলক অভিযান ধারাবাহিকভাবে চলবে। সতর্কবার্তা দেওয়ার পরও কেউ নিয়ম না মানলে পুলিশ প্রশাসন আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে পারে বলে জানানো হয়েছে।

হোটেল ভাড়া নিয়ে নৈরাজ্য ঠেকাতে কড়া নির্দেশ প্রশাসনকে

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর ঃ আসন্ন বড়দিন ও ইংরেজি নববর্ষ কে কেন্দ্র করে পূর্ব মেদিনীপুরের জনপ্রিয় সৈকত শহর দীঘা এবং মন্দারমনিতে পর্যটকদের হয়রানি, হোটেল ভাড়া নিয়ে নৈরাজ্য ঠেকাতে পর্যটন দপ্তর জেলা প্রশাসনকে সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছে। দীঘা ও মন্দারমনির সব হোটেল, লজে ঘরের ভাড়ার তালিকা প্রকাশ্যে টাঙাতে বলা হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে ভাড়া নিয়ে প্রতারণার কোনো প্রমাণ মিললে তৎক্ষণাৎ সংশ্লিষ্ট হোটেল বা লজের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিতে বলে পর্যটন দপ্তর নির্দেশ দিয়েছে। পর্যটকদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা ও অভিযোগ জানানোর জন্য নজরদারি, জন অভিযোগ কেন্দ্র, ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ছাড়াও উপকূলবর্তী এলাকায় পরিবেশ ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিধি মানা হচ্ছে কিনা প্রশাসনকে সেটাও কঠোরভাবে দেখতে বলা হয়েছে বলে দপ্তর সূত্রে জানা গেছে।

অনুব্রত-পার্থ-জ্যোতিপ্রিয়কে 'শ্রমিক' বলে বর্ধমানে কটাক্ষঃ মেসি কান্ড নিয়েও রাজ্যকে তোপ মিনাক্ষীর

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৯ ডিসেম্বর ঃ শুক্রবার বর্ধমানের দেওয়ান দিঘী এলাকায় এক রাজনৈতিক সভা থেকে রাজ্য সরকার ও শাসকদলের শীর্ষ নেতাদের বিরুদ্ধে তীব্র কটাক্ষ করলেন সিপিআইএম নেত্রী মিনাক্ষী মুখার্জি। সভা মঞ্চ থেকে তিনি অনুব্রত মণ্ডল, পার্থ চ্যাটার্জি ও জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে 'শ্রমিক' বলে ব্যঙ্গ করেন। মিনাক্ষী মুখার্জি বলেন, রাজ্য সরকার দাবি করেছে ৩১ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিককে ৫ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে সেই টাকা কেউ পায়নি। এই প্রসঙ্গ টেনেই তিনি কটাক্ষ করে বলেন, যদি এরাই টাকা পেয়ে থাকেন, তা হলে অনুব্রত মণ্ডল, পার্থ চ্যাটার্জি ও জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককেই বোধহয় রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিক! এদিন সভা থেকে মেসি কাণ্ড নিয়েও কড়া ভাষায় আক্রমণ শানান তিনি। মিনাক্ষী বলেন, ভালো সিনেমা এলে যারা চোর, তারা ব্ল্যাক করে টিকিট বিক্রি করে। ভালো খেলোয়াড় এলেও তৃণমূল ছাড়ছে না। এখানে ব্ল্যাকে টিকিট বিক্রি হয়েছে, ২০ টাকার জলের বোতল ২০০ টাকায় বিক্রি হয়েছে। পাশাপাশি প্রশ্ন তোলেন, এই লুটের টাকা কবে ফেরত দেওয়া হবে, সেটা আগে বলা হোক। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মুম্বই ও দিল্লিতে মেসির অনুষ্ঠান হলেও বাংলা কেন তা পারল না-এই প্রসঙ্গে মিনাক্ষী মুখার্জি বলেন, বাংলা পারতে চায় না। বাংলায় ডিয়ার লটারি চালু করা হবে, মদের দোকান খুলতে চায়- সেগুলো ভালোভাবেই পারে। কিন্তু খেলাধুলা বা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে রাজ্যের কোনও আগ্রহ নেই। সভা জুড়ে রাজ্য সরকারের নীতি ও শাসক দলের ভূমিকার বিরুদ্ধে একাধিক ইস্যুতে তীব্র সমালোচনা করেন মিনাক্ষী মুখার্জি।

কান্ট্রি ক্লাব কৌশলগত জোট, আগ্রাসী সম্প্রসারণ ও ডিজিটাল বিপ্লবের ঘোষণা দিল

কলকাতা ১৯ ডিসেম্বর ঃ কান্ট্রি ক্লাব হসপিটালিটি অ্যান্ড হলিডেজ লিমিটেড, ভারতের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় লাইফস্টাইল ও অবসর বিনোদন ক্লাব ব্র্যান্ড, আজ একাধিক কৌশলগত উদ্যোগের ঘোষণা করেছে যা ক্লাবটিকে প্রবৃদ্ধির নতুন পর্যায়ে নিয়ে যাবে। প্রবৃদ্ধি কৌশলের অংশ হিসেবে, কান্ট্রি ক্লাব তার বাজার উপস্থিতি আরও জোরদার করতে এবং ফ্র্যাঞ্চাইজি মডেলের মাধ্যমে দেশজুড়ে নিজেদের পরিধি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে একাধিক কৌশলগত জোট গঠন করছে। কান্ট্রি ক্লাব হসপিটালিটি অ্যান্ড হলিডেজ ৩১ ডিসেম্বর তাদের উচ্চ-শক্তির নববর্ষ উদ্‌যাপন 'ওয়ার অফ ডিজে-স' এর মাধ্যমে নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত। এই বিশেষ অনুষ্ঠানটি ভারতের বিভিন্ন প্রধান শহরে অবস্থিত কান্ট্রি ক্লাবের একাধিক ক্লাবে একসঙ্গে আয়োজিত হবে। এই বৃহৎ আয়োজন কান্ট্রি ক্লাব হসপিটালিটি অ্যান্ড হলিডেজের প্রিমিয়াম লাইফ স্টাইল ও বিনোদন অভিজ্ঞতা প্রদানের প্রতিশ্রুতিকে আরও সুদৃঢ় করে, যা তাদের বিস্তৃত ক্লাব নেটওয়ার্ক জুড়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

আরারিয়া-ঠাকুরগঞ্জ সেকশনে সুগম ও অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন বৈদ্যুতিক ট্রেন চলাচলের জন্য ১৩২ কেভি ট্রান্সমিশন লাইন চালু উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের

মালিগাঁও, ১৯ ডিসেম্বর ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে কাটিহার ডিভিশনের অধীনে আরারিয়া গ্রিড সাব-স্টেশন (জিএসএস) থেকে আরারিয়া ট্র্যাকশন সাব-স্টেশন (টিএসএস) পর্যন্ত ১৩২ কেভি ট্রান্সমিশন লাইন সফলভাবে চালু করে বিদ্যমান রেলওয়ে বৈদ্যুতিকরণ পরিকাঠামো শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক অর্জন করেছে। নতুন চালু হওয়া ট্রান্সমিশন লাইনটিতে ৫.৯ কিলোমিটার ওভারহেড লাইন রয়েছে এবং এটি ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে চালু করা হয়েছে। এই গুরুত্বপূর্ণ ট্র্যাকশন পাওয়ার সাপ্লাই পরিকাঠামোর শুরু হওয়ার ফলে বিদ্যুতের সহজলভ্যতা এবং পরিচালনগত নির্ভরযোগ্যতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে, যার ফলে সুগম ও বর্ধিত ক্ষমতার সাথে বৈদ্যুতিক ট্রেনের চলাচল সম্ভব হবে। এটি কাটিহার-যোগবানি সেকশন এবং নবনির্মিত আরারিয়া-ঠাকুরগঞ্জ লাইনের বর্তমান চাহিদার পাশাপাশি ভবিষ্যতের ট্র্যাফিক বৃদ্ধির চাহিদাও পূরণ করবে, যার ফলে উত্তর বিহারের এই অংশে বৈদ্যুতিক ট্রেন পরিষেবার বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী, সুরক্ষিত ও স্থিতিশীল পরিচালন সহজ হবে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের প্রিন্সিপাল চিফ ইলেকট্রিক্যাল

ইঞ্জিনিয়ার (পিসিইই) গত ৩০ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে কাটিহার ডিভিশনের অধীনে আরারিয়া এবং আরারিয়া কোর্ট-বিবিগঞ্জ সেকশনটি পরিদর্শন ও চালু করেন, যেখানে মোট ৬৭.১৮৬ রুট কিলোমিটার (আরকেএম) এবং ৮২.৬৯৮ ট্র্যাক কিলোমিটার (টিকেএম) অন্তর্ভুক্ত। এটি এই সেকশনে বৈদ্যুতিকরণ প্রক্রিয়ার দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। ১৩২ কেভি ট্রান্সমিশন লাইনের শুরু এবং ওভারহেড ইকুইপমেন্টে সফলভাবে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান বৈদ্যুতিক ট্র্যাকশনের জন্য বিদ্যুতের নির্ভরযোগ্যতা ও পরিকাঠামোগত মজবুতিকরণ বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ধারাবাহিক প্রচেষ্টাকেই তুলে ধরে। এই উন্নয়নটি আস-পাশের সেকশনগুলিতে সম্প্রতি সম্পন্ন হওয়া বৈদ্যুতিকরণ কাজের পরিপূরক, যার ফলে এই অঞ্চলে নিরবচ্ছিন্ন বৈদ্যুতিক ট্রেন চলাচল এবং উন্নত যোগাযোগের পথ প্রশস্ত হয়েছে। এটি ২০৩০-এর মধ্যে নেট জিরো কার্বন নির্গমন অর্জনের ভারতীয় রেলওয়ের লক্ষ্যের সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা আধুনিক, শক্তি-সাশ্রয়ী এবং পরিবেশ-বান্ধব রেল পরিবহনের প্রতি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অঙ্গীকারকে পুনঃনিশ্চিত করে।

বিজ্ঞপ্তি

মাননীয় দেওয়ানী আদালত বরিষ্ঠ কক্ষ, জলপাইগুড়ি।
টাইটেল স্যুট নং ২০৩ । ২০২৫
শ্রী প্রিয়ব্রত ঘোষ......বাদী।
-বনাম-
শ্রী কৃষ্ণ দেবনাথ এবং অন্যান্য.........বিবাদীগণ।
বিজ্ঞপ্তি

প্রতি,
শ্রী সুজন কর্মকার, পিতা শ্রী রামপ্রসাদ কর্মকার, খালপাড়া, শিলিগুড়ি, পোঃ শিলিগুড়ি বাজার, থানা - শিলিগুড়ি, জেলা - দার্জিলিং, পিন - ৭৩৪০০১, আপনাকে জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত নং মোকদ্দমার বাদী, শ্রী প্রিয়ব্রত ঘোষ, পিতা মৃত তেজেশ চন্দ্র ঘোষ, সাকিন এফ-১-১২১-২, কমলগাজি মোহন গার্ডেন ব্রজরাজ, পোঃ+থানা - নরেন্দ্রপুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭১২২৩৩। আপনার বিরুদ্ধে অত্র আদালতে নিম্ন তপশিল বর্ণিত সম্পত্তি লইয়া উক্ত নং মোকদ্দমা দাখিল করিয়াছেন। আপনার কাছে মোকদ্দমার সমন নোটিশ বারংবার আদালত যোগে এবং ডাক বিভাগ মাধ্যমে দেওয়া স্বত্ত্বেও আপনি মোকদ্দমার সমন নিতে বিরত থাকিতেছেন তথা আদালতে হাজির না হওয়ায় অত্র মাননীয়া আদালত মোকদ্দমার বিষয়ে সংবাদপত্র পত্রিকায় প্রকাশ করিবার আদেশ দেন।
আপনাকে আরও জানানো যাইতেছে যে, এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর আপনি ৩০.০১.২০২৬ তারিখে সকাল ১০.৩০ মিনিট মধ্যে স্বয়ং অথবা আপনার নিযুক্তীয় উকিলবাবু মাধ্যমে অত্র আদালতে হাজির থাকিয়া আপনার বক্তব্য জানাইবেন। অন্যথায় আপনার বিরুদ্ধে এক-তরফা শুনানী হইবে।

[A] SCHEDULE PROPERTY ABOVE REFERRED TO

District Jalpaiguri, Mouza - Balaigach, P.S. Bhaktinagar, Majhiyali Gram Panchayet, J.L. No. - 20, Pargana-Baikunthapur, Sheet No. 2, West Bengal.
All that piece and parcel of Agricultural land measuring more or less 67 [Sixty Seven] Decimals lying and situated at Mouza Balaigach, R.S. Plot Nos. 824 and 826 recorded in Khatian No. 57/1, Sheet No. 2. All that piece and parcel of land measuring 10.23 acres is being recorded as follows:- R.S. Plot No. 795, L.R. Plot No. 1134 area in acres-0.95, R.S. Plot no. 796, L.R. Plot No. 1178 area in acres 0.14, R.S. Plot No. 797 L.R. Plot No. 1179 area in acres 0.19, R.S. Plot No. 799 L.R. Plot No. 1176 area in acres 0.48, R.S. Plot No. 800 L.R. Plot No. 1136 area in acres 0.83, R.S. Plot No. 800/1228 L.R. Plot No. 1165, 1171 and 1172 area in acres 1.42, R.S. Plot No. 800/1229 L.R. Plot No. 1191, area in acres-0.45, R.S. Plot No. 825 L.R. Plot No. 1194 area in acres 0.17, R.S. Plot No. 823 L.R. Plot No. 1188 area in acres 1.42, R.S. Plot Nos. 822, 827 and 828 L.R. Plot No. 1183, 1184 and 1185 area in acres-1.42 and R.S. Plot No. 821 L.R. Plot No. 1182 area in acres 0.32; Total 10.23. The aforesaid land is being recorded in R.S. Khatian No. 57/1 and 57/2.
All that piece and parcel of land measuring 1023 acre is being recorded as follows:- R.S. Plot No. 800 area in land in acres 2.40, R.S. Plot No. 805 area in land in acres 0.09, R.S. Plot No. 806 area in land in acres 0.11, R.S. Plot No. 807 area in land in acres 0.22 acres, R.S. Plot No. 808 area in land in acres 0.29 acres, R.S. Plot No. 809 area in land in acres 0.34 acres, R.S. Plot No. 810 area in land in acres 0.15 acres, R.S. Plot No. 811 area in land in acres 0.24 acres, R.S. Plot No. 812 area in land in acres 0.13 acres, R.S. Plot No. 814 area in land in acres 0.15 acres, R.S. Plot No. 816 area in land in acres 0.56 acres, R.S. Plot No. 817 area in land in acres 0.50 acres, R.S. Plot No. 826 area in land in acres 1.15 acres, R.S. Plot No. 798 area in land in acres 2.39 acres, R.S. Plot No. 819 area in land in acres 0.06 acres, R.S. Plot No. 824/1229 area in land in acres 0.45 acres; The aforesaid land is being recorded in R.S. Khatian No 57, 57/1 and 57/2.

[B] SCHEDULE GENERAL POWNER OF ATTORNEY

General power of atorney executed by plaintiff in favour of Principal Defendant No. 1 namely, KRISHNA DEBNATH and the Principal Defendant No. 2 namely, BAPI BHOWMICK, vide Deed No. 6525 for the year 2015, which deed has been registered on 01/12/2015 at the Ofice of A.R.A. - III, Kolkata in respect of the property i.e. "ALL THAT piece and parcel of Agricultural land measuring more or less 67 [Sixty Seven) Decimals lying and situated at Mouza - Balaigach, R.S. Plot Nos. 824 and 826 recorded in Khatian No. 57/1, J.L. No. 20, Sheet No. 2, Police Station - Bhaktinagar, District - Jalpaiguri, Pin-734007. Under the limit of Majhiyali Gram Panchayet.

[C] SCHEDULE GENERAL POWNER OF ATTORNEY

General power of atorney executed by plaintiff in favour of Principal Defendant no. 3 namely, SUKHADEV NIVRUTTI JADHAV, vide Deed no. 3803 for the year 2016, which deed has been registered on 23/6/2016 at the Ofice of A.R.A III, Kolkata in respect of the property i.e. ALL THAT piece and parcel of land measuring 10.23 acres is being recorded as follows: R.S. Plot No. 795, L.R. Plot No. 1134 area in acres 0.95, R.S. Plot No. 796 area L.R. Plot No. 1178 area in acres 0.14, R.S. Plot No. 797 area L.R. Plot No. 1179 area in acres 0.19, R.S. Plot No. 799 area L.R. Plot No. 1176 area in acres 0.48, R.S. Plot No. 800 area L.R. Plot No. 1136 area in acres 0.83, R.S. Plot No. 800/1228 L.R. Plot No. 1172 area in acres 1.42, R.S. Plot No. 800/1229 L.R. Plot No. 1191 area in acres 0.45, R.S. Plot No. 825 L.R. Plot No. 1194 area in acres 0.17, R.S. Plot No. 822, 827 and 828 L.R. Plot No. 1183, 1184 and 1185 area in acres 3.86, R.S. Plot No. 823 L.R. Plot No. 1188 area in acres 1.42 acres and R.S. PLOT No. 821 L.R. Plot No. 1182 area in acres 0.32; total 10.23 acres. The aforesaid land is being recorded in R.S. Khatian No. 57/1 and 57/2, situated within Mouza Balaigachh, comprising in Sheed No. 2 (Two), Pargana - Baikunthapur, J.L. No. 20, within the jurisdiction of P.S. Bhaktinagar, within the limits of Majhiyali Gram Panchayet Area, Additional District Sub-Registry Ofice Bhaktinagar, Block -Rajganj, District-Jalpaiguri, in the State of West Bengal.

[D] SCHEDULE GENERAL POWNER OF ATTORNEY

General power of atorney executed by plaintiff in favour of Principal Defendant no. 3 namely, SUKHADEV NIVRUTTI JADHAV, vide Deed No. 3804 for the year 2016, which deed has been registered on 23/6/2016 at the Ofice of A.R.A III, Kolkata in respect of the property i.e. ALL THAT piece and parcel of land measuring 10.23 acres is being recorded as follows: R.S. Plot No. 800 area in land in acres-2.40 is being recorded as follows:- R.S. Plot No. 805 area in land in acres 0.09 acres, R.S. Plot No. 806 land in acres 0.11, R.S. Plot No. 807 area in acres 0.22. R.S. Plot No. 808 area in acres 0.29, R.S. Plot No. 809 area in acres 0.34, R.S. Plot No. 810 area in acres 0.15, R.S. Plot No. 811 area in acres 0.24, R.S. Plot No. 812 area in acres 0.13, R.S. Plot No. 814 area in acres 0.15, R.S. Plot No. 816 area in acres 0.56, R.S. Plot No. 817 area in acres 0.50, R.S. Plot No. 826 area in acres 1.15, R.S. Plot No. 798 area in acres 2.39 R.S. Plot No. 819 area in acres 0.06, R.S. Plot No. 824/1229 area in acres 0.45. The aforesaid land is being recorded in R.S. Khatian No. 57, 57/1 and 57/2; situated within Mouza Balaigachh comprised in Sheet No. 2 [Two], Pargana Baikunthapur, J.L. No. 20 within jurisdiction of P.S. Bhaktinagar within the limits of Majhiyali Gram Panchayet Area, Additional District Sub Registry Ofice - Bhaktinagar, Block - Rajganj, District - Jalpaiguri, in the State of West Bengal.

[E] SCHEDULE ALLEGED DEED ABOVE REFERRED TO

Deed of Sale [Conveyance] vide Deed No. 3978 for the year 2016 registered on 01/7/2016 at the Office of A.D.S.R., Bhaktinagar, Jalpaiguri executed by the Principal Defendant No. 3 Namely, SUKHADEB NIVRUTTI JADHAV on behalf of the Plaintiff as his constituted attorney in favour of the Principal Defendant No. 6 namely SMT. GAURI AGARWAL, which deed of registration has been recorded in Volume No. 0711 2016, Pages from 76785 to 76804, at the Ofice of A.D.S.R., Bhaktinagar, District-Jalpaiguri, West Bengal.

[F] SCHEDULE ALLEGED DEED ABOVE REFERRED TO

Deed of Sale [Conveyance] vide Deed No. 3982 for the year 2016 registered on 08/7/2016 at the Office of A.D.S.R., Bhaktinagar, Jalpaiguri executed by the Principal Defendant No. 3 Namely, SUKHADEB NIVRUTTI JADHAV on behalf of the Plaintif as his constituted atorney in favour of the Principal Defendant No. 5 namely SRI SAJJAN KUMAR AGARWAL, which deed of registration has been recorded in Volume No. 0711-2016, Pages from 76552 to 76570, at the Office of A.D.S.R., Bhaktinagar, District - Jalpaiguri, West Bengal.

[G] SCHEDULE ALLEGED DEED ABOVE REFERRED TO

Deed of Sale [Conveyance] vide Deed No. 3983 for the year 2016 registered on 08/7/2016 at the Office of A.D.S.R., Bhaktinagar, Jalpaiguri executed by the Principal Defendant No. 3 Namely, SUKHADEB NIVRUTTI JADHAV on behalf of the Plaintiff as his constituted attorney in favour of the Principal Defendant No. 4 namely SRI AMIT AGARWAL, which deed of registration has been recorded in Volume No. 0711- 2016, Pages from 76765 to 76784, at the Ofice of A.D.S.R., Bhaktinagar, District - Jalpaiguri, West Bengal.

[H] SCHEDULE ALLEGED DEED ABOVE REFERRED TO

Deed of Sale (Conveyance] vide Deed No. 3985 for the year 2016 registered on 08/7/2016 at the Ofice of A.D.S.R., Bhaktinagar, Jalpaiguri executed by the Principal Defendant No. 3 Namely, SUKHADEB NIVRUTTI JADHAV on behalf of the Plaintiff as his constituted attorney in favour of the Principal Defendant no. 4 namely SRI AMIT AGARWAL, which deed of registration has been recorded in Volume No. 0711-2016, Pages from 76496 to 76514, at the Ofice of A.D.S.R., Bhaktinagar, District - Jalpaiguri, West Bengal.

[I] SCHEDULE ALLEGED DEED ABOVE REFERRED TO

Deed of Sale [Conveyance] vide Deed No. 4146 for the year 2016 registered on 13/7/2016 at the Office of A.D.S.R., Bhaktinagar, Jalpaiguri executed by the Principal Defendant No. 3 Namely, SUKHADEB NIVRUTTI JADHAV on behalf of the Plaintiff as his constituted atorney in favour of the Principal Defendant no. 5 namely SRI SAJJAN KUMAR AGARWAL, which deed of registration has been recorded in Volume No. 0711-2016, Pages from 79007 to 79026, at the Ofice of A.D.S.R., Bhaktinagar, District - Jalpaiguri, West Bengal.

[J] SCHEDULE ALLEGED DEED ABOVE REFERRED TO

Deed of Sale [Conveyance] vide Deed No. 2044 for the year 2016 registered on 05/10/2016 at the Ofice of A.D.S.R., Bhaktinagar, Jalpaiguri executed by the Principal Defendant No. 1 and 2 namely, KRISHNA DEBNATH and BAPI BHOWMICK on behalf of the Plaintiff as his constituted attorney in favour of the Principal Defendant no. 7 namely SRI MUKUND JINDAL, which deed of registration has been recorded in Volume No. 0711-2016, Pages from 35111 to 35131, at the Ofice of A.D.S.R., Bhaktinagar, District - Jalpaiguri, West Bengal.

[K] SCHEDULE ALLEGED DEED ABOVE REFERRED TO

Deed of Sale [Conveyance] vide Deed No. 1529 for the year 2022 registered on 29/7/2022 at the Ofice of A.D.S.R., Bhaktinagar, Jalpaiguri executed by the Principal Defendant No. 3 namely, SUKHADEV NIVRUTTI JADHAV on behalf of the Plaintiff as his constituted attorney in favour of the Principal Defendant no. 8 namely SINGLA HIGHRISE BUILDER LLP. A Limited Liability Partnership Firm, Ofice at Paramount Hospital, Mangal Pandey Road, P.O. and P.S. - Siliguri, District - Darjeeling, West Bengal, Pin-734005. Represented by its Director SRI NAITIK SINGLA, Son of Sri Naresh Kumar Singla, residing at M. P. Road, Khalpara, Siliguri, P.O. and P.S. - Siliguri, District - Dajreeling, West Bengal, Pin-734005 which deed of registration has been recorded in Volume No. 0705 2022, Pages from 35589 to 35614, at the Office of A.D.S.R., Rajganj, District - Jalpaiguri, West Bengal.

[L] SCHEDULE DEED FOR REVOCATION OF POWER OF ATTORNEY VIDE DEED NO, 6525 FOR THE YEAR 2015

The Deed of Revocation of power of Attorney executed by the Plaintiff vide Deed No. 545 for the year 2022 registered on 07/7/2022 at the Office of A.R.A. - III, Kolkata, recorded in Book No. IV, VOLUME No. 19032022, Pages from 22454 to 22464. The revocation has been made in respect of General Power of Attorney vide Deed No. 6525 for the year 2015.

[M] SCHEDULE DEED FOR REVOCATION OF POWER OF ATTORNEY VIDE DEED NO. 3803 FOR THE YEAR 2016

The Deed of Revocation of power of Atorney executed by the Plaintiff vide Deed No. 546 for the year 2022 registered on 07/7/2022 at the Ofice of A.R.A. - III, Kolkata, recorded in Book No. IV, VOLUME No. 1903-2022, Pages from 22465 to 22475. The revocation has been made in respect of General Power of Attorney vide Deed No. 3803 for the year 2016.

[N] SCHEDULE DEED FOR REVOCATION OF POWER OF ATTORNEY VIDE DEED NO. 3804 FOR THE YEAR 2016

The Deed of Revocation of power of Atorney executed by the Plaintiff vide Deed No. 547 for the year 2022 registered on 07/7/2022 at the Ofice of A.R.A. - III, Kolkata, recorded in Book No. IV. VOLUME No. 1903 - 2022, Pages from 22476 to 22486. The revocation has been made in respect of General Power of Attorney vide Deed No. 3804 for the year 2016.

[O] SCHEDULE ALLEGED DEED ABOVE REFERRED TO

Deed of Conveyance being 1602 for the year 2022 registered at the Office of A.D.S.R. Rajganj, on 22/8/2022, which has been executed by the Defendant No. 7 namely, SRI MUKUND JINDAL in favour of the purchasers namely, SMT, RATNA NANDY DAS, Wife of Sri Tapan Nandi, Daughter of Biswanath Das, resident of Vivekananda Colony, Sikharpur, P.O. - Prasanannanagar, P.S. - Rajganj, District - Jalpaiguri, Pin - 735133; JAMIR HOSSAIN Son of Ramajid Ali, residing at Payachari, VTC Panikauri, P.O. Payachari, P.S. - Rajganj, District - Jalpaiguri, Pin-735135; MOHAMMAD ASHIRUL, Son of Nabjal Mahammad, residing at Motagachh, P.O. - Manuaganj, P.S. - Rajganj, District - Jalpaiguri, Pin - 735135, TARUN ROY, Son of Pahar Roy, residing at Balaigachh, P.O. Manuaganj, P.S. - Rajganj, District - Jalpaiguri, Pin - 735135; SANJOY ROY, Son of Ramesh Roy, residing at Dadhi Gachh, Manuaganj, P.O. Manuaganj, P.S. - Rajganj, District - Jalpaiguri, Pin-735135; AJOY ROY, Son of Bhuluya Roy, residing at Dadhi Gachh, Manuaganj, P.O. - Manuaganj, P.S. - Rajganj, District - Jalpaiguri, Pin - 735135; which Deed of registration has been recorded in Book No. I, Volume No. 0705-2022, Pages from 37142 to 37161, at the Office of A.D.S.R., Rajganj, District - Jalpaiguri, West Bengal.

[P] SCHEDULE ALLEGED DEED ABOVE REFERRED TO

Deed of Conveyance being 1804 for the year 2022 registered at the Office of A.D.S.R. Rajganj, on 21/9/2022, which has been executed by SMT, RATNA DAS alias RATNA NANDY DAS, Wife of Sri Tapan Nandi, Daughter of Biswanath Das, resident of Vivekananda Colony, Sikharpur, P.O. Prasanannanagar, P.S. - Rajganj, District - Jalpaiguri, Pin - 735133; **JAMIR HOSSAIN** Son of Ramajid Ali, residing at Payachari, VTC Panikauri, P.O. - Payachari, P.S. - Rajganj, District - Jalpaiguri, Pin - 735135; **MOHAMMAD ASHIRUL**, Son of Nabjal Mahammad, residing at Motagachh, P.O. - Manuaganj, P.S. - Rajganj, District - Jalpaiguri, Pin - 735135, **TARUN ROY**, Son of Pahar Roy, residing at Balaigachh, P.O. - Manuaganj, P.S. - Rajganj, District - Jalpaiguri, Pin - 735135; SANJOY ROY, Son of Ramesh Roy, residing at Dadhi Gachh, Manuaganj, P.O. - Manuaganj, P.S. - Rajganj, District - Jalpaiguri, Pin - 735135; **AJOY ROY**, Son of Bhuluya Roy, residing at Dadhi Gachh, Manuaganj, P.O. - Manuaganj, P.S. - Rajganj, District - Jalpaiguri, Pin - 735135; in favour of purchasers namely, **NAJIMUL HOSEN** Son of Bakul Hosen, residing at Boxiganj, Chotohaldibari, P.O. and P.S. - Haldibari, District - Coochbehar, Pin - 735122, **SAHER ANCHARI**, Son of Jamir Hossain, residing at Payachari, VTC Panikauri, P.O. - Payachari, P.S. - Rajganj, District - Jalpaiguri, Pin - 735135; **RAKESH MD.**, Son of Israil Md. residing at Motagachh, Majhiali, Manuaganj, P.O. - Manuaganj, P.S. - Rajganj, District - Jalpaiguri, Pin - 735135; which Deed of registration has been recorded in Book No. 1, Volume No. 0705-2022, Pages from 41658 at the office of A.D.S.R., Rajganj, District - Jalpaiguri, West Bengal.

[Q] SCHEDULE ALLEGED DEED ABOVE REFERRED TO

Deed of Saf Kobala Dolil being 2420 for the year 2022 registered at the Ofice of D.S.R. Rajganj, on 23/8/2022, which has been executed by the Defendant no. 7 namely, SRI MUKUND JINDAL in favour of purchaser namely, NAJIMUL HOSEN Son of Bakul Hosen, residing at Boxiganj, Chotohaldibari, P.O. and P.S. - Haldibari, District - Coochbehar, Pin - 735122; which Deed of registration has been recorded in Book No. 1, Volume No. 0702 - 2022, Pages from 50779 to 50794, at the Office of D.S.R., Jalpaiguri, District - Jalpaiguri, West Bengal.

অদ্য ইং ২৪.০৬.২০২৫ তারিখে আদালতের সীল- মোহর যুক্ত মতে দেওয়া গেল।

আদেশানুসারে,
জয়ন্ত ধর
সেরিস্তাদার
সিভিল জজ সিনিয়র ডিভিশন, জলপাইগুড়ি

কোচবিহারে রাজ্য সড়কে ভয়াবহ দুর্ঘটনা, দু'টি ট্রাকের সংঘর্ষে মৃত ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার, ১৯ ডিসেম্বর ঃ মর্মান্তিক দুর্ঘটনা উত্তরবঙ্গে। কোচবিহারের মাথাভাঙায় দু'টি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ। ঘটনায় মৃত ২। আরও দু'জন গুরুতর আহত হয়ে মাথাভাঙা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃতদের নাম ফিরদৌস হক। বয়স ১৭ বছর। আমির হোসেন বয়স ১৯ বছর। তাঁরা দু'টি গাড়ির খালাসি হিসাবে ছিলেন। আহত দু'জন দুটি গাড়ির চালক। তাঁরা গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার সকালে কোচবিহারে ১৬ নম্বর রাজ্য সড়কে অশোকবাড়ি এলাকায়, দু'টি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ বাঁধে। ঘটনায় দুমড়ে-মুচড়ে যায় গাড়ি দু'টি। বিকট শব্দ শুনে ছুটে আসেন স্থানীয়রা। দু'টি ট্রাক থেকে মোট চারজনকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে দু'জনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। দেহ দু'টি ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। আমির হোসেনের এক আত্মীয় বলেন, প্রথমে আমিরের বাবার কাছে ফোন যায়। তারপর আমরা জানতে পেরে ছুটে আসি। এসে দেখি সব শেষ। মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় প্রাণ গিয়েছে দু'জনের। কী কারণে দুর্ঘটনা তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান, ঘন কুয়াশার জেরে দৃশ্যমানতা কমে গিয়েছিল। তার জেরেই দুর্ঘটনা ঘটেছে। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। তদন্তে পুলিশ।

SRIRAMPUR GRAM PANCHAYAT
SRIRAMPUR, PURBA BARDHAMAN

1. Tender notice No:- **395/SGP/15Th.CFC/UNTIED/2025-26 Dt:12.11.2025 & 396/SGP/15Th. CFC/TIED/2025-26 Dt:12.11.2025.** Last Date of Bid Submission as on **24/12/25 upto 5 PM.**

Sd/- Prodhan
Srirampur Gram Panchayat

আমমোক্তারনামা

আভা সিংহ রায়, স্বামী- স্বপন সিংহ রায়, সাং- রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলা, পোঃ- ও থানা-রঘুনাথগঞ্জ, জেলা- মুর্শিদাবাদ, জঙ্গীপুর A.D.S.R. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত গত ইং ০৬।১১।২০২৫ তারিখে Book-I, 18022 নং **আমমোক্তার দলিল মূলে সুতপা সিংহ রায়, স্বামী- সুমন সিংহ রায়,** আমাকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন।
উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী রঘুনাথগঞ্জ থানার **৯৫ নং বাসুদেবপুর মৌজাস্থিত আর. এস. ৪৮০, ৫৪১, এল. আর, ৬৯১, ৮০৬ নং দাগের এল. আর. ৬৭৭০ নং খতিয়ানের মোট ১৫.৪৯ শতক সম্পত্তি** হইতেছে।
উক্ত সম্পত্তি রেকর্ড হলে বা কোন Dispute থাকলে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হওয়ার পরবর্তীতে ৩০ দিনের মধ্যে B.L. & L.R.O. RAGHUNATHGANJ-I অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

SBI এসবিআই এমএসএমই সেন্টার, বিধান নগর (১৫৭৪৫)
জোনাল অফিস বিল্ডিং (৪র্থ তল), ১/১৬ ভি.আই.পি রোড, কলকাতা-৭০০০৫৪, ইমেলঃ sbi.15745@sbi.co.in
পরিশিষ্ট ৪ [বিধি ৮(১)] দখল পুনরুদ্ধার বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

A/C No. 41098198127 (CC)

যেহেতু
আমি, নিম্নস্বাক্ষরকারী, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, বিধাননগর এসএমইসি-এর অনুমোদিত আধিকারিক, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ সালের ৩ নং আইন) এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর বিধি ৩ সহ পঠিত ধারা ১৩(১২) দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, ঋণগ্রহীতা/জামিনদার **অ্যাসপিরেশনস ইভেন্টস অ্যান্ড অ্যাক্টিভেশন প্রাইভেট লিমিটেড, পরিচালকগণঃ ১. দীপ চক্রবর্তী, এবং ২. শফিউল হক, ২য় তল, প্রাঙ্গণ নং ১৯৭, রাজডাঙ্গা মেন রোড, ব্লক ইসি ১০১, কলকাতা ৭০০১০৭, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, মোবাইল-৮২৪০০০০৯৫৪১, ইমেল aspirations.business@gmail.com ও business2canvas@gmail.com**-কে **০৯.১০.২০২৫ তারিখের একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ অর্থাৎ ০৯.১০.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত ২৬,০৮,৪০৯.০০ টাকা (ছাব্বিশ লক্ষ আট হাজার চারশো নয় টাকা মাত্র)** এবং তার সাথে হালনাগাদ সুদ ও আনুষঙ্গিক খরচ ও ব্যয়সমূহ উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলাম
যেহেতু ঋণগ্রহীতা/জামিনদার উক্ত অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই এতদ্বারা বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/জামিনদারকে এবং সর্বসাধারণকে জানানো হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ধারা ১৩(৪) এবং উক্ত বিধিমালার বিধি ৮ দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে এই ২৫ সালের ১৮ই ডিসেম্বর তারিখে নিচে বর্ণিত সম্পত্তিটির দখল গ্রহণ করেছেন।
এতদ্বারা বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/জামিনদারকে এবং সর্বসাধারণকে সতর্ক করা হচ্ছে যে, নিচে উল্লিখিত সম্পত্তিটি নিয়ে কোনো প্রকার লেনদেন করবেন না এবং সম্পত্তির সাথে যেকোনো লেনদেনে **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার চার্জের অধীন হবে, যার পরিমাণ ০৯.১০.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত ২৬,০৮,৪০৯.০০ টাকা (ছাব্বিশ লক্ষ আট হাজার চারশো নয় টাকা মাত্র)** এবং তার সাথে অতিরিক্ত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় ও চার্জ প্রযোজ্য হবে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানানো হচ্ছে যে, সুরক্ষিত সম্পদ পুনরুদ্ধার করার জন্য উপলব্ধ সময় সম্পর্কে আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮)-এর বিধানগুলো লক্ষ্য করুন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

দলিল নং আই-৪৫২, তারিখ ২৭.০৪.২০০৫
আধাটা মৌজা, পরগনা - উখড়া, জে.এল. নং ২০, রে.সা. নং ৯১, তৌজি নং ১৩-এর অধীন আর.এস. খতিয়ান নং ৬৫৯, এল.আর. খতিয়ান নং ১৩৬১, যা এলআর খতিয়ান নং ১৩৭৩-এর সমতুল্য, থানা আমডাঙ্গা, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, আধাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমানার মধ্যে অবস্থিত, এ.ডি.এস.আর.ও. আমডাঙ্গা-এর অধীনস্থ, এল.আর. দাগ নং ৩৯০২-এর অন্তর্ভুক্ত ১৩.৭৫ ডেসিমেল পরিমাপের (কিছুটা কম বা বেশি হতে পারে) সম্পূর্ণ জমি এবং তার উপর নির্মিত কাঠামোসহ।
সম্পত্তিটি আমানা বিবির নামে নথিভুক্ত।
চৌহদ্দিঃ- **উত্তরেঃ** ১৬ ফুট চওড়া রাস্তা, **দক্ষিণেঃ** নজির আলীর কৃষি জমি, **পূর্বেঃ** অন্বর আলীর কৃষি জমি, **পশ্চিমেঃ** নিজের সম্পত্তি।

তারিখঃ ১৮.১২.২০২৫
স্থানঃ কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (E)/Ltg./Z-IV, KMC** invites e-tender online, two part Bid system for the following works :-

1. NIT NO. : KMC/LTG/Z-IV/160/81/14/25-26 Name of work : **Improvement of street lighting arrangement 22/1 Sahapur Colony 20/5/A Sahapur Colony back side lane Br-X, Ward-81 in KMC.** Estimated Amount : **Rs.2,49,232.99.** Earnest Money : **Rs.5,000.00.** Period of Completion : **20 Days.**

2. NIT NO. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/160/81/5/25-26 Name of work : **Development of street light (99E, BL-F New Alipore Ward-81 in KMC.** Estimated Amount : **Rs.4,99,698.29.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.** Period of Completion : **20 Days.**

3. NIT NO. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/160/81/45/25-26 Name of work : **Installation of street light near 18, 18A, 16, 50 Nikashipara Ward No.81 in KMC, Br-X.** Estimated Amount : **Rs.3,99,583.49.** Earnest Money : **Rs.8,000.00.** Period of Completion : **20 Days.**

4. NIT NO. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/149/91/169/25-26 Name of work : **Improvement of lighting system with pole, LED fittings, Mini Mast near 119/14A, 119/25/1, 117/A/18, 117A/75 Kamala Park in Ward No.91, Br-X. 149/169.** Estimated Amount : **Rs.2,34,999.73.** Earnest Money : **Rs.4,700.00.** Period of Completion : **10 Days.**

5. NIT NO. : KMC/LTG/Z-IV/149/92/220/25-26 Name of work : **Improvement of street lighting arrangment with pole and street light around water bodies at Sahid Nagar in Ward No.92, Br-X. 149/220.** Estimated Amount : **Rs.2,19,998.20.** Earnest Money : **Rs.4,400.00.** Period of Completion : **10 Days.**

6. NIT NO. : KMC/LTG/Z-IV/149/92/219/25-26 Name of work : **Improvement of street light with LED fittings at Jheel Road in Ward No.92, Br-X. 149/219.** Estimated Amount : **Rs.2,99,999.29.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **10 Days.**

7. NIT NO. : KMC/LTG/Z-IV/149/92/212/25-26 Name of work : **Installation of LED street lights at Naskar Para Lane, Bapuji Colony in Ward No.92, Br-X. 149/212.** Estimated Amount : **Rs.1,94,999.69.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.** Period of Completion : **10 Days.**

8. NIT NO. : KMC/LTG/Z-IV/149/92/221/25-26 Name of work : **Development of street lighting at Jheel Road in Ward No.92, Br-X. 149/221.** Estimated Amount : **Rs.2,19,998.20.** Earnest Money : **Rs.4,400.00.** Period of Completion : **10 Days.**

9. NIT NO. : KMC/LTG/Z-IV/160/93/251/25-26 Name of work : **Improvement of lighting arrangement by LED lights at Prince Anwar Shah Road in Ward No-93, Br-X. 160/251.** Estimated Amount : **Rs.2,99,999.29.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **10 Days.**

10. NIT NO. : KMC/LTG/Z-IV/160/93/230/25-26 Name of work : **Installation of street light at Jodhpur Garden in Ward No.93, Br-X. 160/230.** Estimated Amount : **Rs.1,99,998.18.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.** Period of Completion : **10 Days.**

11. NIT NO. : KMC/LTG/Z-IV/160/93/264/25-26 Name of work : **Improvement of lighting arrangement by LED lights at North Road and surrunding areas in Ward No-93, Br-X. 160/264.** Estimated Amount : **Rs.2,99,999.29.** Earnest Money : **Rs. 6,000.00.** Period of Completion : **10 Days.**

12. NIT NO. : KMC/LTG/Z-IV/160/93/231/25-26 Name of work : **Improvement of street lighting at Jodhpur Garden in Ward No.93, Br-X. 160/231.** Estimated Amount : **Rs.1,99,998.18.** Earnest Money : **Rs. 4,000.00.** Period of Completion : **10 Days.**

13. NIT NO. : KMC/LTG/Z-IV/160/93/253/25-26 Name of work : **Improvement of street lighting system with pole and LED fittings at Podder Nagar and adjacent areas in Ward No.93, Br-X.** Estimated Amount : **Rs.2,99,999.29.** Earnest Money : **Rs. 6,000.00.** Period of Completion : **10 Days.**

14. NIT NO. : KMC/LTG/Z-IV/160/93/248/25-26 Name of work : **Improvement of street light at P.G.M Shah Road in Ward No.93, Br-X.** Estimated Amount : **Rs.2,99,999.29.** Earnest Money : **Rs. 6,000.00.** Period of Completion : **10 Days.**

15. NIT NO. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/152/97/67/25-26 Name of work : **Installation of street light at 24, 27, 27E/B1 Baburam Ghosh Road in Ward-97, Br-X.** Estimated Amount : **Rs.2,48,750.05.** Earnest Money : **Rs. 5,000.00.** Period of Completion : **20 Days.**

16. NIT NO. : KMC/LTG/Z-IV/152/84/1/25-26 Name of work : **125, 2/68A, 2/86, 98/2 Regent Colony, Ward-97 in KMC.** Estimated Amount : **Rs.3,49,312.04.** Earnest Money : **Rs.7,000.00.** Period of Completion : **20 Days.**

17. NIT NO. : KMC/LTG/Z-IV/152/187A/25-26 Name of work : **Installation of Mini Mast Light at 58/30A1 Pallyshree in Ward No-98, Br-X. 152/187.** Estimated Amount : **Rs.1,99,708.69.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.** Period of Completion : **10 Days.**

18. NIT NO. : KMC/LTG/Z-IV/152/187B/25-26 Name of work : **Improvement of LED fitting at 58/24, 58/21 Pallyshree in Ward No.98, Br-X. 152/187.** Estimated Amount : **Rs.1,99,247.53.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.** Period of Completion : **10 Days.**

19. NIT NO. : KMC/LTG/Z-IV/160/93/262/25-26 Name of work : **Improvement of street light at P.G.M Shah Road in Ward No.93, Br-X. 160/262.** Estimated Amount : **Rs.1,99,998.18.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.** Period of Completion : **10 Days.**

20. NIT NO. : KMC/LTG/Z-IV/160/93/234/25-26 Name of work : **Improvement of street light by LED lights in Ward No.93, Br-X. 160/234.** Estimated Amount : **Rs.4,99,998.48.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.** Period of Completion : **10 Days.**

21. NIT NO. : KMC/LTG/Z-IV/160/93/265/25-26 Name of work : **Improvement of LTG arrangement by LED lights at 2 No. Podder Nagar in Ward No.93, Br-X, KMC 160/265.** Estimated Amount : **Rs.2,99,999.29.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **10 Days.**

22. NIT NO. : KMC/LTG/Z-IV/160/93/246/25-26 Name of work : **Installation of street lighting system at P.A. Shah Road and adjacent areas in Ward No.93, Br-X. 160/246.** Estimated Amount : **Rs.2,99,999.29.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **10 Days.**

23. NIT NO. : KMC/LTG/Z-IV/160/93/257/25-26 Name of work : **Installation of street lighting system at P.A. Shah Road and adjacent areas in Ward No.93, Br-X. 160/257.** Estimated Amount : **Rs.2,99,999.29.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **10 Days.**

24. NIT NO. : KMC/LTG/Z-IV/152/199B/25-26 Name of work : **Installation of street light 8/22A, 8/5, 8/39A, 8/36 Netajinagar, Ward-98 in KMC, Br-X. 152/199.** Estimated Amount : **Rs.1,99,541.41.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.** Period of Completion : **10 Days.**

25. NIT NO. : KMC/LTG/Z-IV/152/199A/25-26 Name of work : **Improvement works of Mini Mast Light at 8/1 Netaji Nagar, Ward-98 in KMC Br-X. 152/199.** Estimated Amount : **Rs.1,99,519.84.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.** Period of Completion : **10 Days.** Last Date and time of Completion of Bid : **30.12.2025 upto 10 a.m. (for Sl.No. 1 to 25).** The Bid form and other details are available on and from **19.12.2025 from 5 p.m. (for Sl.No.1 to 25)** from website : **https://etenders.wb.gov.in (for Sl.No.1 to 25).**

26. NIT NO. : KMC/LTG/152/111/285/3/25-26/PD Name of work : **Installation of Mini Mast two nos. Q-11 and Q-13 Kamdahari Purbapara in Ward No.111.** Estimated Amount : **Rs.1,98,844.76.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.** Period of Completion : **30 Days.**

27. NIT NO. : KMC/LTG/152/111/292/3/25-26/PD Name of work : **Renovation of lighting arrangement at Parliament Club.** Estimated Amount : **Rs.1,97,637.00.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.** Period of Completion : **30 Days.**

28. NIT NO. : KMC/LTG/152/111/298/3/25-26/PD Name of work : **Renovation of lighting arrangement at Balak Sangha Math in Ward-111, Br-XI.** Estimated Amount : **Rs.2,98,265.06.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **30 Days.**

29. NIT NO. : KMC/LTG/152/111/305/1/25-26/PD Name of work : **Installation of Mini Mast Light, B-129, B-141.** Estimated Amount : **Rs.1,69,203.85.** Earnest Money : **Rs.3,400.00.** Period of Completion : **30 Days.**

30. NIT NO. : KMC/LTG/152/111/306/2/25-26/PD Name of work : **Installation of Mini Mast at Atabagan in Ward No.111, Br-XI in KMC.** Estimated Amount : **Rs.3,98,820.72.** Earnest Money : **Rs.8,000.00.** Period of Completion : **30 Days.**

31. NIT NO. : KMC/LTG/152/111/307/1/25-26/PD Name of work : **Installation of Mini Mast at Atabagan A/55, A/16, Atabagan in Ward No.111, Br-XI in KMC.** Estimated Amount : **Rs.1,99,749.72.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.** Period of Completion : **30 Days.** Last Date and time of Completion of Bid : **29.12.2025 upto 2 p.m. (for Sl.No.26 to 31).** The Bid form and other details are available on and from **19.12.2025 from 12 noon (for Sl.No.26 to 31)** from website **https://tenders.wb.gov.in (for Sl.No.26 to 31).**

1758 /25-26

চাষবাস

দার্জিলিং চায়ের পাতায় মিলছে কীটনাশক! নমুনা পরীক্ষায় দুশ্চিন্তা

সকালের ঘুম ভাঙাতে বা আড্ডার আমেজ জমাতে এক কাপ চা-এই অভ্যাস বাঙালির দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গ। কিন্তু সেই চা যদি স্বস্তির বদলে স্বাস্থ্যের জন্য বিপজ্জনক হয়ে ওঠে? সাম্প্রতিক এক রিপোর্টের পর এই প্রশ্নই এখন জোরালোভাবে উঠছে। ভারতীয় চা পর্ষদ বিভিন্ন চা কারখানা থেকে সংগৃহীত প্রায় সাড়ে তিনশোটি চায়ের নমুনা পরীক্ষা করে নিষিদ্ধ কীটনাশকের উপস্থিতি খুঁজে পেয়েছে। এই তথ্য প্রকাশ্যে আসতেই সাধারণ মানুষের মধ্যে উদ্বেগ বেড়েছে-চা পান করা হচ্ছে, না কি অজান্তেই বিষ গ্রহণ? চা পর্ষদের অভিযোগ, বারবার সতর্ক করা সত্ত্বেও কিছু চা বাগান ও ক্ষুদ্র চা উপাদক নিষিদ্ধ রাসায়নিক ও কীটনাশকের ব্যবহার বন্ধ করেননি। ফলে পরিস্থিতি ক্রমেই উদ্বেগজনক হয়ে উঠছে। এর প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছে উত্তরবঙ্গের চা শিল্পের বাজারে। হিন্দুস্তান লিভারের মতো বড় ক্রেতা সংস্থাগুলি ইতিমধ্যেই উত্তরবঙ্গ থেকে চা কেনা কমিয়ে বা বন্ধ করে অসম থেকে চা সংগ্রহ শুরু করেছে। এর জেরে সবচেয়ে বেশি বিপাকে পড়েছেন ক্ষুদ্র চা চাষিরা, যাঁদের জীবিকা পুরোপুরি এই শিল্পের উপর নির্ভরশীল। প্রসঙ্গত, ভারতীয় চা পর্ষদ চা বাগানে ব্যবহারের জন্য মোট ২০ ধরনের রাসায়নিক ও কীটনাশক সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করেছে। এই তালিকায় রয়েছে ম্যালাড্রিন, ডাইলড্রিন, ক্যাপটোফেল, ফারবাম, সোমাজিনের মতো মারাত্মক ক্ষতিকর রাসায়নিক, যেগুলি মানবদেহ ও পরিবেশ-উভয়ের পক্ষেই অত্যন্ত বিপজ্জনক। কীটনাশকের যথেচ্ছ ব্যবহার রুখতে সম্প্রতি চালু হয়েছে নতুন 'প্রোটেকশন কোড'। এই কোডে কোন কীটনাশক ব্যবহার করা যাবে, কত মাত্রায় ব্যবহার করা যাবে এবং কোন পরিস্থিতিতে তা প্রয়োগ করা যাবে-সবকিছুই নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে সেই নির্দেশিকা মানা হচ্ছে না বলেই অভিযোগ উঠছে। চা পর্ষদের সংগৃহীত প্রায় সাড়ে তিনশোটি চায়ের নমুনা পরীক্ষার ফলাফলে স্পষ্ট, বিশেষ করে ছোট চা বাগানগুলিতে নিষিদ্ধ কীটনাশকের ব্যবহার বেড়েই চলেছে। পোকার আক্রমণ ঠেকাতে অনেক চাষি অতিরিক্ত ও অনিয়ন্ত্রিত মাত্রায় কীটনাশক প্রয়োগে করছেন। অনেকে আবার দ্রুত ফল পেতে নিষিদ্ধ রাসায়নিক ব্যবহার করছেন। এর ফলেই চা পাতায় থেকে যাচ্ছে বিপজ্জনক অবশিষ্টাংশ, যা চা তৈরির পরও পুরোপুরি নষ্ট হচ্ছে না এবং শেষ পর্যন্ত ভোক্তার শরীরে পৌঁছে যাচ্ছে। ইন্ডিয়ান টি প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের মতো বিভিন্ন চা বণিকসভা এই সমস্যার কথা অস্বীকার করেনি। তাদের বক্তব্য, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে পোকার দাপট বেড়েছে। সেই চাপ সামলাতে গিয়ে কিছু চাষি নিয়ন্ত্রণহীনভাবে কীটনাশক প্রয়োগ করছেন। চা বণিকদের মতে, এই প্রবণতা শুধু জনস্বাস্থ্যের জন্য নয়, গোটা চা শিল্পের ভবিষ্যতের জন্যও মারাত্মক বিপজ্জনক। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে ইতিমধ্যেই বেশ কিছু বড় ক্রেতা সংস্থা উত্তরবঙ্গের চা বলয় থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির সাধারণ সম্পাদক বলেন, চায়ে নিষিদ্ধ কীটনাশকের অবশিষ্টাংশ ধরা পড়ায় এ বছর অনেক বড় সংস্থা উত্তরবঙ্গ থেকে বটলিফ চা কেনেনি। তারা অসম থেকে চা কিনছে। এটা উত্তরবঙ্গের ক্ষুদ্র চা শিল্পের জন্য বড় অশনি সংকেত। তাঁর মতে, এই পরিস্থিতি চলতে থাকলে ক্ষুদ্র চা চাষিদের অস্তিত্বই প্রশ্নের মুখে পড়বে।

একই জমিতে সরিষা ও মধু চাষ ঃ দক্ষিণ দিনাজপুরে নীরব কৃষিবিপ্লব

দক্ষিণ দিনাজপুরে নীরবে ঘটছে এক অনন্য কৃষিবিপ্লব। একই জমিতে একসঙ্গে সরিষা চাষ ও মধু সংগ্রহ করে লাভবান হচ্ছেন কৃষক ও মৌমাছি পালক-উভয়েই। সরিষার হলুদ ফুল আর মৌমাছির গুঞ্জনে বদলে যাচ্ছে জেলার কৃষিচিত্র। উপাদন বাড়ছে, আয় বাড়ছে, আর তার সঙ্গে গড়ে উঠছে পারস্পরিক সহযোগিতার এক নতুন মডেল।প্রতি বছর অগ্রহায়ণ মাসে ধান কাটার পর দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বিস্তীর্ণ এলাকায় সরিষা চাষ শুরু হয়। কুশমণ্ডি, হরিরামপুর, গঙ্গারামপুর, কুমারগঞ্জ, তপন, হিলি ও বালুরঘাট ব্লকজুড়ে শীতকালে চোখে পড়ে সরিষার হলুদ গালিচা। ঠিক এই সময়েই উত্তর ২৪ পরগনা, নদিয়া-সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে মৌমাছি পালকেরা তাঁদের বাক্স ভর্তি মৌমাছি নিয়ে এসে হাজির হন এই জেলায়। খেতের ধারে তাবু খাটিয়ে টানা দুই মাস ধরে চলে মধু সংগ্রহের কাজ। মৌমাছি পালকেরা সরিষা জমির পাশে কাঠের বাক্স বসান। সেই বাক্সের মধ্যেই থাকে একটি রানি মৌমাছি, কিছু পুরুষ মৌমাছি এবং অসংখ্য শ্রমিক মৌমাছি। প্রতিদিন সকালে বাক্স খুলে দিলে মৌমাছিরা ছড়িয়ে পড়ে সরিষার ক্ষেতে। ফুলের মধু সংগ্রহ করে তারা আবার ফিরে আসে নিজের ঘরে। চাক তৈরি করে সেখানে জমা হয় খাঁটি সরিষা ফুলের মধু। সেই মধু সংগ্রহ করেই জীবিকা নির্বাহ করেন মৌমাছি পালকেরা। কিন্তু এই মধু সংগ্রহ শুধু মৌমাছি পালকদেরই লাভবান করছে না। সরিষা চাষিরাও পাচ্ছেন প্রত্যক্ষ সুফল। মৌমাছির আনাগোনায় ফুলে ফুলে ঘটছে ব্যাপক পরাগমিলন। তার ফলেই সরিষার বীজের পরিমাণ ও গুণমান-দু'টিই উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ছে। অনেক কৃষকের দাবি, মৌমাছি আসার পর সরিষার ফলন আগের তুলনায় ২০ থেকে ৩০ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। সরিষা চাষি সৈফুদ্দিন সরকার ও বিমান বর্মন জানান, প্রথম দিকে ভিন জেলা থেকে আসা মৌমাছি পালকদের কাজ সম্পর্কে তাঁদের স্পষ্ট ধারণা ছিল না। পরে তাঁরা লক্ষ্য করেন, মৌমাছি থাকার ফলে সরিষার শুটির সংখ্যা ও বীজের ঘনত্ব বেড়েছে। বিষয়টি কৃষি দপ্তরকে জানানো হলে, দপ্তরের পক্ষ থেকেও এই পদ্ধতিকে স্বাগত জানানো হয়।

নির্যাত কার্গো এক্সপ্রেস ইচ্ছাপুরী, গুরুগ্রাম থেকে মুন্দ্রা বন্দর পর্যন্ত চলাচল করে

ভারত- ইথিওপিয়া সুসম্পর্ক

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ১৬-১৭ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে ইথিওপিয়া সফর করেন। এটি ছিল তাঁর প্রথম দ্বিপাক্ষিক ইথিওপিয়া সফর। আদ্দিস আবাবা সফরকালে তাঁকে ইথিওপিয়ার সর্বোচ্চ সম্মাননা ' অনার নিশান অফ ইথিওপিয়া' প্রদান করা হয়। ভারত ও ইথিওপিয়া- দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে কৌশলগত অংশীদারিত্বে উন্নীত করেছে, যা সহযোগিতার এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা। ভারত ও ইথিওপিয়া মোট আটটি সমঝোতাপত্র ও চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এর মধ্যে ইথিওপিযার বিদেশ মন্ত্রকে একটি ডেটা সেন্টার স্থাপন এবং জি-২০ কমন ফ্রেমওয়ার্কের অধীনে ঋণ চুক্তি পুনর্মূল্যায়ন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বর্তমানে ৬৭৫-টিরও বেশি ভারতীয় সংস্থা ইথিওপিয়ান ইনভেস্টমেন্ট কমিশনে নিবন্ধিত, যাদের মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ৬.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি। বিশেষত উৎপাদন ও ওষুধ শিল্পে এই বিনিয়োগের মাধ্যমে ৭৫,০০০-এরও বেশি স্থানীয় কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। বৈদেশিক পর্যায়ের পরামর্শ সভা ও যৌথ বাণিজ্য কমিটির মতো প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মাধ্যমে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে গতি এসেছে। জি-২০ ও ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে প্রধানমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক এবং নিয়মিত পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের আলোচনার মাধ্যমে উচ্চ-পর্যায়ের রাজনৈতিক যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ভারত-ইথিওপিয়া দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫৫০.১৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এর মধ্যে ভারতের রপ্তানি ৪৭৬.৮১ মিলিয়ন ডলার এবং আমদানি ৭৩.৩৮ মিলিয়ন ডলার, যা এই সম্পর্ককে মূলত রপ্তানি-নির্ভর করে তুলেছে। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী এবছর ১৬-১৭ ডিসেম্বর তারিখে তিনটি দেশের সফরের অংশ হিসেবে ইথিওপিয়া যান, যা ছিল তাঁর প্রথম দ্বিপাক্ষিক ইথিওপিয়া সফর। তিনি ইথিওপিয়ার প্রধানমন্ত্রী আবি আহমেদ আলির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন। ঐতিহাসিক বন্ধন, আধুনিক রাজনৈতিক যোগাযোগ এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতার মাধ্যমে ভারত-ইথিওপিয়া সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়েছে। ব্রিকসের সদস্য, গ্লোবাল সাউথের গুরুত্বপূর্ণ কণ্ঠস্বর এবং দীর্ঘদিনের উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে ইথিওপিয়া ভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ আফ্রিকান অংশীদার। বছরের পর বছর ভারত-ইথিওপিয়া দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কঃ নিরবচ্ছিন্ন রাজনৈতিক সংলাপ ও ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সহযোগিতার ভিত্তিতে ভারত ও ইথিওপিয়ার মধ্যে দৃঢ় ও স্থায়ী দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। বাণিজ্য, বিনিয়োগ, উন্নয়নমূলক সহযোগিতা এবং যৌথ বাণিজ্য কমিটি ও বৈদেশিক পর্যায়ের পরামর্শ সভার মতো প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাগুলি এই সম্পর্ককে ধারাবাহিকতা ও স্থিতিশীলতা প্রদান করেছে। উচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক সহযোগিতা- জি-২০ ও ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে নিয়মিত প্রধানমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকের মাধ্যমে ভারত ও ইথিওপিয়ার রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা সুদৃঢ় হয়েছে। দুই দেশের নেতারা প্রযুক্তি, দক্ষতা উন্নয়ন, বাণিজ্য, প্রতিরক্ষা, কৃষি, শিক্ষাক্ষেত্রে সম্পর্ক জোরদারের বিষয়ে ধারাবাহিক আলোচনা করেছেন। ইথিওপিয়া ভারতীয় নেতৃত্বাধীন গ্লোবাল সাউথের উদ্যোগগুলিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে এবং কোভিড-১৯ অতিমারীর মতো সংকটকালেও মন্ত্রী পর্যায়ের যোগাযোগ অব্যাহত ছিল। ইথিওপিয়া থেকে ভারত সফর- ইথিওপিয়ার বিভিন্ন মন্ত্রী ও সরকারি প্রতিনিধিদল নিয়মিতভাবে ভারত সফর করেছে, যার মধ্যে প্রতিরক্ষা, শিল্প, স্বাস্থ্য, প্রশাসন, নির্বাচন ব্যবস্থা এবং সংসদীয় সক্ষমতা বৃদ্ধির মতো ক্ষেত্র অন্তর্ভুক্ত। এসব সফরের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা, প্রতিরক্ষা সংলাপ এবং কারিগরী সহযোগিতা আরও জোরদার হয়েছে। অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক ঃ ভারত-ইথিওপিয়া অর্থনৈতিক সম্পর্ক মূলত রপ্তানি-নির্ভর। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে মোট বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ৫৫০.১৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। উপাদন, বস্ত্র, ওষুধ, কৃষি, তথ্যপ্রযুক্তি ও অটোমোবাইল খাতে ভারত ইথিওপিয়ার অন্যতম প্রধান বিদেশি বিনিয়োগকারী। ইথিওপিয়ায় ভারতীয় সম্প্রদায়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে ইথিওপিয়ায় ভারতীয় সম্প্রদায়ের উপস্থিতি রয়েছে। ভারতীয় শিক্ষক, পেশাজীবী ও উদ্যোক্তারা ইথিওপিয়ার শিক্ষা ও অর্থনৈতিক উন্নযনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। বর্তমানে প্রায় ২,৫০০ ভারতীয় ইথিওপিয়ায় বসবাস করেন, যারা শিক্ষা, শিল্প ও ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। প্রধানমন্ত্রীর সফরের ফলাফলঃ প্রধানমন্ত্রী শ্রী মোদীর এই সফরে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক কৌশলগত অংশীদারিত্বে উন্নীত হয়েছে এবং আটটি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। আলোচনা বাণিজ্য, বিনিয়োগ, স্বাস্থ্য, ডিজিটাল পরিকাঠামো, কৃষি, প্রতিরক্ষা, পরিচ্ছন্ন জ্বালানি এবং বহুপাক্ষিক সহযোগিতা-সহ নানা ক্ষেত্রে বিস্তৃত ছিল। উভয় নেতাই আন্তর্জাতিক মঞ্চে যৌথ উদ্যোগের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন। ধারাবাহিকতা, দৃঢ় রাজনৈতিক সমঝোতা এবং ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সহযোগিতার ভিত্তিতে ভারত-ইথিওপিয়া সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়েছে।

বস্ত্র ক্ষেত্রে ভারতের নতুন আন্তর্জাতিক অবস্থান

গিরিরাজ সিংঃআমরা যখন ভারতের বস্ত্র ক্ষেত্র নিয়ে কথা বলি, তখন শুধুমাত্র কারখানা, যন্ত্রপাতি এবং ফ্যাশনের প্রসঙ্গ টানি না। আমরা লক্ষ লক্ষ ভারতীয়র জীবনজীবিকা সম্পর্কে কথা বলি, যাঁদের দৈনিক রুজিরুটি তুলো, হ্যান্ডলুম, পাওয়ারলুম এবং সেলাই মেশিনের সঙ্গে যুক্ত। বিগত ১১ বছর ধরে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে এই ক্ষেত্রে কৌশলগত ভাবনাচিন্তা, কঠোর সংকল্প এবং সাহসী নীতিগত সংস্কার লক্ষ্য করা গেছে। এইসব প্রয়াস বস্ত্র শিল্পে নতুন আস্থার সঞ্চার করেছে। আজ কৃষক, শিল্পোদ্যোগী, নারী, তাঁতশিল্পী, কারিগর এবং তরুণরা নতুন নতুন কাহিনী সৃষ্টি করছেন। ভারতকে আন্তর্জাতিক বস্ত্র ক্ষেত্রের ভরকেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে এটি হ'ল একটি সম্মিলিত মিশন। কৃষক-কেন্দ্রিক পরিবর্তনঃ তুলো সংগ্রহে রেকর্ড এবং ঐতিহাসিক এমএসপি বৃদ্ধিঃ বস্ত্রের মূল ভিত্তি এই ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত এবং কৃষকরা হলেন একেবারে প্রাথমিক যোগসূত্র। বাজারের ওঠা-নামা, দামের অনিশ্চয়তা এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের হাত থেকে কৃষকদের রক্ষার বিষয়টিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। সেই কারণে, ২০০৪ সাল থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে সরকারি সংস্থাগুলি যেখানে মোট ১৭৩ লক্ষ বেল তুলো সংগ্রহ করেছিল, সেখানে ২০১৪ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে এই সংখ্যা বেড়ে ৪৭৩ লক্ষ বেলে পৌঁছে যায়, অর্থা ১৭৩ শতাংশ বৃদ্ধি। একইভাবে, ন্যূনতম সংগ্রহ মূল্যের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার ঘটিয়ে কৃষকদের দীর্ঘমেয়াদি স্থায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। ২০১৩-১৪'তে কুইটাল প্রতি সংগ্রহ মূল্য ছিল ৩ হাজার ৭০০ টাকা, ২০২৫-২৬এ যা বো।ে হয়েছে ৭ হাজার ৭১০ টাকা, ১০৮ শতাংশ বৃদ্ধি।আমরা যখন কৃষকদের সুরক্ষার কথা বলি, তখন তা শুধুমাত্র একটি স্লোগান নয়। উপরের পরিসংখ্যানই সেই বার্তা দিচ্ছে। তুলো উপাদনের মিশন গুণমান, উপাদনশীলতা এবং নতুন যুগের তন্তু-অধিক উপাদনই যথেষ্ট নয়, আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে গুণমানের বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। এই মিশনকে সামনে রেখে সরকার ২৫০০ কোটি টাকার তুলো উপাদনশীলতা মিশন হাতে নেওয়া হয়েছে। এর লক্ষ্য হ'ল - শুধুমাত্র উপাদন বৃদ্ধি নয়, তুলোর আন্তর্জাতিক গুণমান বজায় রাখা। এতে উন্নতমানের বীজ, বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে তুলো চাষ প্রভৃতির উপর জোর দেওয়া হয়েছে। সরকার নতুন যুগের উপযোগী তন্তুর উপরও বিশেষ নজর দিচ্ছে। এই তন্তু শুধুমাত্র প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে নতুন দিশা দেখাবে না, সেইসঙ্গে বিপুল সংখ্যক কর্মসংস্থানের সুযোগও সৃষ্টি করবে। তুলোর রপ্তানি শুল্কে স্বস্তি শিল্পের স্থায়িত্ব ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা-তুলোর উপর রপ্তানি শুল্ক তুলে দেওয়ার ফলে এই শিল্পে তাক্ষণিক স্বস্তি মিলেছে। প্রাথমিকভাবে, ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়সীমা রাখা হয়েছিল। পরে তা বা।ায়ে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত করা হয়। বস্ত্র মিলগুলি এখন আন্তর্জাতিক দাম অনুযায়ী তুলো সংগ্রহ করতে পারে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ক্ষেত্রে এই পদক্ষেপ বিশেষ ফলদায়ক হয়েছে।পিএলআই-এর মাধ্যমে শিল্পে গতিঃ বস্ত্র উৎপাদনে নতুন যুগঃ উৎপাদন সংযুক্ত উসাহ ভাতা (পিএলআই) প্রকল্প বস্ত্র ক্ষেত্রে বিশেষ গতি এনেছে। সেইসঙ্গে, নজিরবিহীন বিনিয়োগের পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। পোর্টালে আবেদনপত্র গ্রহণের সময়সীমা বাড়িয়ে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত করা হয়েছে এবং ইতিমধ্যে ২৭টি নতুন আবেদনপত্র জমা পড়েছে। এই বিনিয়োগের ফলে নতুন নতুন কারখানা গ।ে উঠবে, প্রযুক্তির অগ্রগতি ঘটবে এবং হাজার হাজার কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে, যা ২০৩০ সালের মধ্যে বস্ত্র রপ্তানিতে ১২ বিলিয়ন ডলারের লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হবে। গত বছর বস্ত্র ক্ষেত্রে রপ্তানি ১২.৪ শতাংশ বো।ে ৩.২-৩.৪ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছে গেছে। ১০টি শীর্ষ সংস্থার মিলিত বিনিয়োগের পরিমাণ ৪ হাজার ৫৮৪ কোটি টাকা। পরবর্তী প্রজন্মের জিএসটি সংস্কারঃ ইনভার্টেড শুল্ক কাঠামো সংশোধনের জন্য দীর্ঘদিন ধরে দাবি জানিয়ে আসছিল বস্ত্র শিল্প ক্ষেত্র। পরবর্তী প্রজন্মের জিএসটি সংস্কারের মাধ্যমে বিষয়টির দিকে শেষ পর্যন্ত নজর দেওয়া হয়েছে। ২ হাজার ৫০০ টাকা পর্যন্ত দামের পোশাকের ক্ষেত্রে জিএসটি কমিয়ে ৫ শতাংশ করা হয়েছে, যা মধ্যবিত্ত, তরুণ এবং পু্য়াদের কাছে এক ব। স্বস্তি।

শ্রম সংস্কার বস্ত্র কর্মীদের সুরক্ষা ও মর্যাদাঃ বস্ত্র শিল্পের সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের একটা বড় অংশ হলেন মহিলা, পরিযায়ী এবং ঠিকা শ্রমিক। সাম্প্রতিক শ্রম বিধি সংস্কারের মাধ্যমে সমান মজুরি সুনিশ্চিত করার পাশাপাশি উন্নত কাজের পরিবেশের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। পিএম মিত্র প্রকল্প পরিবর্তনের বাহক হয়ে উঠেছে। এই পার্কগুলি শুধুমাত্র শিল্প ক্লাস্টার হবে না, সেখানে বস্ত্র ক্ষেত্রের জন্য ৭টি এনার্জি হাবও গ।ে তোলা হবে। ৭টি রাজ্যে জমি বন্টনের কাজ শেষ হয়েছে, কাজও মসৃণভাবে এগোচ্ছে। এই পার্কগুলিতে ইতিমধ্যে ৩৩ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে এবং ২১ লক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে বলে আশা। এফটিএ-এর মাধ্যমে ভারত আজ বিশ্বের ২৭টি দেশে প্রবেশ করেছে। এর প্রধান দৃষ্টান্ত হ'ল - ব্রিটেনের সঙ্গে সাম্প্রতিক সিইটিএ চুক্তি। এর তাৎক্ষণিক ফলও মিলেছে। এপ্রিল ২০২৪ থেকে ২০২৫-এর মধ্যে ব্রিটেনে ভারতের রপ্তানি বেড়েছে ১৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। একইভাবে, ভারত-ইএফটিএ চুক্তি প্রায় ১৪ বিলিয়ন ডলারের বাজারের পথ খুলে দিয়েছে। মাত্র এক বছরে বিশ্বের ১১১টি দেশে ভারতের রপ্তানি বেড়েছে। এর মধ্যে ৩৮টি দেশে রপ্তানি ৫০ শতাংশের বেশি বেড়েছে এবং ১৬টি দেশে ২৫ থেকে ৫০ শতাংশ বেড়েছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হ'ল - আর্জেন্টিনায় ৭৩ শতাংশ রপ্তানি বৃদ্ধি। ভারতের বস্ত্র ক্ষেত্র এখন দেশের শক্তির স্তম্ভ হয়ে উঠেছেঃ ভারতের বস্ত্র ক্ষেত্র এখন আর শুধু একটি শিল্প নয়, এটি দেশের অগ্রগতির অন্যতম ইঞ্জিন হয়ে উঠেছে। এই ক্ষেত্রে আজ এক নতুন আত্মবিশ্বাস তৈরি হয়েছে এবং ভারতকে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার উপযোগী করে তুলেছে। আমাদের লক্ষ্য স্পষ্ট, তা হ'ল - ভবিষ্যতে ভারতকে একটি বিশ্বস্ত, আধুনিক এবং সুস্থায়ী আন্তর্জাতিক বস্ত্র হাব হিসেবে গড়ে তোলা। (লেখক কেন্দ্রীয় বস্ত্র মন্ত্রী)।

ভারতের ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসা ব্যবস্থার আন্তর্জাতিক আস্থা অর্জন

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বরঃ ভারত এবছর ১৭-১৯ ডিসেম্বর তারিখে নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত হতে চলা ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসা বিষয়ক বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা-র দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক শীর্ষ সম্মেলন আয়োজন করবে। শীর্ষ সম্মেলনের মূল ভাবনাঃ মানুষ ও পৃথিবীর ভারসাম্য পুনরুদ্ধারঃ সুস্থতার জন্য বিজ্ঞানচর্চা ও অনুশীলন। এই সম্মেলনের উদ্বোধন হবে ডব্লিউএইচও ট্র্যাডিশনাল মেডিসিন গ্লোবাল লাইব্রেরিতে,যা ঐতিহ্যবাহী, পরিপূরক ও সমন্বিত চিকিৎসা -এর ওপর বিশ্বের সবচেয়ে বড় ডিজিটাল ভান্ডার এতে রয়েছে ১৫ লক্ষেরও বেশি নথি। ভারতে বর্তমানে ৩,৮৪৪-টি আয়ুষ হাসপাতাল, ৩৬,৮৪৮-টি আয়ুষ ডিসপেনসারি, ৮৮৬টি স্নাতক ও ২৫১-টি স্নাতকোত্তর কলেজ এবং ৭৫ লক্ষেরও বেশি নিবন্ধিত চিকিৎসক রয়েছেন। ঐতিহ্যবাহী চিকিসাঃ উত্তরাধিকার ও সমকালীন প্রাসঙ্গিকতাঃ ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসা বিশ্বের অন্যতম প্রাচিন চিকিৎসা পদ্ধতি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)-র মতে, ১৯৪-টি সদস্য দেশের মধ্যে ১৭০-টি দেশে ঐতিহ্যবাহী, পরিপূরক ও সমন্বিত চিকিৎসা ব্যবস্থা চালু রয়েছে। ভারত, চীন ও জাপানের মতো দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসা ব্যবস্থা রয়েছে একই সঙ্গে আফ্রিকা ও আমেরিকার বহু দেশেও এসব পদ্ধতির ব্যবহার ও স্বীকৃতি ক্রমবর্ধমান। ভারতে আয়ুর্বেদ, সিদ্ধ ও ইউনানির মতো চিকিৎসা পদ্ধতিগুলির গভীর সাংস্কৃতিক, স্বাস্থ্যকেন্দ্রিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে এবং এগুলি দীর্ঘদিন যাব দৈনন্দিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই পদ্ধতিগুলি প্রতিরোধমূলক, সামগ্রিক ও ব্যক্তি-কেন্দ্রিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে। আয়ুষ মন্ত্রকের অধীনে আয়ুর্বেদ, যোগ ও প্রাকৃতিক চিকিৎসা, ইউনানি, সিদ্ধ, সোয়া-রিগপা ও হোমিওপ্যাথিকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দিয়ে ভারতের জনস্বাস্থ্য কাঠামোর সঙ্গে অঙ্গীভূত করা হয়েছে।

বজ্রপাতের বিরুদ্ধে প্রকৃতির ঢালঃ পশ্চিমাঞ্চলে ফিরছে 'এক পায়ে দাঁড়ানো' তালগাছ

তালগাছ 'এক পায়ে দাঁড়িয়ে' প্রকৃতির দৃঢ়তা ও নীরব প্রহরীর প্রতীক হয়ে উঠেছিল, সেই গাছই আজ বাস্তবের গ্রামবাংলা থেকে প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছে। এক সময় ধানখেতের আল, পুকুরপাড়, গ্রামের সীমানা কিংবা মেঠোপথ-সবখানেই মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকত তালগাছ। আজ উন্নয়নের চাপ, অবাধ বৃক্ষছেদন এবং নতুন করে রোপণের অভাবে সেই দৃশ্য ক্রমশ বিরল। এর প্রভাব শুধু গ্রামীণ খাদ্যসংস্কৃতি বা লোকজ ঐতিহ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়-প্রভাব পড়ছে মানুষের জীবন ও নিরাপত্তার উপরও। এই প্রেক্ষাপটেই রাজ্য বনদপ্তর নিয়েছে এক ব্যতিক্রমী ও সময়োপযোগী উদ্যোগ। বজ্রপাতজনিত মৃত্যু কমানো এবং পরিবেশের ভারসাম্য ফেরানোর লক্ষ্যে পশ্চিমাঞ্চলের কয়েকটি জেলায় তালগাছ রোপণের একটি পাইলট প্রকল্প চালু করা হচ্ছে। আগামী বর্ষা মরশুমে দক্ষিণবঙ্গের চার জেলা-বর্ধমান, বীরভূম, পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া-এই প্রকল্পের আওতায় আসছে। প্রথম ধাপে মোট ৭৫ হাজার তালগাছের চারা রোপণ করা হবে। রাজ্য বনদপ্তরের আশা, এই প্রকল্প সফল হলে ভবিষ্যতে তা গোটা রাজ্যের জন্য একটি মডেল হয়ে উঠতে পারে। বনদপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই এই চার জেলায় স্থানীয় উৎস থেকে তালগাছের বীজ সংগ্রহ করে নার্সারিতে চারা তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। বর্ষা নামলেই সেই চারাগুলি নির্দিষ্ট এলাকায় রোপণ করা হবে। রাজ্যের মুখ্য বনপাল (দক্ষিণ-পশ্চিম চক্র) বিদ্যুৎ সরকার জানিয়েছেন, পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে আগামী বর্ষায় তিনটি বনচক্র জুড়ে প্রায় ৩০০ কিলোমিটার এলাকায় তালগাছের চারা বসানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এক সময় গ্রামীণ জীবনে তালগাছ ছিল বহুমুখী উপকারের উৎস। জমির সীমানা

চিহ্নিত করা থেকে শুরু করে ঝড়-বৃষ্টিতে পথনির্দেশ-সব ক্ষেত্রেই এই উঁচু গাছটির ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। তালের রস, তালশাঁস, তালের বড়া বা সন্দেশ-গ্রামীণ খাদ্যসংস্কৃতিতেও তালগাছের অবদান ছিল অনস্বীকার্য। কিন্তু কালের প্রবাহে নতুন করে তালগাছ লাগানোর প্রবণতা প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। উল্টে অনেক জায়গায় নির্বিচারে তালগাছ কেটে ফেলা হয়েছে। এর ফলেই দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বজ্রপাতের ঘটনা আশঙ্কাজনকভাবে বেড়েছে। পরিসংখ্যান বলছে, প্রতি বছর গড়ে ৫০ জনেরও বেশি মানুষ বজ্রপাতে প্রাণ হারান দক্ষিণবঙ্গে। শুধু মানুষই নয়, বজ্রপাতে গবাদি পশুর মৃত্যুও গ্রামীণ অর্থনীতির উপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি করছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই পরিস্থিতির মোকাবিলায় তালগাছ হতে পারে একটি প্রাকৃতিক ও কার্যকর সমাধান। পরিবেশবিদ ও বনকর্তাদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, তালগাছ বজ্রপাত প্রতিরোধে প্রাকৃতিক ' ব্যবস্থার মতো কাজ করে। এই গাছের শিকড় অনেক গভীরে মাটির নিচে প্রবেশ করে, ফলে বজ্রপাতের সময় বিদ্যুৎ প্রবাহ দ্রুত মাটিতে চলে যেতে পারে। তালগাছের কাণ্ডে প্রচুর আর্দ্রতা ও জলীয় অংশ থাকায় উচ্চ তাপমাত্রা ও বিদ্যুৎ শক্তি তুলনামূলক নিরাপদে মাটিতে সঞ্চালিত হয়। প্রায় ৮০ থেকে ১০০ ফুট পর্যন্ত উঁচু হতে পারা তালগাছ বজ্রপাতের সময় প্রথম আঘাত নিজের উপর নিয়ে আশপাশের মানুষ ও পশুকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়। অনেক ক্ষেত্রে গাছটি ক্ষতিগ্রস্ত হলেও বড় ধরনের প্রাণহানি এড়ানো সম্ভব হয়। এই বৈজ্ঞানিক যুক্তির ভিত্তিতেই রাজ্য বনদপ্তর কেন্দ্রীয় চক্রের বাঁকুড়া, দক্ষিণ-পশ্চিম চক্রের পুরুলিয়া এবং দক্ষিণ-পূর্ব চক্রের বীরভূম ও বর্ধমান জেলাকে পাইলট প্রকল্পের জন্য বেছে নিয়েছে। গত ২৩ সেপ্টেম্বর রাজ্যের প্রধান মুখ্য বনপাল (অর্থ) তথা এই প্রকল্পের নোডাল অফিসার রাজু দাস তিনটি বনচক্রের আধিকারিকদের নিয়ে একটি ভার্চুয়াল বৈঠক করেন। সেই বৈঠকেই প্রকল্পের রূপরেখা, এলাকা নির্বাচন এবং রোপণ কৌশল চূড়ান্ত করা হয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী, চার মিটার অন্তর অন্তর একটি করে তালগাছের চারা বসানো হবে। মোট প্রায় ৩০০ কিলোমিটার পথ জুড়ে এই রোপণ কর্মসূচি চলবে। এর মধ্যে বাঁকুড়া জেলায় প্রায় ১৫০ কিলোমিটার, দক্ষিণ-পশ্চিম চক্রে বর্ধমান জেলায় ১০০ কিলোমিটার এবং দক্ষিণ-পূর্ব চক্রের বীরভূম ও বর্ধমান জেলায় প্রায় ৫০ কিলোমিটার রাস্তা চিহ্নিত করা হয়েছে। বনভূমির পরিবর্তে মূলত রাস্তার ধারে ও জনবসতির আশপাশে এই তালগাছ লাগানো হবে, যাতে সাধারণ মানুষ সরাসরি এর সুফল পান। এই প্রকল্পের একটি প্রাথমিক রিপোর্ট ইতিমধ্যেই ৮ অক্টোবর অরণ্য ভবনে জমা পড়েছে। স্থান চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্লকের বিডিও ও গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির সঙ্গেও সমন্বয় করা হয়েছে, যাতে ভবিষ্যতে গাছগুলির রক্ষণাবেক্ষণ ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা যায়। পরিবেশবিদদের মতে, এই উদ্যোগ শুধু বজ্রপাতজনিত দুর্ঘটনা কমাতেই নয়, দীর্ঘমেয়াদে ভূগর্ভস্থ জলস্তর রক্ষা, জীববৈচিত্র্য বৃদ্ধি এবং গ্রামীণ পরিবেশের স্বাভাবিক সৌনন্দর্য ফিরিয়ে আনতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। পাইলট প্রকল্প সফল হলে আগামী দিনে রাজ্যের সর্বত্র আবার দেখা যেতে পারে রবীন্দ্রনাথের সেই ' পায়ে দাঁড়ানো' তালগাছ-নীরবে দাঁড়িয়ে থাকা প্রকৃতির প্রহরী হয়ে, মানুষের জীবন রক্ষার দায়িত্বে।

আজমগড় ও আজমীর থেকে ভ্রমণের জন্য আজমগড়-আজমগড়-আজমগড় স্পেশাল ট্রেন

গোরখপুর, ১৯ ডিসেম্বরঃ যাত্রীদের সুবিধার্থে, রেলওয়ে প্রশাসন ২৪ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে আজমগড় থেকে এবং ২৬ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে আজমীর থেকে এক ভ্রমণের জন্য ০৫১০৫০৫১০৬ আজমগড়-আজমগড়-আজমগড় স্পেশাল ট্রেনটি নিম্নরূপ পরিচালনা করবে০৫১০৫ আজমগড়-আজমগড় স্পেশাল ট্রেনটি ২৪ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে আজমগড় থেকে বিকাল ৫.৩০ মিনিটে ছেড়ে মুহম্মদাবাদ, বিকাল ৫.৩৫ মিনিটে মাউ, রাত ৯.০০ মিনিটে ভাটনি, রাত ৯.০০ মিনিটে দেওরিযা সদর, রাত ৯.৩০ মিনিটে গোরখপুর, রাত ৯.৫৫ মিনিটে খলিলাবাদ, রাত ৯.৩৫ মিনিটে বাস্তি, রাত ৯.০৫ মিনিটে গোন্ডা পৌঁছাবে। ০১.৪৫ ঘন্টা, বুধওয়াল ০৩.৩০ ঘন্টা, সীতাপুর জংশন। এটি ০৫.৩৭ ঘন্টা, শাহজাহানপুর ০৭.০০ ঘন্টা, বেরেলি ০৭.৫৭ ঘন্টা, মোরাদাবাদ ০৯.২০ ঘন্টা, গাজিযাবাদ ১১.৫৫ ঘন্টা, দিল্লি ১৩.২৫ঘন্টা, দিল্লি ক্যান্টনমেন্ট ১৪.০২ ঘন্টা, গুরগাঁও ১৪.১৭ ঘন্টা, রেওযারি ১৫.২০ ঘন্টা, রিঙ্গাস ১৭.৩৫ ঘন্টা, ফুলেরা ১৯.১২ ঘন্টা এবং কিষাণগড় ১৯.৫৪ ঘন্টায় ছেড়ে আজমীরে পৌঁছাবে ২১.০৫ ঘন্টায় ।ফিরতি যাত্রায, ০৫১০৬ আজমির-আজমগড় স্পেশাল ট্রেনটি ২৬শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে আজমির থেকে রাত ৯.০০ টায ছেড়ে যাবে এবং পরের দিন রাত ৯.৪১ টায কিষাণগড়, ২২.২৭ টায ফুলেরা, ২৩.৩৪ টায় রিঙ্গাস, ০২.৫০ টায় রেওযারি, ০৩.২৭ টায় গুরগাঁও, ০৩.৪০ টায় দিল্লি ক্যান্ট, ০৪.৫৫ টায় দিল্লি, ০৫.৫০টায় গাজিযাবাদ, ০৮.২৫টায় মোরাদাবাদ, ০৯.৫২টায় বেরেলি, ০৯.৫২ টায় শাহজাহানপুর, ১১.০৭ টায় সীতাপুর জংশনে পৌঁছাবে। এটি ১৩.১০ মিনিটে, বুধওয়াল থেকে ১৫.৩০ মিনিটে, গোন্ডা থেকে ১৬.৪৫ মিনিটে, বাস্তি থেকে ১৮.২০ মিনিটে, খলিলাবাদ থেকে ১৮.৪৫ মিনিটে, গোরক্ষপুর থেকে ১৯.৩০ মিনিটে, দেওরিয়া সদর থেকে ২০.৩০ মিনিটে, ভাটনি থেকে ২১.০৫ মিনিটে, মাউ থেকে ২২.০৫ মিনিটে এবং মুহাম্মদাবাদ থেকে ২২.৩০ মিনিটে ছেড়ে আজমগড়ে পৌঁছাবে ২৩.১৫ মিনিটে।এই ট্রেনে মোট ২০টি কোচ বসানো হবে যার মধ্যে রয়েছে ০১টি জেনারেটর কাম লাগেজ ভ্যান, ০১টি এলএসএলআরডি এবং ০৬টি স্লিপার ক্লাস কোচ, ১২টি এসি তৃতীয় ইকোনমি ক্লাস কোচ।

৯৫-তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্যাপন করল ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিকাল ইনস্টিটিউট

কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বরঃ ভারত সরকারের পরিসংখ্যান ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন মন্ত্রকের অধীন জাতীয় গুরুত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিকাল ইনস্টিটিউট (আইএসআই) আজ কলকাতার আইএসআই প্রাঙ্গণে অবস্থিত প্ল্যাটিনাম জুবিলি অডিটোরিয়ামে তাদের ৯৫-তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্যাপন করছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ও ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া, বার্কলে-র এমেরিটাস অধ্যাপক প্রণব বর্ধন মহাশয়। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন আইএসআই-এর নির্দেশিকা, অধ্যাপক সংঘমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়, ডিন অব স্টাডিজ, অধ্যাপক প্রদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, গবেষক, ছাত্রছাত্রী এবং বিভিন্ন খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক।এই উপলক্ষে ভারতীয় ইকোনোমেট্রিক সোসাইটির পক্ষ থেকে অধ্যাপক প্রণব বর্ধনকে অধ্যাপক সি. আর. রাও শতবর্ষ স্মারক স্বর্ণপদকে সম্মানিত করা হয়। তাত্ত্বিক অর্থনীতি, উন্নয়নমূলক অর্থনীতি এবং প্রয়োগমূলক গবেষণায় তাঁর অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এই সম্মান প্রদান করা হয়। সমবেত অতিথিদের উদ্দেশে ভাষণ দিতে গিয়ে অধ্যাপক বর্ধন সমসাময়িক আন্তর্জাতিক ও জাতীয় প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলায় অর্থনীতি, পরিসংখ্যান এবং প্রমাণভিত্তিক গবেষণার ক্রমবর্ধমান ভূমিকা সম্পর্কে আলোকপাত করেন। প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্যাপনের অংশ হিসাবে একটি ' কর্নার'-এর উদ্বোধন করা হয়। এর পর আইএসআই-এর সদস্যদের পরিবেশনায় এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৩১ সালের ১৭ ডিসেম্বর কলকাতায় অধ্যাপক পি. সি. মহলানবিশের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিকাল ইনস্টিটিউট, ১৯৫৯ সালে সংসদ প্রণীত আইনের মাধ্যমে ' গুরুত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান'-এর মর্যাদা লাভ করে।

CHANGE OF NAME

I, BASANTI MANDAL (Old Name) W/o- MANORANJAN MONDAL Residing at, Vill - Paikpara, Post - Swarnakhali, Ps- Krishnaganj, Dist- Nadia, Pin- 741506, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from BASANTI MANDAL To BASANTI MONDAL (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) BASANTI MONDAL in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 15 Dec 2025, BASANTI MONDAL and BASANTI MANDAL both are Same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Khabir Hossain, SO Late Golam Nobi Md. Golam Nabi Golam Nabi, গ্রামঃ শিবপুর মল্লিকপুর, পোঃ মল্লিকপুর, থানাঃ মাড়গ্রাম, বীরভূমের বাসিন্দা। কর্মসূত্রে বর্তমানে আমি আসানসোল পুলিশ লাইন, কোয়ার্টার নং. ডি২, পোঃ ইউ সি ডাঙ্গা, থানাঃ আসানসোল (এস), জেলাঃ পশ্চিম বর্ধমান ৭১৩৩০৪ বসবাস করছি। আমার বাবার আসল নাম Md. Golam Nabi. আমার আধার কার্ডে Golam Nabi এবং মাধ্যমিকের সমস্ত ডকুমেন্টে বাবার নাম Golam Nobi নথিভুক্ত রয়েছে। ১৬.১২.২০২৫ তারিখ আসানসোল প্রথম শ্রেণির জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি Md. Golam Nabi Golam Nabi Golam Nobi এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

CHANGE OF NAME

I, Sabnam Khatoon D/o MD Taufik residing at Vill-Bankra, PO Bankra, PS-Bankra, Dist-Howrah, Pin-711403 W.B. do hereby solemnly affirm & declare my actual name Sabnam Khatoon instead of Sapnam Khatoon, my father's actual name MD Taufik instead of SK Toufik and my mother's actual name Manjida Begum instead of Sanjida Begam, vide an affidavit No. 7415 sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Alipore dated 17/11/2025. MD Taufik and SK Toufik both are same and one identical person. Sabnam Khatoon and Sapnam Khatoon both are same and one identical person. Manjida Begum and Sanjida Begam both are same and one identical person.

আদিবাসী মহিলাকে আটকে রেখে গণধর্ষণ, পঞ্চায়েত সদস্য সহ গ্রেপ্তার ২

মিঠুন হালদার, বহরমপুর, ১৯ ডিসেম্বর ঃ এক আদিবাসী মহিলাকে তিন দিন বন্দি করে রেখে গণধর্ষণের ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেন মুর্শিদাবাদের বহরমপুর থানার অন্তর্গত শাহজাদপুর পঞ্চায়েতের এক সদস্য সহ মোট দু'জন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের নাম রাজিবুল শেখ ওরফে রাজিব এবং ইমামুল শেখ। ধৃত ২ ব্যক্তির বাড়ি বহরমপুর থানার অন্তর্গত নিশ্চিন্তপুর গ্রামে। ধৃত ইমামুল শেখ বর্তমানে শাহজাদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য বলে জানা গেছে। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে তিনি শাহজাদপুর পঞ্চায়েতের নির্দল প্রতীকে জয়ী হন। ধৃত দুই ব্যক্তির পুলিশ হেফাজতের আবেদন করে শুক্রবার তাদের বহরমপুর আদালতে পেশ করা হয়। জেলা পুলিশের এক আধিকারিক জানান, গত বুধবার রাতে এক আদিবাসী মহিলা লিখিত অভিযোগ করে জানান তাঁকে তিন দিন ধরে নিশ্চিন্তপুর গ্রামে একটি বাড়িতে আটকে রাখা হয়েছিল এবং দুই ব্যক্তি তাঁকে একাধিকবার ধর্ষণ করেছে। এই ঘটনার তদন্ত করতে নেমে বৃহস্পতিবার রাতে পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ধর্ষণের ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে রাজিবুল এবং ইমামুলকে তাদের বাড়ি থেকেই গ্রেপ্তার করে বলে জানা গেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ইতিমধ্যেই নির্যাতিতা মহিলার মেডিকেল টেস্ট করা হয়েছে। লিখিত অভিযোগে নির্যাতিতা মহিলা জানিয়েছেন, দিন কয়েক আগে তিনি যখন খাগড়াঘাট এলাকা দিয়ে যাচ্ছিলেন সেই সময় রাতের অন্ধকারে রাজিবুল এবং ইমামুল তাঁকে জোর করে তুলে নিয়ে যায়। এরপর নিশ্চিন্তপুরে একটি বাড়ির মধ্যে তাঁকে টানা তিন দিন আটকে রাখা হয়েছিল। পুলিশ সূত্রের খবর, ওই মহিলা জানিয়েছেন আটক থাকা অবস্থায় রাজিবুল এবং ইমামুল তাঁকে একাধিকবার ধর্ষণ করেছে। গত ১৭ তারিখ রাতে ওই মহিলা কোনওভাবে ওই বাড়ি থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শাহজাদপুর পঞ্চায়েতের সদস্য ইমামুল শেখের বাড়ি জিবন্তি হল্ট এলাকায়। তার পরিবারে স্ত্রী ছাড়াও কন্যারা রয়েছেন। ইতিমধ্যেই ইমামুলের দুই কন্যার বিয়ে হয়েছে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে। ইমামুল এবং রাজিব দু'জনে ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে এলাকায় পরিচিত এবং তাদের দু'জনেরই ছোটখাটো ব্যবসা রয়েছে। পঞ্চায়েত সদস্যের গণধর্ষণের ঘটনায় নাম জড়িয়ে যাওয়ায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা নিশ্চিন্তপুর গ্রাম জুড়ে। শাহজাদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ইনজামামুল হক বলেন, আমাদের পঞ্চায়েতে মোট সদস্য সংখ্যা ২২ জন , তাঁর মধ্যে ১৫ জন সদস্য তৃণমূলের। এক আদিবাসী মহিলাকে গণধর্ষণের ঘটনায় অভিযুক্ত এক ব্যক্তি আমাদের পঞ্চায়েতের সদস্য কিন্তু তার সঙ্গে তৃণমূল দলের কোনও যোগ নেই। পঞ্চায়েত প্রধান আরও বলেন, গোটা ঘটনায় আমরা স্তম্ভিত। বৃহস্পতিবার রাতে আমরা ঘটনাটি জানতে পেরেছি। ওই ব্যক্তিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। এই ঘটনায় আমরা দোষীদের কঠোর শাস্তি দাবী করছি।

১৫ বছরে রাজ্যে বনাঞ্চল বৃদ্ধি

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর ঃ গত ১৫ বছরে রাজ্যে বনাঞ্চল ২ হাজার ৬৮৮ বর্গ কিলোমিটার এলাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১৬ হাজার ৯০২ বর্গ কিলোমিটার হয়েছে বলে রাজ্য সরকার জানিয়েছে। আজ নবান্ন থেকে কৃষি, সেচ, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, পর্যটন, শিক্ষা সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে গত ১৫ বছরে রাজ্যে উন্নয়নের খতিয়ান যুক্ত রিপোর্ট কার্ড প্রকাশ করে এই সময়ে রাজ্যের এক লক্ষ ৪ হাজার হেক্টর জমিতে বনায়ন করা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রন ও সড়ক দুর্ঘটনা কমাতে একাধিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বলেও রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। পাশাপাশি রাজ্যে বর্তমানে থাকা ৯৫টি বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পে বর্তমানে কতজন সুবিধা পান সেই কথাও জানানো হয়েছে।

হাতির উপদ্রব রুখতে রাস্তায় বসছে স্ট্রিট লাইট

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৯ ডিসেম্বর ঃ 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' ক্যাম্পে

এলাকার পথবাতির আবেদন । আর সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে শুরু হল রাস্তায় পথবাতি লাগানোর কাজ। জানা গেছে, খড়িবাড়ির টুকরিয়াঝাড় জঙ্গল লাগোয়া গগারু জোত এলাকায় প্রায়শই হাতির উপদ্রপ দেখা যায়। এই অবস্থায় 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' ক্যাম্পে আবেদন করেন এলাকাবাসীরা। সেই অনুযায়ী শুক্রবার থেকে লাইট লাগানোর কাজ শুরু হল। এদিন ১০ টি সোলার স্ট্রিট লাইটের উদ্বোধন করেন রানীগঞ্জ পানিশালী গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শান্ত্বনা সিংহ। মোট ৩ লক্ষ ১৩ হাজার টাকায় ১০টি স্ট্রিট সোলার লাইট এলাকায় বসবে। অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গে আবারও হাতির হামলা। গজরাজের আক্রমণে এবার ভাঙল বাড়ি, ঘর, গাছ। আলিপুরদুয়ার জেলার মাদারিহাটের দুই ভিন্ন গ্রামে ঘটনাটি ঘটেছে। তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। জানা যাচ্ছে, একদিকে পশ্চিম খয়েরবাড়ি গ্রামের মাস্টার পাড়ার বাসিন্দা সুশীল রায়ের বাড়িতে একটি হাতি হামলা চালায়। অন্যদিকে ছেঁকামারী গ্রামের বিষ্ণু ওঁরাওয়ের বাড়িতে হামলা চালায় অন্য একটি হাতি। শুক্রবার ভোরে মাদারিহাট বীরপাড়া ব্লকের দুই গ্রামে পৃথক ঘটনা দু'টি ঘটে। জলদাপাড়ার জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এদিন লোকালয়ে হামলা চালায় দু'টি হাতি। গজরাজের তাণ্ডবে মাদারিহাটের দুই গ্রামে ভাঙে বাড়ি, ঘর, গাছ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বন দফতরের কর্মীরা। তাঁরা এসে হাতিগুলিকে ফের বনাঞ্চলে ঢুকিয়ে দিয়েছে। প্রসঙ্গত, উত্তরবঙ্গে হাতির হামলার ঘটনা নতুন নয়। মাঝেমধ্যেই বনাঞ্চল থেকে বেরিয়ে লোকালয়ে তাণ্ডব চালায় গজরাজের দল। সাম্প্রতিক অতীতেও এমন একাধিক ঘটনা সামনে এসেছে। এবার যেমন আলিপুরদুয়ারের মাদারিহাটের দু'টি পৃথক গ্রামে হামলা চালাল দু'টি হাতি। ঘটনার খবর পেয়ে বন দফতরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে আসেন। তাঁরা এসে জলদাপাড়ার জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসা হাতি দু'টিকে ফের বনাঞ্চলে ঢুকিয়ে দেয়।

ওসমান হাদির মৃত্যুর পর উত্তপ্ত বাংলাদেশ, সীমান্তে নিরাপত্তা জোরদার, 'চিকেনস নেক' ঘিরে সতর্কতা বৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৯ ডিসেম্বর ঃ বাংলাদেশ নতুন করে উত্তপ্ত অবস্থায় পৌঁছেছে। ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ওসমান হাদির মৃত্যুর পর দেশটিতে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। ঢাকার প্রথম শ্রেণির সংবাদপত্র 'প্রথম আলো'সহ একাধিক অফিসে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। এমনকি বঙ্গবন্ধুর বাড়িও মধ্যরাতে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এই অশান্তির খবরের প্রভাব যাতে সীমান্তের ওপারে, বিশেষ করে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে না পড়ে, সেজন্য কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়ই সতর্ক। দক্ষিণ এশিয়ার বিশেষ করে ভারত - বাংলাদেশ সীমান্তে বৃহস্পতিবার রাত থেকেই কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। সীমান্তবর্তী প্রতিটি জনপদকে কার্যত নিরাপত্তার বলয়ে মুড়ে ফেলা হয়েছে। থার্মাল ক্যামেরা, নাইটভিশন, সিসিটিভি ক্যামেরা এবং ড্রোনের সাহায্যে নজরদারি চলছে। বিশেষ করে 'চিকেনস নেক' বা শিলিগুড়ি করিডোরের নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রে জানা গেছে, উত্তরবঙ্গের ছয় জেলায়- কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, দুই দিনাজপুর এবং মালদায় প্রায় ১,৪০০ কিলোমিটার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত রয়েছে। এর মধ্যে ১৯৫ কিলোমিটার অংশে নদী বা জমির কারণে কাঁটাতারের বেড়া নেই। নদীর পাড়ে কাঁটাতার থাকলেও নিরাপত্তা পুরোপুরি সুনিশ্চিত নয়। তাই বিএসএফ-সহ সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর টহল বাড়ানো হয়েছে। কোচবিহারে ৫৫০ কিলোমিটার, দক্ষিণ দিনাজপুরে ২৫০ কিলোমিটার এবং উত্তর দিনাজপুরে ২২৭ কিলোমিটার সীমান্ত রয়েছে। কোচবিহার এবং দুই দিনাজপুর-সহ মোট ৭০০ কিলোমিটার সীমান্ত এবং মালদার অংশে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। 'চিকেনস নেক' অঞ্চলে বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান ও চীনের সংযোগ রয়েছে, যা ভৌগোলিকভাবে অত্যন্ত সংবেদনশীল। এই সংবেদনশীল অঞ্চলে ভারতীয় সেনার ত্রিশক্তি কর্পস কাজ করছে। বৃহস্পতিবার রাত থেকে সেনার তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া হাসিমারা বায়ুসেনা ঘাঁটিতে রাফাল যুদ্ধবিমান, বিভিন্ন মিগ ভ্যারিয়েন্ট ও ব্রাহ্মোস ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েন করা হয়েছে। গোয়েন্দা সূত্রে খবর, পরিস্থিতি মোকাবিলায় এই ইউনিটগুলো বিশেষ সতর্ক। বাংলাদেশে অবস্থানরত ভারতীয় নাগরিক ও কূটনৈতিক স্থাপনার উপর সম্ভাব্য বড়সড় জঙ্গি হামলার ছক কষছে পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই। গোয়েন্দা রিপোর্ট অনুযায়ী, বছরের শেষের আগেই ভারতীয় হাইকমিশনার দপ্তর ও ভিসা দপ্তরে আত্মঘাতী হামলার পরিকল্পনা রয়েছে। এই ষড়যন্ত্রে সক্রিয় রয়েছে জামাত-ই-ইসলামি, নিষিদ্ধ হিজব উত তাহরির, আনসার আল ইসলাম এবং 'স্ট্র্যান্ডেড পাকিস্তানি' সম্প্রদায়। ১৭ ডিসেম্বর ঢাকায় ভারতের হাইকমিশন ঘেরাও কর্মসূচির পেছনে আইএসআই-এর হাত রয়েছে। পরিকল্পনা ছিল অগ্নিসংযোগ, ভাঙচুর এবং কূটনীতিকদের ওপর শারীরিক হামলা। নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকায় বড় বিপর্যয় এড়ানো সম্ভব হয়েছে। গোয়েন্দা রিপোর্টে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে ভারত বিরোধী কার্যক্রমের মূল পরিকল্পনাকারী আইএসআই। সম্প্রতি 'মোহাজির রেজিমেন্ট' নামে নতুন একটি জঙ্গি ইউনিট তৈরি হয়েছে, যেখানে পাকিস্তানি যুবকদের নিয়োগ করা হয়েছে। এই ইউনিটকে আত্মঘাতী হামলার প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। সবচেয়ে উদ্বেগজনক তথ্য হল, হামলার নীলনকশার নেতৃত্বে থাকতে পারে এক কুখ্যাত জিহাদি প্রকাশনার সম্পাদক। তিনি অনলাইন ও অফলাইন উভয় মাধ্যমেই উসকানি ছড়াচ্ছেন।

পথশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে কোটি টাকা ব্যয়ে নতুন পাকা রাস্তা, খুশি এলাকাবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ১৯ ডিসেম্বর ঃ দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান।

অবশেষে স্বাধীনতার পর প্রথম পাকা রাস্তা পেতে চলেছে মালদার গ্রাম। গ্রামে প্রবেশের প্রায় ২ কিলোমিটার রাস্তা বেহাল থাকায় সমস্যায় পড়েছিলেন প্রায় ছ'টি গ্রামের বাসিন্দারা। অল্প বৃষ্টি হলেই জলযন্ত্রণায় ভুগতে হত গ্রামবাসীদের। চারচাকা গাড়ি থেকে অ্যাম্বুল্যান্স, কোনও রকম যানবাহন প্রবেশ করত না গ্রামে। যার ফলে কেউ অসুস্থ হলে হাসপাতালে নিয়ে যেতেও সমস্যা হত। মালদা শহরের গা ঘেঁষা ইংরেজবাজার ব্লকের কাজিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের বাগবাড়ি থেকে পলাশবাড়ি যাওয়ার দীর্ঘ ২ কিলোমিটার রাস্তার এমন দশায় অতিষ্ট হয়ে একাধিকবার আন্দোলন ও পথ অবরোধ করেছিলেন গ্রামবাসীরা। অবশেষে স্বাধীনতার পর এই প্রথম পাকা রাস্তার কাজের সূচনা হল। পাকা রাস্তার কাজ শুরু হতেই আনন্দে ভাসেন গ্রামবাসীরা। এক গ্রামবাসী জানান, ঠাকুরদার আমল থেকে দেখে আসছি গ্রামের এই রাস্তা কাঁচা। স্বাধীনতার পর গ্রামে এই প্রথম পাকা রাস্তা হতে চলেছে। গ্রামের যান চলাচল তো দূরের কথা, মানুষের যাতায়াতের ক্ষেত্রেও সমস্যা হত। অল্প বৃষ্টিতেই কাদায় পরিপূর্ণ হত গোটা রাস্তা। তবে এবার এই রাস্তা হওয়ার পর গ্রামবাসীদের সমস্যা মিটবে। এদিন পথশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ১ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ঢালাই রাস্তার কাজের শিলান্যাস করেন মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ। ফিতে কেটে ও নারকেল ফাটিয়ে ঘটা করে ঢালাই রাস্তার কাজের সূচনা করা হয়। সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ জানান, গ্রামবাসীদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল। অবশেষে পথশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে সেই দাবি পূরণ হতে চলেছে। আগামী দিনে গ্রামের আরও উন্নয়নমূলক কাজ করা হবে। এই রাস্তা হওয়ার ফলে মালদার ইংরেজবাজার ব্লকের পলাশবাড়ি, দামোদরপুর, নাটভাটাপল্লী, শ্রীরামপুর, দুয়ারবাসিনি, বাগবাড়ি ইত্যাদি গ্রামের কয়েক হাজার বাসিন্দারা উপকৃত হবেন। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর এদিন ঢালাই রাস্তার কাজের সূচনার হওয়ায় আনন্দে ভাসেন গ্রামবাসীরা।

ফর্ম জমা না দিয়েই উধাও! এসআইআর-এর পর উদ্বেগ বাড়ছে নিষিদ্ধপল্লীতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আসানসোল, ১৯ ডিসেম্বর ঃ খসড়া তালিকা প্রকাশের পর চমকে দেওয়ার মতো তথ্য সামনে এল। উদ্বেগ রাজনৈতিক মহলেও। গোটা নিষিদ্ধপল্লীর ২০ শতাংশ ভোটার বাদ পড়ল এসআইআরে। আরও ২০ শতাংশের ম্যাপিং করা যায়নি বলে কমিশন সূত্রে খবর। মোট চারটি বুথ মিলিয়ে সামনে এল একই ছবি। বিরোধীদের অভিযোগ ভোটার নেই, কিন্তু ভোটার তালিকায় এই নামগুলো রেখে দেওয়া হয়েছিল। আর তৃণমূল এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী করছে বিএলও-দের। আসানসোলের কুলটির নিয়ামতপুর সংলগ্ন নিষিদ্ধপল্লীতে এই ছবি সামনে এসেছে। এসআইআর-এর প্রাথমিক পর্ব শেষ হওয়ার পর খসড়া তালিকা প্রকাশ হয়েছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে কুলটির নিষিদ্ধপল্লী সংলগ্ন চারটি বুথে ভোটার তালিকা থেকে মোট ভোটারের ২০ শতাংশ ভোটার বাদ পড়েছে। এসআইআর-এর শুরুতে চারটি বুথে মোট ভোটার সংখ্যা ছিল ৩ হাজার ৬২৭। খসড়া তালিকা প্রকাশের পর নাম বাদ গিয়েছে ৭৪২ জনের। যার মধ্যে মৃত ভোটারের সংখ্যা ১৩৯, অন্যত্র চলে গিয়েছে ৬৯ জন, এই চার বুথে ৫৩৪ জনের কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি, তাঁরা এনুমারেশন ফর্ম তুললেও আর জমা দেননি। এছাড়াও নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, ২০০২-এর তালিকার সঙ্গে ম্যাপিং করা যায়নি, এমন ভোটারের সংখ্যা ৬৮৪। উদ্বেগজনক তথ্য উঠে এল কুলটি বিধানসভার নিয়ামতপুর সংলগ্ন যৌনপল্লী এলাকাগুলিতে। বিরোধীদের দাবি, শাসকদল তৃণমূল এই ভুতুড়ে ভোটারদের কাজে লাগিয়েছে বছরের পর বছর। নিষিদ্ধপল্লী এলাকায় বাংলাদেশি যোগ থাকার অভিযোগও তুলেছেন বিরোধীদের। তবে অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল। তাঁরা এই নাম বাদ যাওয়ার পেছনে দায় চাপিয়েছেন বিএলওদের ওপর। তৃণমূল জেলা সহ সভাপতি বাচ্চু রায়ের বক্তব্য, যৌনকর্মীরা বাড়ির পরিচয় গোপন রেখে এখানে ব্যবসা করতে আসেন। তাঁরা ভয় পেয়ে অন্যত্র চলে গিয়েছেন বা ফর্ম তুলেও জমা করেননি। এখানে কোনও বাংলাদেশি যোগ নেই বলেই দাবি করা হয়েছে।

ডাকাতির ছক বানচাল, গ্রেফতার ৬

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৯ ডিসেম্বর ঃ এনজেপি থানার পুলিশ আবার ডাকাতির ছক বানচাল করলো। এই ঘটনায় গ্রেফতার ছয় জন। জানা গেছে, অসামাজিক কাজের উদ্দেশ্যে এনজেপি থানার অন্তর্গত ভুট্টাবাড়ি শ্মশানবস্তি এলাকার একটি ফাঁকা জায়গায় বেশ কিছু দুস্কৃতী জড়ো হয়েছিল । রাতে গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে এনজেপি থানার পুলিশ হানা দেয়। পুলিশ দেখে বেশ কয়েকজন পালিয়ে গেলেও ৬ জনকে হাতেনাতে ধরে ফেলা হয়। ধৃতরা হল সুবোধ মন্ডল, মিথিলেশ মালাকার, কৃষ্ণা সিং, বিকি সিং, অমিত বিশ্বাস ও বিপিন তাঁতি। ধৃতদের কাছ থেকে ধারালো অস্ত্র উদ্ধার হয়েছে। শুক্রবার ধৃত ছয়জনকে জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়। গোটা ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ।

ব্রাউন সুগার সহ গ্রেপ্তার এক কারবারী

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ১৯ ডিসেম্বর ঃ আবারো ব্রাউন সুগার সহ গ্রেফতার। ১ কেজি ব্রাউন সুগার সহ এক কারবারীকে গ্রেপ্তার করল ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। ধৃতকে সাতদিনের পুলিশি হেপাজতের আবেদনে আজ মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হয়েছে। ধৃত কারবারীর নাম আবদুল মাজেদ (১৯)। বাড়ি কালিয়াচকের হারুচক এলাকায়। বৃহস্পতিবার রাতে রথবাড়ির চাটাইপট্টি এলাকা থেকে ১ কেজি ব্রাউন সুগার সহ ওই যুবককে গ্রেপ্তার করে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ।

E-Tender Notice

e-Tenders are invited for different type of works under BEUP Fund of **N.I.e.T. No.-58/ EO/HPS/BEUP/2025-26 & 59/ EO/HPS/BEUP/2025-2026.** Documents and other details is available in the website **https:// wbtenders.gov.in.** The last date of submission for all the tenders are up to **14.00 hours** on dated **12/01/2026** respectively. Further, contact with the office of the undersigned for any quarries in the office hours.

Sd/- Executive Officer
Hariharpara Panchayat Samiti
Hariharpara, Murshidabad

ব্রেক ডিস্কের দে-রাস্টিং এবং আন্টি রাস্ট কোটিং

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. মেক-আরএনওয়াই-০৫-২০২৫-২৬; তারিখঃ ১৮-১২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **কাজের নামঃ** নাহরলগুন (এনএইচএলএন)এ ০৩ বছর সময়ের জন্য স্পেশাল পারপাস মেশিন (এসপিএম) ব্যবহার করে ব্রেক ডিস্ক এবং ক্যালিপারের উন্নত যান্ত্রিক নিবিড় দে-রাস্টিং এবং আন্টি রাস্ট কোটিং। **বিজ্ঞাপিত মূল্যঃ** ২৮,০০,৮৪৮/- টাকা; **বায়নার ধনঃ** ৫৬,০০০/-টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ০৮-০১-২০২৬ তারিখের ১১.০০ ঘন্টায়। টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনি. ডিএমই/রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

Bachhari Gram Panchayat
Shyampur-II Block

Notice Inviting e-Tender No.WB/ HZP/SHYII/BGP/NIET800/25-26
e-tender is invited by the Pradhan, Bachhari Gram Panchayat for total 8(Eight) Nos. different works. Last date of submission of Bid(Online) **08/ 01/2026 at 12.15 pm**. Date of Opening of Bid(Online) **10/01/2026 at 12.20 p.m**. For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**.

Sd/-Prodhan
Bachhari Gram Panchayat

KHIRPAI MUNICIPALITY
KHIRPAI, PASCHIM MEDINIPUR
Tender for **"Construction of Boundary Wall of Khirpai Sarada Ashram within Khirpai Municipal Area"**, **eNIT No. WBMAD/ULB/KM/CM/25-26/NIT-49**
Last date of submitting Bid: 16-01-2026 up to 9.30 AM
"For details visit at https://**wbtenders.gov.in**

Sd/-
Chairman
Khirpai Municipality

Office of The Block Development Officer
Pursurah Development Block
Hooghly
Tender has invited by the **Block Development Officer, Pursurah Development Block for Construction of PCC Roads, Light & others,** NIT No. 21/PUR/BDO/2025-26 Dt.-05.12.2025, Tender ID No. 2025_ZPHD_968481_1 to 26. Last date for submission of Tender: 07/01/26 up to 11.00 A.M., NIT NO. 22/PUR/BDO/2025-26 Dt-08.12.2025, Tender ID No 2025_ZPHD_971139_1 to 20. Last dates for submission of Tender: 07/01/26 up to 11.00 **A.M.** NIT NO. 23/PUR/BDO/2025-26 Dt-12.12.2025, Tender ID No 2025_ZPHD_973922_1 to 22. Last dates for submission of Tender: 10/01/26 up to 11.00 **A.M. &** NIT NO. 24/PUR/BDO/2025-26 Dt-15.12.2025, Tender ID No 2025_ZPHD_974915_1 to 13. Last dates for submission of Tender: 13/01/26 up to 11.00 **A.M.** wbtenders.gov.in

Sd/- Block Development Officer
Pursurah Development Block, Hooghly

NIQ, Govt. of West Bengal.

Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works. 1. Name of Work: "Provision for Temporary High Speed Internet Service during the programme to be attended by VVIP at Netaji Indoor Stadium, Kolkata on 22-12-2025" **[Job No. KIT/RW/ 113 of 25-26]**
SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-078/KIT/Q of 25-26)
Bid Submission Closing : **20.12.2025 up to 03.00 PM**
Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.

Sd/-
Executive Engineer, PWD
Kolkata IT Division

OFFICE OF THE SAHAPUR GRAM PANCHAYAT
P.O: BELKULAI, PS.-PANCHLA, Dist: HOWRAH
NOTICE INVITING e-TENDER No- (1) 239/SGP/NIT/APAS/2025-26, (2) 240/ SGP/NIT/APAS/2025-26, (3) 241/SGP/ NIT/APAS/2025-26 Date: 18/12/2025
For and on behalf of the Pradhan, Sahapur Gram Panchayat invites E-tender for **27(Twenty Seven)Nos**. different works. Last date of Submission of Tender **13.01.2026 at 12.00 Hrs**. Time & Date for opening of Technical Bids on **15.01.2026 at 12.00 Hrs**. For details visit GP office of any working days or visit website: https://wbtenders.gov.in

Sd/- Prodhan
Sahapur Gram Panchayat

GOVT OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE SHYAMPUR-II PANCHAYAT SAMITY
SASATI, HOWRAH,711312
Tender Ref No-WB/HOW/SHY-II/NIT-23/2025-26 Vide Memo No-887/Shy-II Dated-18/12/2025
On line e-Tender are Invited from Bonafide Contractor for this work. The details of Tender and Tender document will be made available on website **https://wbtenders.gov.in.** The last date of tender submission -**16.01.2026 at 10.00 PM.**

SD/-EXECUTIVE OFFICER
SHYAMPUR–II PANCHAYAT SAMITY
SASATI, HOWRAH, 711312

Office of the
Suti-I Panchayat Samity
Ahiran : Murshidabad
Tender Notice
Executive Officer, Suti – I Panchayat Samity invites sealed tender for: **1. NIT No:- 24/BEUP/2025/PS.** under Rural Road – BEUP, 58 – Jangipur LAC, vide Memo No: 848 (38)/PS., Dated: 18.12.2025, Total No. of Scheme 01 (One) no. Last date of Application : 26.01.2026 upto 17.00 PM. Details visit the website **https://wbtenders.gov.in** All particulars may be seen in the official notice board of the Undersigned and any one may contact Executive Officer, Suti – I Panchayat Samity.

Sd/-
Executive Officer
Suti-I Panchayat Samity
Ahiran : Murshidabad

OFFICE OF THE CHITMU GRAM PANCHAYAT
At-Pogro, PO-Khatanga, PS-Kotshila, Dist.-Purulia, 723213
Notice Inviting Tender No: 02/CGP/2024-25
Pradhan, Chitmu Gram Panchayat invites E-tender for 06(Six) Nos. different works. Source of Fund: 15 th FC. Date of Sale of Tender Form on any working day from **10/12/2025 to 26/12/25 from 12.00AM to 3.00 PM.** Last date of dropping of Sealed Tender Form on or before **29/12/2025 up to 2.00 PM**. Date of Opening of Tender **30/12/2025 at 1.00 pm.** For details please visit office of the undersigned on any working days.

Sd/- Pradhan
Chitmu Gram Panchayat

Office of the Pradhan
DALDALI GRAM PANCHAYAT
NOTICE INVITING e-TENDER No. NIeT No.- 04/DGP/1088/2025-26
E-Tender is invited from experienced and resourceful bidders for execution of 4(Four) Nos. different works. Last date of submission of Bid(online) **26/12/2025 at 05.00 PM.** Date of opening of Bid (Technical) **29/12/ 2025 at 12:00 PM**. For details please visit website **https:// wbtenders.gov.in** or office of the undersigned on any working days.

Sd/- Pradhan
Daldali Gram Panchayat

E-Tender Notice

e-Tenders are invited for different type of works under APAS Fund of **N.I.e.T. No.-60/HPS/APAS/ 2025-26**. Documents and other details is available in the website **https://tenders.wb.gov.in/ nicgep/app.** The last date of submission for all the tenders are up to **14.00 hours** on dated **26/ 12/2025** respectively. Further, contact with the office of the undersigned for any quarries in the office hours.

Sd/- Executive Officer
Hariharpara Panchayat Samiti
Hariharpara, Murshidabad

খড়গপুর ডিভিসনে মাইনর ইউনিটের চুক্তিস্বত্ব বণ্টনের জন্য ই-নিলাম

ই-অকশন নোটিস নং কেজিপি/সিএটিজি-এমপিএস/২০২৫ তারিখ ১৯.১২.২০২৫
ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে, সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, খড়গপুর ডিভিসন, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে কর্তৃক ● খড়গপুর ডিভিসনে ০৫ (পাঁচ) বছরের মেয়াদের জন্য খড়গপুর ডিভিসনে খড়গপুর (২টি), হাউড় (১টি), আন্দুল (১টি), কোলাঘাট (১টি), আবাদা (১টি), গিরিময়দান (১টি), আমতা (১টি), বীরশিবপুর (১টি), মৌরীগ্রাম (১টি), মেচেদা (২টি), উলুবেড়িয়া (১টি), সাঁতরাগাছি (৩টি) এবং শালিমার (৬টি) রেলওয়ে স্টেশনে ক্যাটারিং ইউনিটের ব্যবস্থা করার জন্য **ক্যাটালগ নং ঃ সিএটিজি-কেজিপি-২৫-২২**-এর মাধ্যমে ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। **নিলামের তারিখ ঃ** ০৯.০১.২০২৬। **নিলাম শুরুর/বন্ধের সময় ঃ** যথাক্রমে **সকাল ১০টা এবং দুপুর ২টো** ● খড়গপুর ডিভিসনে ০৫ (পাঁচ) বছরের মেয়াদের জন্য খড়গপুর ডিভিসনে পাঁশকুড়া (১টি), বালেশ্বর (১টি), খড়গপুর (২টি), শালিমার (৭টি), বেলদা (১টি), রূপসা (১টি), বস্তা (১টি), ঝাড়গ্রাম (১টি), জলেশ্বর (৫টি), কাঁথি (২টি), দীঘা (২টি), চাকুলিয়া (১টি), মারকোনা (১টি) এবং দাঁতন (১টি) রেলওয়ে স্টেশনে ক্যাটারিং ইউনিটের ব্যবস্থা করার জন্য **ক্যাটালগ নং ঃ কেজিপি-এমপিএস-২৫-১২**-এর মাধ্যমে ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। **নিলামের তারিখ ঃ ০৯.০১.২০২৬। নিলাম শুরুর/বন্ধের সময় ঃ** যথাক্রমে **সকাল ১০টা এবং দুপুর ২টো ৫০ মিনিটে,** যা **https://www.ireps.gov.in/**ওয়েবসাইটে বিজ্ঞাপিত হয়েছে। এজেন্সি/ক্যাটারিং কন্ট্র্যাক্টরদের এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে এবং বিশদ ও এই সম্পর্কিত তথ্যাদির জন্য ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি পড়তে বলা হচ্ছে। কোনো জিজ্ঞাস্য থাকলে/ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে নিম্নস্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন।

(PR-644) **সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, খড়গপুর**

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে রেল পরিষেবা

OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
Purulia-I Development Block, Chakda, Purulia
NOTICE INVITING TENDER NO:
NIeT-WBPUR/BDO/NIeT-31/25-26
E-tenders are invited by the undersigned from eligible bonafide contractors having requisite credentials and other valid documents upto **2.55 PM of 03/01/2026** for **8 nos** schemes under TDD 2025-26.
For details intending participants may contact to the office of the undersigned or visit website **www.wbtenders.gov.in** in any working day before the Last date for submission of bid documents.

Block Development officer
Purulia-I Development Block

Hooghly-Chinsurah Municipality
Mahendra Mitra Road, Pipulpati, PO & Dist.-Hooghly
Tel.: 2680-2899/2319, Telefax:-2680-6092
Notice for invitation e-Tender
e-Tender Notice No- WBMAD/C/HCM/Eng/APAS/NIT24/12e/25
Memo No- 3024/Eng/S.D Dated: 16.12.2025
e-Tenders are invited from the experience and reliable contractors for Civil & Electrical works under this Municipality. Vide e-Tender ID No. **2025_MAD_5003576 _01-31** Closing date of Bid submission is **31.12.2025 up to 14.50 hours**. Detailed information will be available from PWD Dept. of this Municipality under APAS Scheme & visit website- **https:// tenders.wb.gov.in**

Sd/- Chairman/Executive Officer
Hooghly Chinsurah Municipality

ব্যাঁক আঁফ ইন্ডিয়া Bank of India **BOI**
Relationship beyond Banking

সম্পদ পুনরুদ্ধার শাখা-সুরাট
৫ম তলা, ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া বিল্ডিং, কানপিঠ, লালগেট, সুরাট, গুজরাট-৩৯৫০০৩
মোবাইলঃ ৯৯২৪৮ ৬৯৭৬৮

ই- নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
(সারফেসি আইন ২০০২ এর অধীনে স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

সারফেইসি আইন, ২০০২-এর অধীনে সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য স্টার মেগা ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর বিধি ৮ (৬)-এর শর্তাবলী অনুযায়ী স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

ই-নিলামের তারিখ ও সময়ঃ ২৮.০১.২০২৬ | **সময়কালঃ সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত (বন্ধ হওয়ার শেষ ১০ মিনিটের মধ্যে দরপত্র জমা পড়লে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সময় বাড়ানোর শর্ত প্রযোজ্য)।**

ঋণগ্রহীতা / জামিনদার/ মালিক/ অংশীদার/ সম্পত্তির বন্ধকদাতার নাম	বিক্রয়যোগ্য সম্পত্তির সম্পূর্ণ বিবরণ	সারফেইসি নোটিশ অনুযায়ী ব্যাংক পাওনার বিস্তারিত বিবরণ	দখল	সর্বনিম্ন সংরক্ষিত মূল্য (টাকা)	আমানত (ইএমডি) সংরক্ষিত মূল্যের ১০ শতাংশ (টাকা, নিকটতম পূর্ণসংখ্যায় রূপান্তরিত)
আইডিয়াল মুভার্স প্রাইভেট লিমিটেড (আইডিয়াল মুভার্স প্রাইভেট লিমিটেড এবং আইডিয়াল রিসোর্সেস প্রাইভেট লিমিটেডের একীভূত সত্তা) (এর পরিচালকদের মাধ্যমে) শ্রী নকুল শ্রাবণ হিমাসিংকা (পরিচালক / জামিনদার) শ্রী তীর্থরাজ হিমাসিংকা (পরিচালক/ জামিনদার) শ্রী রাঘব হিমাসিংকা (পরিচালক/ জামিনদার) আইডিয়াল ফাইন্যান্সিং কর্পোরেশন লিমিটেড (জামিনদার) (এর পরিচালকদের মাধ্যমে) ডেনজং ট্রেডিং কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড (জামিনদার) (এর পরিচালকদের মাধ্যমে) আইডিয়াল জিমনেসিয়াম প্রাইভেট লিমিটেড (জামিনদার) (এর পরিচালকের মাধ্যমে) প্রয়াত শ্রী শ্রাবণ হিমাসিংকার সকল বৈধ উত্তরাধিকারীদের মাধ্যমে শ্রীমতী কনক হিমাসিংকা শ্রীমতী একতা সোধানি শ্রী নকুল হিমাসিংকা	কলকাতা, চৌরঙ্গী রোড, হোল্ডিং নং (প্রাঙ্গণ) ৫৭ ঠিকানায় অবস্থিত ভবনের ৫ম তলায় ৭৮২৬ বর্গফুট সুপার বিল্ট-আপ এলাকার একটি লিজহোল্ড বাণিজ্যিক স্থান, যার মালিক গ্রুপ কোম্পানি আইডিয়াল জিমন্যাসিয়াম প্রাইভেট লিমিটেড এবং যা উক্ত সম্পত্তির একজন সাব-লিজগ্রহীতা (সাব-লিজদাতা হলেন নর্টেক্স মিলস লিমিটেড), সাথে সমস্ত পার্কিং স্থানসহ। লিজের মেয়াদঃ লিজহোল্ড।	ধারা ১৩(২) অনুযায়ী ১৮ নভেম্বর ২০২২ তারিখের নোটিশ অনুসারে, টাকার পরিমাণঃ ১,২৩,৩৯,৩৮,৭২৮.৫০ (একশ তেইশ কোটি উনচল্লিশ লক্ষ আটত্রিশ হাজার সাতশ আটাশ টাকা এবং পঞ্চাশ পয়সা মাত্র) সহ অতিরিক্ত সুদ এবং আনুষঙ্গিক খরচ ইত্যাদি।	প্রতীকী দখল	১০,৫২,০০,০০০ টাকা (দশ কোটি বায়ান্ন লক্ষ টাকা মাত্র)	১,০৫,২০,০০০ টাকা (এক কোটি পাঁচ লক্ষ বিশ হাজার মাত্র)

তবে, নিলামে অংশগ্রহণের পূর্বে দরদাতাদের অবশ্যই ঘটনাস্থলে এবং রাজস্ব রেকর্ড থেকে উপরোক্ত সম্পত্তি / সম্পত্তিগুলোর পরিমাপ যাচাই করে নিতে হবে।

ই-নিলামের শর্তাবলী নিম্নরূপঃ ১. ই-নিলামটি 'যেমন আছে যেখানে আছে ভিত্তিতে', 'যেমন আছে যা আছে ভিত্তিতে' অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং এটি 'অনলাইনে' পরিচালিত হবে। ২. আরও বিস্তারিত তথ্য, প্রক্রিয়া পরিচালন এবং শর্তাবলী ডাউনলোড করার জন্য, অনুগ্রহ করে দেখুন- ক. https://www.bankofindia.bank.in, খ. আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারীর ওয়েবসাইটের ঠিকানা - https://baanknet.com। দরদাতারা https://baanknet.com ওয়েবসাইটটি দেখতে পারেন, যেখানে দরদাতাদের জন্য শিক্ষামূলক ভিডিও সহ 'নির্দেশিকা' উপলব্ধ রয়েছে। দরদাতাদের নিম্নলিখিত আনুষ্ঠানিকতাগুলি যথেষ্ট আগে থেকে সম্পন্ন করতে হবেঃ ধাপ ১. দরদাতা / ক্রেতা নিবন্ধনঃ দরদাতাকে তার মোবাইল নম্বর এবং ইমেল-আইডি ব্যবহার করে ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে (উপরে দেওয়া লিঙ্ক) নিবন্ধন করতে হবে, ধাপ ২ঃ কেওয়াইসি যাচাইকরণঃ দরদাতাকে প্রয়োজনীয় কেওয়াইসি নথি আপলোড করতে হবে। কেওয়াইসি নথিগুলি ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী দ্বারা যাচাই করা হবে (এতে ২ কার্যদিবস সময় লাগতে পারে)। ধাপ ৩ঃদরদাতার গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটে ইএমডি পরিমাণ স্থানান্তরঃ ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে তৈরি চালানের মাধ্যমে NEFT / স্থানান্তরের মাধ্যমে অনলাইন/ অফলাইন তহবিল স্থানান্তর, ২৮.০১.২০২৬ তারিখের বিকাল ৪.০০ টার মধ্যে বা তার আগে। ধাপ ৪ঃ দরপত্র প্রক্রিয়া এবং নিলামের ফলাফলঃ আগ্রহী নিবন্ধিত দরদাতারা ধাপ ১, ২ এবং ৩ সম্পন্ন করার পর ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে অনলাইনে দর দিতে পারবেন। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে দরদাতাকে ই-নিলামের তারিখের অনেক আগে ধাপ ১ থেকে ধাপ ২ পর্যন্ত সম্পন্ন করতে হবে। ৩. অনুমোদিত কর্মকর্তার জ্ঞান ও তথ্য অনুযায়ী, সম্পত্তি/ সম্পত্তিগুলির উপর কোনো দায়বদ্ধতা নেই। তবে, আগ্রহী দরদাতাদের তাদের দর জমা দেওয়ার আগে নিলামে তোলা সম্পত্তি/ সম্পত্তিগুলির দায়বদ্ধতা, মালিকানা এবং সম্পত্তিকে প্রভাবিত করে এমন দাবি/ অধিকার/ বকেয়া সম্পর্কে নিজস্ব স্বাধীন তদন্ত করা উচিত। ই-নিলামের বিজ্ঞাপনটি ব্যাংকের কোনো প্রতিশ্রুতি বা কোনো প্রতিনিধিত্ব গঠন করে না এবং বলে গণ্য হবে না। সম্পত্তিটি ব্যাংক কর্তৃক জ্ঞাত বা অজ্ঞাত সমস্ত বিদ্যমান এবং ভবিষ্যতের দায়বদ্ধতা সহ বিক্রি করা হচ্ছে। অনুমোদিত কর্মকর্তা/ সুরক্ষিত পাওনাদার কোনো তৃতীয় পক্ষের দাবি/ অধিকার/ বকেয়ার জন্য কোনোভাবেই দায়ী থাকবেন না। বিক্রয়ের জন্য রাখা সম্পত্তি/ সম্পত্তি সম্পর্কে অনলাইন দর জমা দেওয়ার পরে কোনো প্রকৃতির কোনো দাবি গ্রহণ করা হবে না। ৪. পরিদর্শনের তারিখ ১৭.০১.২০২৬, সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা পর্যন্ত, উপরে উল্লিখিত অনুমোদিত কর্মকর্তার সাথে পূর্বনির্ধারিত অ্যাপয়েন্টমেন্ট সাপেক্ষে। ৫. দরপত্র শুধুমাত্র অনলাইন পদ্ধতির মাধ্যমে জমা দিতে হবে। ৬. দরদাতারা বিক্রয়ের শর্তাবলী পড়েছেন ও বুঝেছেন বলে গণ্য হবেন এবং সেগুলি মেনে চলতে বাধ্য থাকবেন। ৭. দাখিলকৃত দর অবশ্যই সংরক্ষিত মূল্যের উপরে হতে হবে এবং দরদাতারা তাদের পরবর্তী প্রস্তাবগুলি ১,০০,০০০ /- (এক লক্ষ টাকা মাত্র) এর গুণিতকে বৃদ্ধি করবেন। ৮. দরপত্র জমা দেওয়ার আগে সম্পত্তিটি পরিদর্শন করে সন্তুষ্ট হওয়ার দায়িত্ব আগ্রহী দরদাতাদেরই। ৯. সফল দরদাতার আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) আংশিক বিক্রয়মূল্য হিসাবে রাখা হবে এবং ব্যর্থ দরদাতাদের EMD ফেরত দেওয়া হবে। ১০. বায়নার টাকার উপর কোনো সুদ প্রদান করা হবে না। সফল দরদাতাকে অনুমোদিত কর্মকর্তা কর্তৃক দর গৃহীত হওয়ার সাথে সাথেই প্রদত্ত বায়না সহ বিক্রয় মূল্যের ২৫ শতাংশ জমা দিতে হবে এবং বিক্রয় মূল্যের অবশিষ্ট ৭৫ শতাংশ বিক্রয়ের ১৫তম দিনের মধ্যে বা তার আগে জমা দিতে হবে। নিলাম বিক্রয়টি ব্যাংক কর্তৃক নিশ্চিতকরণের অধীন। সফল দরদাতা কর্তৃক অর্থ জমা দিতে ব্যর্থ হলে, ইতিমধ্যে জমা দেওয়া সম্পূর্ণ অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সম্পত্তিটি পুনরায় নিলামে তোলা হবে এবং ব্যর্থ দরদাতার সম্পত্তি / অর্থের উপর কোনো দাবিঅধিকার থাকবে না। ১১. ইন্টারনেট নেটওয়ার্ক সমস্যা/ বিদ্যুৎ বিভ্রাট/ অন্য কোনো প্রযুক্তিগত ত্রুটি/ ব্যর্থতা ইত্যাদির জন্য অনুমোদিত কর্ম/কর্তাব্যাংক বা ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী কেউই দায়ী থাকবেন না। এই ধরনের সম্ভাব্য পরিস্থিতি এড়াতে আগ্রহী দরদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে, তারা যেন ই-নিলাম কার্যক্রমে সফলভাবে অংশগ্রহণের জন্য পর্যাপ্ত পাওয়ার ব্যাক-আপ ইত্যাদি সহ প্রযুক্তিগতভাবে সুসজ্জিত থাকেন। ১২. ক্রেতাকে প্রযোজ্য স্ট্যাম্প ডিউটি/রেজিস্ট্রেশন ফি/ অন্যান্য চার্জ ইত্যাদি এবং যেকোনো পক্ষের কাছে পাওনা সমস্ত বিধিবদ্ধ/ অবিধিবদ্ধ বকেয়া, কর, মূল্যায়ন চার্জ ইত্যাদি বহন করতে হবে। ১৩. অনুমোদিত কর্মকর্তা/ ব্যাংক সর্বোচ্চ দর গ্রহণ করতে বাধ্য নন এবং যেকোনো বা সমস্ত দর গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অথবা ই-নিলাম স্থগিতমুলতবিবাতিল করার বা কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই যেকোনো পর্যায়ে নিলাম প্রক্রিয়া থেকে যেকোনো সম্পত্তি বা তার অংশবিশেষ প্রত্যাহার করার সম্পূর্ণ অধিকার ও বিচক্ষণতা রাখেন। ১৪. বিক্রয় সনদ শুধুমাত্র ক্রেতা/ আবেদনকারীর নামেই জারি করা হবে এবং অন্য কোনো নামে জারি করা হবে না। ১৫. এই বিক্রয়টি সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে নির্ধারিত নিয়মাবলীশর্তাবলীর অধীন হবে। বিক্রয়ের শর্তাবলী সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য/ জিজ্ঞাসা থাকলে প্রদত্ত যোগাযোগ নম্বরে সংশ্লিষ্ট শাখা থেকে জানা যাবে। ১৬. এটি সারফেইসি আইনের বিধান অনুযায়ী উপরোক্ত অ্যাকাউন্টগুলির ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার/ বন্ধকদাতাদের জন্য ৩০ দিনের একটি বাধ্যতামূলক নোটিশ, যেখানে তাদের উপরোক্ত তারিখে বিক্রয়/ নিলাম অনুষ্ঠিত হওয়ার বিষয়ে অবহিত করা হচ্ছে। ১৭. প্রযোজ্য ক্ষেত্রে টিডিএস সহ অন্যান্য বিধিবদ্ধ বকেয়া, রেজিস্ট্রেশন চার্জ, স্ট্যাম্প ডিউটি ইত্যাদি ক্রেতাকে বহন করতে হবে।

স্থান-সুরাট, তারিখ-১২।১২।২০২৫

অথোরাইজড অফিসার, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
সম্পদ পুনরুদ্ধার শাখা-সুরাট

লখনউয়ের দর্শকরা অবশেষে টিকিটের টাকা ফেরত পাচ্ছেন

লখনউ, ১৯ ডিসেম্বরঃ বৃষ্টি নয়, ধোঁয়াশায় ভেস্তে গিয়েছে ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা চতুর্থ টি-২০ ম্যাচ। সেই নিয়ে ক্ষোভে ফুঁসছেন ক্রিকেটপ্রেমীরা। পরিস্থিতি সামাল দিতে অবশেষে উত্তরপ্রদেশ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন জানিয়েছে, দর্শকদের টিকিটের দাম ফেরত দেওয়া হবে। তবে রিফান্ডের জন্য একগুচ্ছ নিয়ম বেঁধে দেওয়া হয়েছে। বুধবার সন্ধে সাতটা থেকে চতুর্থ টি-টোয়েন্টি শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আচমকাই জানা যায় যে, অত্যধিক বায়ুদূষণে সৃষ্ট কুয়াশার কারণে পিছিয়ে যাচ্ছে টস। সেই সময় অবস্থা এতটা খারাপ ছিল যে, দু'হাত দূরে কিছু দেখা যাচ্ছিল না! খুব স্বাভাবিক ভাবে প্রশ্ন উঠছে, এ অবস্থায় লখনউয়ে খেলা ধার্য করা হল কেন? ওয়াকিবহাল মহল প্রশ্ন তুলছে, এটা তো জানাই ছিল যে শীতের সময় উত্তর ভারতে বায়ুদূষণ ভয়াবহ জায়গায় যায়। লখনউয়ে যে এ জিনিস হতে পারে, আন্দাজ করা খুব কঠিন নয়। তা হলে কেন আগাম সতর্কতা নেওয়া হল না? বোর্ড মহলের কেউ কেউ বলছেন, উত্তর ভারতে এই সময় ম্যাচ দেওয়াটা

অতীব বোকামি। ম্যাচ বাতিলে ক্ষুব্ধ আমজনতাও। দীর্ঘ সময় মাঠে বসে থেকেছেন তাঁরা। লখনউয়ের মাটিতে প্রথম আন্তর্জাতিক টি-২০ দেখার টিকিট কেটেও ম্যাচ দেখার সৌভাগ্য হয়নি তাঁদের। এহেন পরিস্থিতিতে টিকিটের দাম ফেরত চেয়ে বিসিসিআইকে কাঠগড়ায় তুলেছেন বুধবারের ম্যাচের দর্শকরা। তবে বৃহস্পতিবারই সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া জানিয়েছেন, এই বিষয়টি রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার নিয়ন্ত্রণে থাকে। তাই টিকিটের দাম ফেরতের বিষয়টি নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবে উত্তরপ্রদেশ ক্রিকেট সংস্থা। সংস্থার তরফে বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে, অনলাইনে যাঁরা টিকিট কেটেছেন, তাঁদের ইমেলে জানিয়ে দেওয়া হবে রিফান্ডের যাবতীয় তথ্য। যাঁরা অফলাইন টিকিট কেটেছেন, তাঁদের জন্য বেঁধে দেওয়া হয়েছে নির্দিষ্ট সময়সীমা। টিকিট এবং পরিচয়পত্র নিয়ে একানা স্টেডিয়ামে যেতে হবে তাঁদের। জমা দিতে হবে ব্যাঙ্ক ডিটেলসও। ফর্ম ফিলাপ করে জমা দিলে তবেই দর্শকদের অ্যাকাউন্টে ঢুকবে টিকিটের টাকা।

দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় শীর্ষ লিগ করতে আগ্রহী ক্লাবজোট

অস্তিত্ব সংকটে ভুগছে ফেডারেশন

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বরঃ ক্লাবগুলির থেকে চাঁদা তুলে আইএসএল হবে? ভবিষ্যতে তেমন হলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। আইএসএল জট কাটাতে

বৃহস্পতিবারের বৈঠকে ক্লাবগুলির কাছে সমাধান চেয়েছিল ক্রীড়া মন্ত্রক। এর ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই লিগ পরিচালনার পূর্ণ স্বত্ব এবং মালিকানা চেয়ে কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রকের কাছে প্রস্তাব পেশ করল সম্মিলিত ক্লাব জোট। আইএসএল করতে চেয়ে ১২টি ক্লাবের সম্মিলিত জোট কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রক ও সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনকে এই মর্মে চিঠি পাঠাল। যদিও তাতে অবশ্য ইস্টবেঙ্গল নেই। জানা গিয়েছে, বার্ষিক ১০ কোটি টাকা ফেডারেশনকে দিয়ে আইএসএল আয়োজন করতে চায় ক্লাব জোট। আর এই মর্মে ইস্টবেঙ্গল বাদ দিয়ে সই করেছে বাকি ক্লাবগুলি। মন্ত্রণালয়ে পাঠানো চিঠিতে ক্লাবগুলি যে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে, এই অনুদান যাতে দেশের তৃণমূল পর্যায়ে ব্যবহার করা হয়। সেখানে তারা এআইএফএফ-কে কেবল নিয়ন্ত্রক হিসাবে চায়। শর্তাবলি পূরণ হলে ক্লাবগুলি ৪৫ দিনের মধ্যে আইএসএলের ২০২৫-২৬ মরশুম শুরু করার পরিকল্পনা করছে। তবে চলতি মরশুমের জন্য ফেডারেশনকে কোনও অর্থ দেওয়ার ইচ্ছা তাদের নেই। ২০২৬-২৭ মরশুমের পর থেকে এআইএফএফ-কে ১০ কোটি টাকা দিতে পারে ক্লাব জোট। চিঠিতে আরও বলা হয়েছে, 'ক্লাবগুলি স্বীকার করে প্রস্তাবিত পরিকাঠামোর জন্য এআইএফএফের সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজন হতে পারে।' প্রসঙ্গত, ফেডারেশনের বিশেষ সাধারণ সভায় স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল নতুন সংবিধানকে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মতো এই সংবিধান গ্রহণ করা হয়। ক্লাবজোট যে বিষয়গুলির কথা তুলে ধরেছে সেখানে স্পষ্ট বলা হয়েছে, ফেডারেশন কোনও সংস্থাকে স্থায়ী অধিকার দেবে। তবে ক্লাবগুলোর কাছেই সম্মিলিতভাবে মালিকানা থাকবে। সেখানে আইএফএফেরও বিশেষ শেয়ার থাকবে। ক্লাব চাইলে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিয়ে অংশীদার আনতে পারবে। অন্যদিকে, ফেডারেশনের হাতে স্থায়ী পরিচালক মনোনয়নের মানদণ্ড থাকবে। এখানেই শেষ নয়, নিয়ম শৃঙ্খলার বিষয়টি দেখবে আইএফএফ। লাইসেন্সিং সংক্রান্ত খুঁটিনাটিও দেখবে তারা। রেফারি নিয়োগের বিষয়ও থাকবে তাদের আয়ত্তে। চিঠিতে আরও বলা হয়েছে, জাতীয় দলের সূচি অনুযায়ী লিগের দিনক্ষণ ঠিক করা হবে। তাছাড়াও ক্লাব এবং লিগ কোম্পানির দায়িত্ব হল আর্থিক স্বচ্ছতা বজায় রেখে মিডিয়া, বিজ্ঞাপন এবং ডিজিটাল রাইটস সামলানো। একই সঙ্গে সেখানে থাকছে মানসম্মত সম্প্রচারের বিষয়ও। এই পরিস্থিতিতে ক্লাবগুলি ফেডারেশনকে তাদের প্রস্তাবটি বিবেচনা করে ক্রীড়া মন্ত্রকের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করেছে। উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার ক্লাবদের সঙ্গে ভার্চুয়ালি বৈঠকে আলোচনায় বসেছিল কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রক। সেখানে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশন কর্তারাও। এই বৈঠকে ক্লাবগুলির প্রতিনিধিদের কাছে জানতে চাওয়া হয়, আইএসএল করার বিষয়ে তাঁদের কোনও প্রস্তাব রয়েছে কি না। সেই প্রস্তাব ফেডারেশনের এজিএমে আলোচনা হবে। একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রকের তরফে এই বৈঠকে জানিয়ে দেওয়া হয়, কিছু দিনের মধ্যেই আইএসএল শুরু হবে। তবে এই প্রতিযোগিতা আয়োজনে কোনও রকম অর্থ দেবে না কেন্দ্র। শুধুমাত্র এই সমস্যা কাটাতেই সাহায্য করবে তারা। এখন দেখার, এই মরশুমের লিগ আয়োজন নিয়ে অচলাবস্থা কাটে কি না। জানা গিয়েছে, আইএসএল ক্লাবের এই একই প্রস্তাব নিয়ে ফেডারেশনের ২০ ডিসেম্বরের এজিএমে আলোচনা হতে পারে।

রোনাল্ডোকে ছাড়া পর্তুগাল আরও ভালো? দ্বিমত ফার্নান্দেজের

বয়স ৪০ ছাড়িয়ে গেছে বেশ আগে। দুই পায়ে গতি কমেছে স্বাভাবিকভাবেই। তবে গোলের ক্ষুধা এখনও কমেনি ক্রিস্তিয়ানো রোনাল্ডোর। ক্লাব কিংবা জাতীয় দল, সবখানে নিয়মিত জালের দেখা পান তিনি। তবুও অনেকে পর্তুগাল দলে তার অবদান নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। ওইসব সমালোচকদের উদ্দেশেই যেন ব্রুনো ফার্নান্দেজ বললেন, জাতীয় দলে এখনও অনেক অবদান রাখেন রোনাল্ডো।

তুরিন, ১৯ ডিসেম্বরঃ অনেকে আবার ইঙ্গিত করেন, রোনল্ডোকে ছাড়াই বর্তমানের পর্তুগাল জাতীয় দল বেশি ভালো। তাদের সঙ্গে একমত নন পর্তুগালের অভিজ্ঞ মিডফিল্ডার ফার্নান্দেজ। বিশ্বকাপের মূল পর্বের টিকেট নিশ্চিত করার আশায় গত মাসে রিপাবলিক অব আয়ারল্যান্ডের মাঠে খেলতে নেমে ২-০ গোলে হেরে যায় পর্তুগাল। যে পরাজয়ের পেছনে দায় ছিল রোনাল্ডোর। প্রথমার্ধেই দুই গোল হজম করার পর, দ্বিতীয়ার্ধে মেজাজ হারিয়ে লাল কার্ড দেখেন তিনি। শেষের আধা ঘণ্টা একজন কম নিয়ে আর ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি পর্তুগাল। ওই কার্ডের নিষেধাজ্ঞায় পরের ম্যাচে খেলতে পারেননি পাঁচবারের বর্ষসেরা ফুটবলার। তবে, তাকে ছাড়াই দুর্দান্ত পারফরম্যান্সে আর্মেনিয়াকে ৯-১ গোলে বিধ্বস্ত করে লক্ষ্যে পৌঁছায় তারা। 'রোনাল্ডোবিহীন' পর্তুগাল দল আরও ভালো' যারা আগে থেকে এই কথা বলে আসছেন, আর্মেনিয়ার বিপক্ষে পর্তুগালের ওই জয়ের পর তাদের কণ্ঠস্বর আরও জোরাল হয়। পর্তুগিজ টিভি চ্যানেল ক্যানাল ১১-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ওই প্রসঙ্গে নিজের মত জানান ফার্নান্দেজ।

''ক্রিস্তিয়ানো (রোনাল্ডো) ডি-বক্সে এখনও অনেক উঁচু মানের খেলোয়াড়। তিনি ডিফেন্ডারদের আকর্ষণ করেন এবং তাতে অন্যদের জন্য জায়গা তৈরি হয়। যদি ক্রিস্তিয়ানো না খেলে, (পিএসজির) গনসালো রামোস খেলবে, গনসালো চাপ তৈরি করায় আরও শক্তিশালী এবং কোনাকুনি আক্রমণ শাণানোয় ভালো। আমি যখন খেলি না, বের্নার্দো (সিলভা) খেলে ১০ নম্বর হিসেবে। বের্নার্দো আমাদেরকে আরও বেশি পজেশন রাখতে সাহায্য করে। আমি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শেষ পাস দিয়ে থাকি। দলে বিষয়গুলো এভাবেই হয়ে থাকে। সব খেলোয়াড়ই কিছু না কিছু যোগ করে আমাদের সবার মতো ক্রিস্তিয়ানোও তাই। কীভাবে মানিয়ে নিতে হয়, আমাদের জানতে হবে এবং পরস্পরের দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে, যেন দল লাভবান হয়।'' ২০০৩ সালে জাতীয় দলে অভিষেকের পর থেকে আন্তর্জাতিক ফুটবলে ২২৬ ম্যাচে ১৪৩ গোল করেছেন রোনাল্ডো, যা বিশ্বরেকর্ড। অনেকদিন আগে থেকেই এই রেকর্ড তার দখলে। ২০২২ সালের বিশ্বকাপে শেষ ষোলো ও কোয়ার্টার ফাইনালে তাকে ওই সময়ের কোচ ফার্নান্দো সান্তোস শুরুর একাদশ থেকে বাদ দিলে, জাতীয় দলে রোনাল্ডোর ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়। তবে সৌদি প্রো লিগের দল আল নাসরের হয়ে নিয়মিত গোল করে রোনাল্ডো জানান দেন, ফুরিয়ে যাননি তিনি। সান্তোসের উত্তরসূরি রবের্তো মার্তিনেসের কোচিংয়ে আবার পর্তুগালের শুরুর একাদশে নিজেও জায়গাও পাকা করেন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড, রিয়াল মাদ্রিদ ও জুভেন্তাসের প্রাক্তন ফরোয়ার্ড।

জর্ডনের হৃদয় ভেঙে আরব কাপের শিরোপা জিতল মরক্কো

সংবাদ সংস্থা, কাতার, ১৯ ডিসেম্বরঃ কাতারের লুসাইল স্টেডিয়ামে বৃহস্পতিবার ৩-২ গোলে জিতেছে মরক্কো। ওসামা তান্নানের গোলে এগিয়ে থেকে বিরতিতে যায় মরক্কো। দ্বিতীয়ার্ধে শুরুতে সমতা ফেরানোর পর সফল স্পট কিকে দলকে এগিয়ে নেন আলি ওলওয়ান। শেষ দিকে সমতা ফেরানোর পর অতিরিক্ত সময়ে ব্যবধান গড়ে দেন আব্দেররাজ্জাক হামেদ-আল্লাহ। ম্যাচের শুরুতেই এগিয়ে যায় মরক্কো। চতুর্থ মিনিটে ৩৫ গজ দূরের থেকে গতিময় শটে জালে খুঁজে নেন তান্নানে। আট মিনিট পর ডি বক্সের বাইরে থেকে কারিম এল বেরকাউয়ির জোরাল শট ঠেকিয়ে ব্যবধান বাড়তে দেননি জর্ডন গোলরক্ষক। ৩৩তম মিনিটে ম্যাচে নিজেদের প্রথম বড় সুযোগ পায় জর্ডান। হুসাম আবু আল দাহাবের হেড ফিরিয়ে দেন মরক্কো গোলরক্ষক মেহদি বেনাবিদ। বিরতির পরপরই সমতা ফেরায় মরক্কো। দ্রুত নেওয়া কর্নারের পর মোহান্নাদ আবু তাহার ক্রসে চমৎকার হেডে জাল খুঁজে নেন অরক্ষিত ওলওয়ান।

৬৮তম মিনিটে ঠাণ্ডা মাথার স্পট কিকে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন আল ওলওয়ান। ডি বক্সে আশরাফ এল মাহদিওইয়ের হ্যান্ডবলে জন্য ভিএআরে রিপ্লে দেখে পেনাল্টি দেন রেফারি। ৮৭তম মিনিটে সৌভাগ্যের এক গোলে সমতা ফেরান আব্দেররাজ্জাক। মোহাম্মদ হিরমাতের হেড ঝাঁপিয়ে ঠেকান জর্ডন গোলরক্ষক। ফিরতি বল আব্দেররাজ্জাকের গায়ে লেগে ফেরে পোস্ট ছুঁয়ে। ফের বল পেয়ে খুব কাছ থেকে জাল খুঁজ নেন তিনি। অফসাইডের জোরাল তুলে জর্ডন। ভিএআরের সঙ্গে কথা বলে গোলের বাঁশি বাজান রেফারি। সমতার উল্লাসে মাতে মরক্কো। যোগ করা সময়ের অষ্টম মিনিটে প্রতি-আক্রমণ থেকে নায়ক হওয়ার সুযোগ ছিল আলওয়ানের সামনে। কিন্তু গোলরক্ষককে একা পেয়েও তার বরাবরই শট নিয়ে হতাশ করেন তিনি। ম্যাচ গড়ায় অতিরিক্ত সময়ে। আবার খেলা শুরু হলে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে জালে বল পাঠান আবু তাহা। তবে তার হ্যান্ডবলের জন্য মেলেনি গোল। আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণে উত্তেজনা ছড়ানো ম্যাচে আব্দেররাজ্জাকের গোলে এগিয়ে যায় মরক্কো। কর্নার থেকে বল পেয়ে মারওয়ানে সাদানের হেডে পোস্টের খুব কাছে বল পেয়ে যান আব্দেররাজ্জাক। বাকিটা অনায়াসে সারেন আল শাবাবের এই ফরোয়ার্ড। বাকি সময় ব্যবধান ধরে রেখে আরব কাপে নিজেদের দ্বিতীয় শিরোপার উল্লাসে মাতে মরক্কো। ২০১২ সালে প্রথমবার ফাইনালে খেলেই জিতেছিল শিরোপা। সামনে তাদের অপেক্ষায় আরেক বড় লড়াই। এক সপ্তাহেরও কম সময়ের মধ্যে আফ্রিকা কাপ অব নেশন্সের ম্যাচে নামতে হবে তাদের। আরব কাপে শিরোপা জিতে ব্রাজিল, স্কটল্যান্ড ও হাইতিকে একটা বার্তা দিয়ে রাখল মরক্কো।

আইপিএল নিলাম ২০২৬

আনক্যাপড ভারতীয় তারকারা নিলামে হটকেকের মতো বিক্রি হলেন কেন?

নিজস্ব প্রতিবেদন

এক সময় আইপিএল নিলাম মানেই বিদেশি তারকাদের জন্য হুড়োহুড়ি। মিনি নিলামে তো আরও বেশি করে সেই ছবি দেখা যেত। বড় নাম, আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা-এই ছিল দলের প্রথম পছন্দ। কিন্তু আবু ধাবিতে বসা আইপিএল ২০২৬ নিলাম সেই পুরনো ছবিটাই ভেঙে দিল। ক্যামেরন গ্রিনের রেকর্ড দর যেমন শিরোনাম কুড়িয়েছে, তেমনই নিলামের ভিতরে ভিতরে সবচেয়ে বড় বদলটা এসেছে আনক্যাপড ভারতীয় ক্রিকেটারদের ঘিরে।

বিদেশি তারকা থেকে দেশি বাজি-বদলে যাওয়া নিলামের চরিত্র

এবারের নিলামে মোট বিক্রি হওয়া ৭৯ জন ক্রিকেটারের মধ্যে ৩৯ জনই আনক্যাপড ভারতীয়। এই সংখ্যাটা নিজেই বলে দিচ্ছে, ফ্র্যাঞ্চাইজি-দৃষ্টিভঙ্গি কতটা পাল্টেছে। আগে যেখানে দলগুলো নিশ্চিত নামের উপর ভরসা রাখত, এখন সেখানে ভবিষ্যৎ বিনিয়োগই মূল লক্ষ্য। তরুণ, ক্ষুধার্ত, আর তুলনামূলক কম খরচে দীর্ঘমেয়াদি সম্পদ-এই তিন সমীকরণেই বাজি ধরল সবাই। চেন্নাই সুপার কিংসের সিদ্ধান্ত এই বদলের সবচেয়ে বড় উদাহরণ। প্রাশান্ত বীর ও কার্তিক শর্মাকে নিতে ১৪ কোটি ২০ লক্ষ টাকা করে খরচ করেছে তারা। সহজ কোনও ডিল নয়-একাধিক দলের সঙ্গে দরযুদ্ধ করেই এই দুই আনক্যাপড ক্রিকেটারকে দলে এনেছে সিএসকে।

ঘরোয়া টি-টোয়েন্টি লিগই এখন আইপিএলের পাঠশালা

এই বদলের নেপথ্যে ভারতের ঘরোয়া টি-টোয়েন্টি লিগের বিস্তার। একসময় তামিলনাড়ু প্রিমিয়ার লিগ বা মহারাষ্ট্র প্রিমিয়ার লিগের মতো কয়েকটি টুর্নামেন্টেই নজর থাকত। এখন দিল্লি প্রিমিয়ার লিগ, কেরালা প্রিমিয়ার লিগ, মধ্যপ্রদেশ লিগ, ইউপি টি-টোয়েন্টি লিগ-একের পর এক মঞ্চ তৈরি হয়েছে। এই লিগগুলোই কার্যত আইপিএলের নিজস্ব অ্যাকাডেমি হয়ে উঠেছে। প্রিয়াংশ আর্য, দিগ্বেশ রাঠি, তেজস্বী সিং দাহিয়ার মতো নামগুলো মূলত এই লিগ থেকেই উঠে এসেছে। কেকেআর বিদেশি উইকেটকিপার না খুঁজে দিল্লি প্রিমিয়ার লিগের তেজস্বী দাহিয়ার উপর ভরসা রেখেছে। একই সঙ্গে সার্থক রঞ্জনকেও দলে নিয়েছে, যিনি ওই লিগের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক।

সংখ্যাই বলছে কেন এত দাম

প্রাশান্ত বীরের পরিসংখ্যানই ধরুন। ইউপি টি-টোয়েন্টি লিগে নয়ডা সুপার কিংসের হয়ে আট ম্যাচে ৩২০ রান, গড় ৬৪। সঙ্গে আটটি উইকেট, ইকোনমি ৬.৬৯। ব্যাট ও বল-দুই বিভাগেই অবদান রাখার ক্ষমতা এমন ক্রিকেটারদের দাম বাড়বেই। কার্তিক শর্মাও পিছিয়ে নন। শের-এ-পাঞ্জাব লিগে ১০ ইনিংসে ৪৫৭ রান, স্ট্রাইক রেট ১৬৮-এর বেশি। এই পারফরম্যান্সগুলো হঠাৎ নয়-স্কাউটদের দীর্ঘদিনের নোটবুকেই ছিল এই নামগুলো।

কৌশলগত বদল আর ভবিষ্যতের ভারত

এই প্রবণতার আরেক দিক হল জাতীয় দলের প্রয়োজন। বাঁ-হাতি পেসার, অলরাউন্ডার, ফিনিশার-কিছু নির্দিষ্ট প্রোফাইলের খেলোয়াড় খুঁজছে ভারতীয় ক্রিকেট। মঙ্গেশ যাদবের মতো বাঁ-হাতি পেস অলরাউন্ডারদের উপর তাই বাড়তি নজর। ঘরোয়া লিগগুলোই এখন সেই শূন্যস্থান পূরণের পরীক্ষাগার। প্রাক্তন ক্রিকেটার প্রিয়াঙ্ক পাঞ্চালের কথায়, ''এখন স্টেট লিগগুলিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। স্কাউটরা সব সময় মাঠে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এখান থেকেই ভবিষ্যতের ভারতীয় ক্রিকেটার উঠে আসবে।'' সব মিলিয়ে আইপিএল ২০২৬ নিলাম বুঝিয়ে দিল-চমক আর বিস্ময়ের জায়গাটা আর নেই। আনক্যাপড ভারতীয় ক্রিকেটাররা এখন আর অচেনা নন। ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর চোখে তাঁরা ভবিষ্যতের সম্পদ। তাই নিলামের মঞ্চে তাঁদের জন্য হটকেকের মতো দর ওঠাই এখন নতুন স্বাভাবিক।

ভারতের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দল ঘোষণা আজ

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ১৯ ডিসেম্বরঃ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আর দু'মাসও বাকি নেই। শনিবার ঘোষণা হবে ভারতের বিশ্বকাপের দল। সেই দলই নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সিরিজে সূর্যকুমার যাদবদের পারফরম্যান্স বিচার করে অজিত আগরকরেরা বেছে নেবেন দল। শনিবার সকালে মুম্বইয়ে বৈঠকে বসবে জাতীয় নির্বাচক কমিটি। যোগ দেবেন কোচ গৌতম গম্ভীর এবং অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব। শুক্রবার দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে পঞ্চম টি-টোয়েন্টি ম্যাচের পর শনিবার সকালে তাঁরা মুম্বই যাবেন। বিশ্বকাপ এবং নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের জন্য দল বেছে নেওয়া হবে। নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজে প্রয়োজনীয় সব ইপরীক্ষা-নিরীক্ষা সেরে নিতে হবে কোচ গম্ভীরকে। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) সূত্রে খবর, দুপুর ১টা ৩০-এ দল ঘোষণা করা হতে পারে। পাশাপাশি, কিউয়িদের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের এক দিনের সিরিজের দলও নির্বাচন করা হবে। সর্বভারতীয় একটি সংবাদমাধ্যমকে বিসিসিআইয়ের এক কর্তা বলেছেন, ''শনিবার মুম্বইয়ে বোর্ডের সদর দফতরে নির্বাচক কমিটি বৈঠকে বসবে। আগামী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ এবং নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজের দল নির্বাচন হবে। দল নির্বাচনের পর সূর্য এবং আগরকর সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হবে।'' আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। এ বার ২০টি দেশ খেলবে। ভারত গত বারের চ্যাম্পিয়ন। খেতাব ধরে রাখার চ্যালেঞ্জ থাকবে সূর্যদের। ভারতের গ্রুপে পাকিস্তান ছাড়াও আমেরিকা, নামিবিয়া এবং নেদারল্যান্ডস রয়েছে।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com